ওন্ডিন

জাঁ জিরাদু

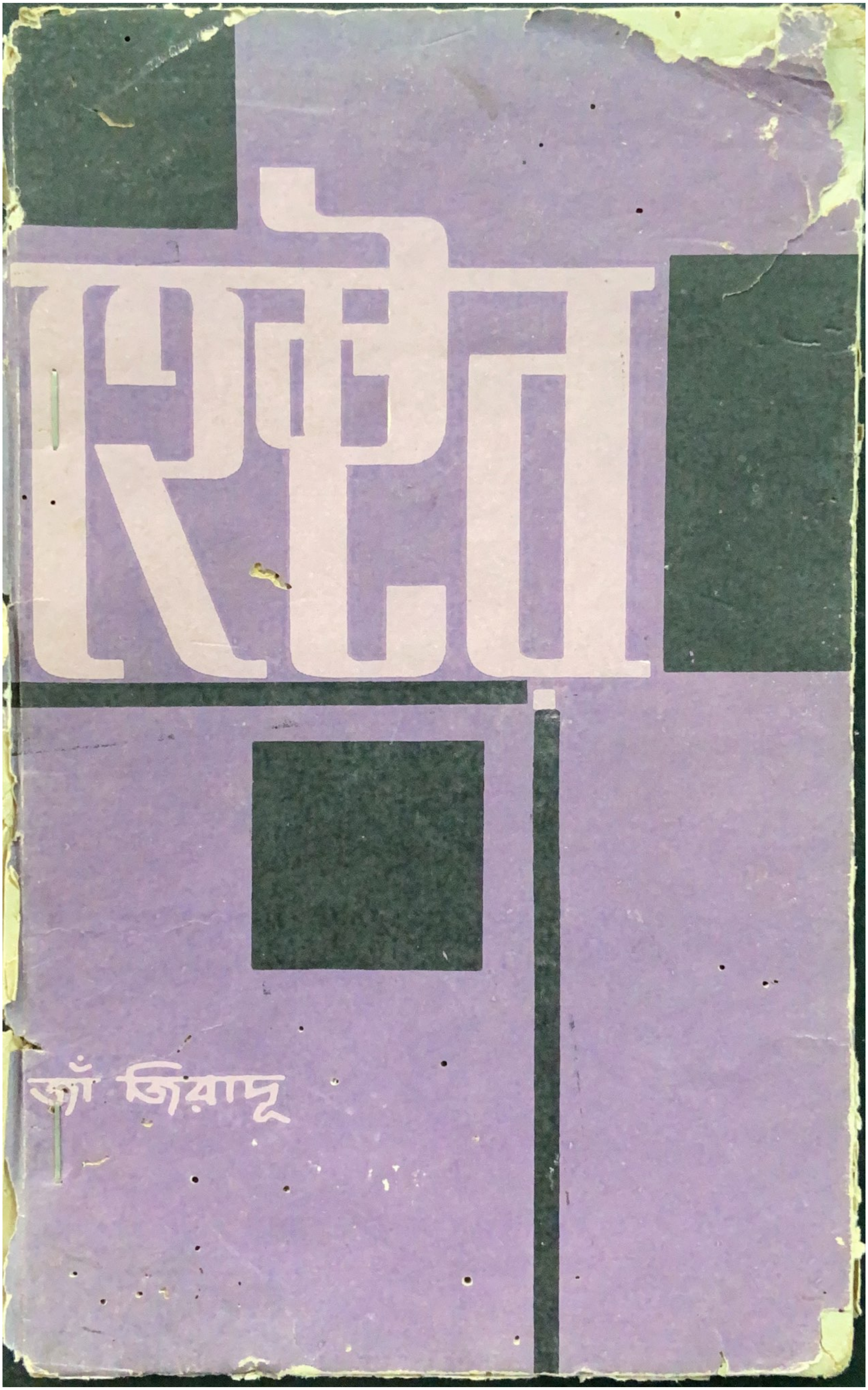

জাঁ জিরাদু

হেক্টর

কবীর চৌধুরী
অনূদিত

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

Hector : Bengali translation of Jean Giradoux's
La Guerre de Troie N' Aura Pas Lieu.
Translated by Kabir Chowdhury,
Published by Bangla Academy,
Dacca, East Pakistan. Price Rs. 4·00

বাএ ২৯৭
প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৭৬
ডিসেম্বর ১৯৬৯

প্রকাশক
ফজলে রাব্বী
প্রকাশনাধ্যক্ষ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

মুদ্রন
সাদিকীন
অন্তরীপ মুদ্রণালয়,
২৫৫, জগন্নাথ সাহা রোড,
ঢাকা—১

মূল্য ঃ চার টাকা

বোরহানউদ্দীন আহ্মদ
তোফাজ্জল হোসেন
প্রীতিভাজনেষু

অনুবাদকের কথা

জঁা জিরাদূ (১৮৮২—১৯৪৪) ছাত্রজীবনের সব পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কূটনৈতিক দপ্তরে চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নেবার পর যুদ্ধ শেষে আবার তিনি কূটনীতিবিদ হিসাবে নিজের কাজে ফিরে যান। কিন্তু কূটনীতিবিদ রূপে নয়, এই শক্তিমান ফরাসী নাট্যকার তাঁর নাটকের বক্তব্য এবং আঙ্গিক নৈপুণ্যের জন্যই দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমান অনূদিত নাটকটি ছাড়া তাঁর অন্যতম সুপরিচিত নাটক Amphitryon 38 এবং The Madwoman of Chaillot.

এখানে হেক্টর নামে যে নাটকটি পরিবেশন করা হচ্ছে জিরাদূ-র সেই বিখ্যাত মূল ফরাসী নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ক্রিষ্টফার ফ্রাই Tiger at the Gates নাম দিয়ে। হেক্টরকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ট্রয়ের উত্তেজিত জনতার উদ্বেলিত ঘৃণার বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়-সিদ্ধান্ত হেক্টরের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় মানুষ ও নিয়তির যুক্ত ষড়যন্ত্রে। জিরাদূ-র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং গভীর আবেগপূর্ণ কবিত্বময় ভাষা, রূপকের ব্যবহারে দক্ষতা ও রচনাশৈলীর আঙ্গিকগত নৈপুণ্যের জন্য নাটকটি পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেও বিশ্বের সমকালীন আধুনিক নাটকের ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় সংযোজন রূপে সার্ব্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্ত্তমান বাংলা অনুবাদ ক্রিষ্টফার ফ্রাইকে অনুসরণ করে।

নাটকটি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে "পরিক্রম" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা একাডেমী পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে উৎসাহ প্রদর্শন করে আমাকে বাধিত করেছেন। আশা করি আমাদের নাট্যামোদীদের নাটকটি ভালো লাগবে।

কবীর চৌধুরী

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭
আনন্দমোহন কলেজ
ময়মনসিংহ

চরিত্রলিপি

হেক্টর
প্যারিস
প্রায়াম
ডেমোকস
ট্রয়লাস
আবেনস
বুসিরিস
আজাক্স
ইউলিসিস
ওলপাইডিস

এণ্ড্রমাকী
কাসাণ্ড্রা
হেকুবা
পলিক্সেন
হেলেন

এবং ধোবানী, বৃদ্ধগণ, অঙ্কবিদ, শান্ত্রি, ভৃত্য, বার্ত্তাবহ,
মাল্লাগণ, আইরিস ও জনতা

প্রথম অঙ্ক

এণ্ড্রমাকী। ট্রয়ের যুদ্ধ হবে না, কাসাণ্ড্রা।

কাসাণ্ড্রা। বেশ, এ নিয়ে আমি বাজী ধরতে রাজী আছি, এণ্ড্রমাকী।

এণ্ড্রমাকী। গ্রীকরা প্রতিবাদ করে ঠিক করেছেন। এখন তাদের রাষ্ট্রদূতকে আমরা সসম্মানে অভ্যর্থনা করবো। তারপর তাদের ছোট্ট হেলেনকে সযত্নে মুড়ে তাঁর কাছে ফেরৎ দেবো।

কাসাণ্ড্রা। আমরা তাঁকে জঘন্যভাবে অভ্যর্থনা করবো। আমরা হেলেনকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করবো। আর ট্রয়ের যুদ্ধ হবেই।

এণ্ড্রমাকী। হ্যাঁ, হ'ত, যদি হেক্টর এখানে না থাকতো। কিন্তু হেক্টর এখানে আছে, কাসাণ্ড্রা। হেক্টর দেশে ফিরে এসেছে। ওই শোনো, বাদ্যধ্বনি শোনা যায়। এই মুহূর্তে সে নগরে প্রবেশ করছে বিজয়ীর বেশে। আর এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই হেক্টরের কিছু বলবার থাকবে। তিন মাস আগে যাবার সময় সে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলো যে, এই যুদ্ধই হবে শেষ যুদ্ধ।

কাসাণ্ড্রা। এইটেই শেষ। পরেরটা এখনও তার সামনে রয়েছে।

এণ্ড্রমাকী। আচ্ছা, শুধু বিপর্যয়ের ছবি দেখতে এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে কখনো কি তুমি ক্লান্ত হও না?

কাসাণ্ড্রা। আমি কিছু দেখি না। আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করি না। অমি শুধু দুটি প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতার হিসেব নেই : মানুষের বোকামির আর প্রকৃতির উন্মত্ত নির্বুদ্ধিতার।

এণ্ড্রামাকী। যুদ্ধ হবে কি জন্যে? প্যারিস ও হেলেন তো পরস্পরকে আর ভালোবাসে না।

কাসাণ্ড্রা। তুমি কি মনে কর প্যারিস ও হেলেন যদি পরস্পরকে আর না ভালবাসে তাতে কিছু এসে যায়? কোন জিনিস সত্য থাকলো কি থাকলো না, প্রকৃতি কি কোনদিন তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামিয়েছে?

এণ্ড্রামাকী। নিয়তি কি, আমি তা জানি না।

কাসাণ্ড্রা। আমি তোমাকে বলছি। নিয়তি শুধু আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের অমোঘ পরিণাম।

এণ্ড্রামাকী। আমি দার্শনিক তত্ত্বকথা বুঝি না।

কাসাণ্ড্রা। কিছু ভেব না। আমরা রূপক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি। মনে কর একট বাঘ, এটা বুঝতে পারবে তো? বেশ সুন্দর, সহজ রূপক। একটা ঘুমন্ত বাঘ।

এণ্ড্রামাকী। তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও।

কাসাণ্ড্রা। আমার চাইতে তাতে কেউ বেশী খুশী হবে না। কিন্তু কতকগুলো অতি নিঃসংশয় সবজান্তা উক্তি তাকে ঘুম থেকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলছে। কিছুদিন ধরে ট্রয় তাতে ভর্তি হয়ে উঠেছে।

এণ্ড্রামাকী। কিসে ভর্তি হয়ে উঠেছে?

কাসাণ্ড্রা। অতি প্রত্যয়ী উক্তিতে, একটা দৃঢ় বিশ্বাসে যে এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীর তদারক সাধারণভাবে মানব

জাতির দায়িত্বভার এবং বিশেষভাবে ট্রয়ের নারী-পুরুষের।

এণ্ড্রমাকী। তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না।

কাসাণ্ড্রা। হেক্টর এই মুহূর্তে ট্রয়ে প্রবেশ করছে?

এণ্ড্রমাকী। হ্যাঁ। হেক্টর এই মুহূর্তে দেশে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসছে।

কাসাণ্ড্রা। এবং হেক্টরের স্ত্রীর একটি ছেলে হবে?

এণ্ড্রমাকী। হ্যাঁ আমার ছেলে হবে।

কাসাণ্ড্রা। তুমি কি একটু বেশী নিশ্চয়তার সঙ্গে কথাগুলো বলছো না?

এণ্ড্রমাকী। আমাকে ভয় দেখিও না, কাসাণ্ড্রা।

(একটি অল্পবয়সী ধোবানী হাতভর্তি কাপড় নিয়ে পাশ দিয়ে যায়)

ধোবানী। কী চমৎকার দিন আজ!

কাসাণ্ড্রা। সত্যি তাই মনে হচ্ছে?

ধোবানী। ট্রয়ে আজ এ বছরের সব চাইতে সুন্দর বসন্ত দিন দেখা দিয়েছে।

(ধোবানী চলে যায়)

কাসাণ্ড্রা। ধোবীকন্যার মনে পর্যন্ত কী দৃঢ় বিশ্বাস!

এণ্ড্রমাকী। তাই তো হওয়া উচিত, কাসাণ্ড্রা। আজকের এই রকম দিনে তুমি কেমন করে যুদ্ধের কথা বলতে পারলে? আকাশ থেকে সুখ আমাদের ওপর ঝরে পড়ছে।

কাসাণ্ড্রা। তুষারের কম্বলের মতো।

এণ্ড্রমাকী। আর সৌন্দর্যের মতো। সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে দেখ। সারা ট্রয়ের ঘর-বাড়ীর ছাদের ওপর আজ যত

ঝিনুক কুঁচি দেখা যাচ্ছে তত বোধ হয় কোনদিন সমুদ্রের বুক ছেঁচেও তোলা হয়নি। জেলেদের বাড়ী থেকে ভেসে আসা শব্দ আর সমুদ্রের শব্দের গুঞ্জনধ্বনির মতো তরুশ্রেণীর ফিসফিসানি কি তুমি শুনতে পাচ্ছো? মানুষের শান্তিতে বাস করবার পথ খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনা যদি কখনো ঘটে থাকে, তবে আজ সেই দিন। শান্তিতে বাস করা, বিনয়ের সাথে বাস করা। আর চিরজীবী হওয়া।

কাসাণ্ড্রা। হ্যাঁ, আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ওই যে সব নুলো-খোঁড়াদের ঘর থেকে বার করে দোরগোড়ায় শুইয়ে রাখা হচ্ছে, তারা নিজেদের চিরজীবী বলেই ভাবছে!

এণ্ড্রমাকী। এবং ভালো হওয়া। অগ্রগামী বাহিনীর ওই ঘোড়সওয়ারকে দেখছো? ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে পড়ে প্রাচীরের ওপর বসা বেড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে কেমন আদর করছে? হয়তো মানুষ আর পশুর মধ্যে সত্যিকার মৈত্রীর সূচনাও আজকের দিন থেকেই শুরু হবে।

কাসাণ্ড্রা। তুমি বড্ড বেশী কথা বল্ল। নিয়তি, বাঘ, চঞ্চল হয়ে উঠছে, এণ্ড্রমাকী!

এণ্ড্রমাকী। তরুণী নারী যেমন স্বামীর খোঁজে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি চঞ্চল হয়তো, অন্য কিছু নয়।

কাসাণ্ড্রা। ভুল করলে। বিজয়ীর বেশে হেক্টর তার প্রিয়তমা পত্নীর কাছে ফিরে এসেছে। বাঘ জেগে উঠতে শুরু করলো, একটা চোখ খুললো তার। যারা কোনদিন

সেরে উঠবে না তারা রোদের নীচে বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছে আর নিজেদের মৃত্যুহীন বলে ভাবছে। বাঘটি এবার আড়মোড়া ভাঙলো। আজ সারা বিশ্বের ওপর শান্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম সুযোগ। বাঘ তার ঠোঁট চাটলো। আর এণ্ড্রমাকীর ছেলে হবে এবং অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে পড়ে প্রাচীরের ওপর বসে থাকা বেড়ালের পিঠে আদর করে হাত বুলোতে শুরু করেছে! বাঘ এবার শিকারের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এণ্ড্রমাকী। চুপ কর!

কাসাণ্ড্রা। প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সে উঠে আসছে। মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে দরজা খুললো। এবার সে এসে পড়েছে, সে এসে পড়েছে এইখানে!
(হেক্টরের কণ্ঠস্বর ঃ এণ্ড্রমাকী!)

এণ্ড্রমাকী। তুমি মিছে কথা বলছো। এ-তো হেক্টর।

কাসাণ্ড্রা। না বললো কে?

(হেক্টরের প্রবেশ)

এণ্ড্রমাকী। হেক্টর!

হেক্টর। এণ্ড্রমাকী!

(ওরা আলিঙ্গন করে)

সুপ্রভাত কাসাণ্ড্রা। প্যারিসকে আমার কাছে একটু আসতে বলবে? যত তাড়াতাড়ি সে পারে।
(কাসাণ্ড্রা কাছেই ঘুরঘুর করতে থাকে)
কিছু বলবে আমাকে?

এণ্ড্রমাকী। শুনো না ওর কথা! কোন একটা বিপর্যয়ের কথা বলবে নিশ্চয়ই।

হেক্টর। বল আমাকে।

কাসাণ্ড্রা। তোমার বউয়ের ছেলে হবে গো।

(কাসাণ্ড্রার প্রস্থান)

(হেক্টর এণ্ড্রমাকীকে বাহুপাশে বন্ধন করে একটি পাথরের বেঞ্চের দিকে টেনে নিয়ে সেখানে তার পাশে বসে। স্বল্প নীরবতা)

হেক্টর। ছেলে না মেয়ে, কী হবে?

এণ্ড্রমাকী। তুমি যখন তাকে জীবনের আহ্বান জানাও তখন কি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে?

হেক্টর। এক হাজার ছেলে। এক হাজার মেয়ে।

এণ্ড্রমাকী। কেন? তাহলে বুঝি তুমি এক হাজার মেয়েকে বাহুপাশে বাঁধতে পারতে? নাঃ, হতাশ হতে হচ্ছে তোমাকে। আমার একটি ছেলে হবে, মাত্র একটি।

হেক্টর। তা খুব হতে পারে। সাধারণতঃ কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের জন্মই বেশী হয়।

এণ্ড্রমাকী। আর যুদ্ধ-বিগ্রহের আগে? যুদ্ধের আগে কি হয়?

হেক্টর। যুদ্ধের কথা ভুলে যাও, এণ্ড্রমাকী। এই যুদ্ধের কথাও ভুলে যাও। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এতে তুমি তোমার বাবাকে হারিয়েছো, ভাইকে হারিয়েছো, কিন্তু তোমার স্বামীকে ফিরে পেয়েছো।

এণ্ড্রমাকী। যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছে। কে জানে, হয়ত শিগ্‌গিরই আবার উল্টো গাইতে শুরু করবে।

হেক্টর। ভেবো না কিছু ' আমরা তাকে সে সুযোগই দেব না। তোমার এখান থেকে আমি সোজা স্কোয়ারে যাবো এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধতোরণ বন্ধ করে দেব। আর কোনদিন তা খোলা হবে না।

এণ্ড্রমাকী। তাহলে বন্ধ করে দাও। কিন্তু আবার সে তোরণ খোলা হবে।

হেক্টর। কোন্ দিন তাও বোধ হয় বলে দিতে পার ?

এণ্ড্রমাকী। কোন্ দিন তাও তোমাকে আমি বলে দিতে পারি। যেদিন শস্যক্ষেত্র ভারী আর সোনালী হয়ে উঠবে, দ্রাক্ষাকুঞ্জ নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়বে, ফসল ঘরে তোলার ব্যবস্থা হবে পাকাপাকি আর প্রতি বাড়ীতে বাস করবে একটি করে পরিতৃপ্ত দম্পতি—সেই দিন।

হেক্টর। আর সেদিন নিশ্চয়ই শান্তি তাঁর চরম শিখরে বিরাজ করবে, তাই না ?

এণ্ড্রমাকী। হ্যাঁ। আর আমার ছেলে সবল হয়ে উঠবে, জ্বলজ্বল করবে প্রাণের প্রাচুর্যে।

(হেক্টর তাকে আলিঙ্গন করে)

হেক্টর। তোমার ছেলে হয়তো কাপুরুষ হবে। ওইখানে একটা বাঁচোয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এণ্ড্রমাকী। সে কাপুরুষ হবে না। তবে আমি হয়তো তার ডান হাতের তর্জনী কেটে ফেলতে পারি।

হেক্টর। যদি সব মায়েরা তাদের ছেলেদের ডান হাতের তর্জনী কেটে ফেলে তবে সারা দুনিয়ার সৈনিকেরা তর্জনীহীন অবস্থাতে লড়াই করবে। আর যদি তারা তাদের

ছেলেদের ডান পা কেটে ফেলে দেয়, তবে সব সেনাবাহিনী হবে একপেয়ে। আর তারা তাদের চোখ উপড়ে ফেললে, সেনাবাহিনীগুলো হবে অন্ধ। কিন্তু তবু সৈন্যদল টিকে থাকবে, টিকে থাকবে শত্রুর পাঁজরের মারাত্মক স্থানটি হাতড়ে বার করবার কিম্বা তার কণ্ঠনালী চেপে ধরবার সাধনায়।

এণ্ড্রমাকী। তার চাইতে আমি তাকে মেরে ফেলবো।

হেক্টর। এটা যুদ্ধের সত্যিকার মাতৃসুলভ সমাধান বটে!

এণ্ড্রমাকী। হেসো না তুমি। এখনো, তার জন্মের পূর্বেই আমি তাকে হত্যা করতে পারি।

হেক্টর। তুমি কি তাকে মোটেই দেখতে চাও না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়? পরে তুমি আবার ভাবতে পারতে। তুমি সত্যিই কি কোনদিন তোমার ছেলেকে দেখতে চাও না?

এণ্ড্রমাকী। তোমার ছেলে, সেইজন্যই আমি উৎসাহী। হেক্টর, সে যে তোমার সন্তান, সে যে তুমি। তাই তো আমার এত ভয়। তুমি জানোনা সে কতখানি তোমার মতো। ইতিমধ্যেই, যে অজানা জগতে সে এখন অপেক্ষমান, সেখানেই, তোমার-আমার এই যুগ্ম জীবনে, যে সব গুণাবলী তুমি এনেছো সেইসব সে অর্জন করে বসে আছে। তোমার মতো তার করুণা-সিন্ধু, তোমার মতো তার নৈঃশব্দ। তুমি যদি যুদ্ধ ভালোবাসো, তবে সেও বাসবে। তুমি কি যুদ্ধ ভালোবাসো?

হেক্টর। কেন এমন প্রশ্ন করছো?

এণ্ড্রমাকী। স্বীকার করো, মাঝে মাঝে তুমি যুদ্ধ ভালোবাসো।

হেক্টর। যদি কোন মানুষ যা তার আশা, সুখ এবং অন্তরের নিটকতম জিনিসকে হরণ করে নেয় তাকে ভালোবাসতে পারে, তবে বাসি।

এণ্ড্রমাকী। তুমি জানো যে তা সম্ভব। মানুষ তাকে সত্যিই ভালোবাসে।

হেক্টর। আক্রমণের মুহূর্তটিতে দেবতারা মানুষকে দেবত্বের এক টুকরো স্ফুলিঙ্গ দান করেন। যদি মানুষের ওই টুকুতেই কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, তবেই এ সম্ভব।

এণ্ড্রমাকী। আহ-হা তবেই দেখছো ! আক্রমণের মুহূর্তটিতে নিজেকে তোমার দেবতা বলে মনে হয় !

হেক্টর। বেশীর ভাগ সময়েই মানুষের মতোও মনে হয় না। তবে কোন কোন সময়, কোন কোন প্রভাতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে মনে হয় তুমি যেন আগের চাইতে হাল্কা হয়ে গেছো, কেমন একটা বিস্ময়ের ভাব জাগে তোমার মনে, মনে হয় তুমি বদলে গেছো। তোমার সারা শরীরের ওজন, তোমার পিঠের ওপরকার ঢালের ওজন যেন বদলে গেছে, মনে হবে তারা যেন অন্য ধাতুর তৈরী। তুমি তখন অপরাজেয়। একটা করুণার বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, এক রকম যুদ্ধের করুণা। তুমি তখন করুণাময়, কারণ তুমি সহানুভূতিহীন। বস্তুতঃপক্ষে দেবতাদের যে ধরনের করুণাময় না হলে নয়, ঠিক সেই ধরনের। ধীরেধীরে, প্রায় অন্যমনস্কভাবে কিন্তু

সস্নেহে তুমি শত্রুপক্ষের দিকে এগিয়ে যাও। তোমার পথের সামনে একটা গুবরে পোকা পড়লে তাকে যেন মাড়িয়ে না যাও সে জন্য তুমি যত্নবান। মশাটাকেও তুমি এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দাও যেন সে আঘাত না পায়। তোমার চলার পথে সাক্ষাৎ পাওয়া কোন প্রাণীর প্রতি তুমি জীবনে কখনও এত শ্রদ্ধা অনুভব করো নি।

এণ্ড্রমাকী। এবং তারপর শত্রু এগিয়ে আসে।

হেক্টর। তারপর শত্রু এগিয়ে আসে। মুখে তার ফেনপুঞ্জ। তার জন্য তোমার মনে সহানুভূতি জাগে। তার স্ফীত শিরা আর চোখের সাদার পেছনে তুমি দেখতে পাও কোন অসহায় ছোট আগ্রহী ব্যবসায়ী, কোন সদিচ্ছুক স্বামী আর জামাতা যে নিজের শাক-শবজি নিজে ফলাতে ভালবাসে। তার জন্য ভালোবাসা অনুভব কর তুমি। তার গালের আঁচিল, তার আড় নয়ন তোমার ভালো লাগে। তুমি তাকে ভালোবাস। কিন্তু সে এগিয়ে আসে। সে অনমনীয়। তখন তুমি তাকে হত্যা কর।

এণ্ড্রমাকী। আর তুমি দেবতার মত সেই হতভাগ্য মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াও। কিন্তু তুমি দেবতা নও। তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে তুমি পার না।

হেক্টর। তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াবার তোমার সময় হয় না। আরো বহু, বহুজন তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মুখ দিয়ে তাদের ফেনা উঠছে, কণ্ঠে তাদের উদগ্র ঘৃণা। অগণিত নিরীহ আইন মেনে চলা ঘরোয়া মানুষ তারা সব।

এণ্ড্রমাকী। তখন তুমি তাদের হত্যা কর।

হেক্টর। তুমি তাদের হত্যা কর। এরই নাম যুদ্ধ!

এণ্ড্রমাকী। সবাইকে? তুমি তাদের সবাইকে হত্যা কর?

হেক্টর। এবার আমরা ওদের সবাইকে হত্যা করেছি রীতিমত সুপরিকল্পনার সাথে। ওরা এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাত। তাদের প্রকৃতি কখনো বদলাবার নয়। ওদের মতো লোকের জন্যই এশিয়ায় অনবরত যুদ্ধ চলতে থাকে, যুদ্ধের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওদের মধ্যে মাত্র একজন পালিয়ে গেছে।

এণ্ড্রমাকী। এক হাজার বছরের মধ্যে ওই একটি লোকের উত্তরপুরুষ থেকে আবার সেই সামরিক জাতের উদ্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত তার পলায়ন সমস্ত হত্যাযজ্ঞকে ব্যর্থ করে দিল। আমার ছেলেও শেষ অবধি তোমারই মত যুদ্ধকে ভালবাসবে।

হেক্টর। আজ যখন আমার মনে যুদ্ধের প্রতি কোন ভালোবাসা নেই, মনে হচ্ছে, এখন আমি তাকে ঘৃণা করি।

এণ্ড্রমাকী। যাকে একদিন পূজো করতে, তাকে কেমন করে ঘৃণা করতে পারছো?

হেক্টর। তুমি তো জানো, বন্ধুকে মিথ্যাবাদী বলে আবিষ্কার করলে মনের অবস্থা কেমন হয়! তারপর থেকে সে যাই বলুক, তা যত সত্যই হোক না কেন, সব মনে হয় মিথ্যা। আর আশ্চর্য হলেও, আমার মনে হত যুদ্ধ যেন বহু সদগুণের আধার। কল্যাণবোধ, মহত্ত্ব, যা নীচ ও হীন তার প্রতি দুর্দম ঘৃণা যেন যুদ্ধেরই দান। আমি ভাবতাম আমার সমস্ত শক্তি

জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ, এমনকি আমার ব্যক্তিগত সুখ, তুমি এণ্ড্রমাকী, এসব যেন আমি তার কাছ থেকেই পাচ্ছি। এই সর্বশেষ অভিযানটির পূর্ব পর্যন্ত, ভালোবাসি নি এমন একটি শত্রু আমার ছিল না।

এণ্ড্রমাকী। খানিকক্ষণের মধ্যেই বলবে যে যাকে তুমি ভালবাসো শুধু তাকেই হত্যা কর।

হেক্টর। সর্বপ্রকার ধ্বনি একত্র হয়ে কেমন করে আমার মনের মধ্যে এটা একটা মহৎ ব্যাপার এমনি ধারণার জন্ম দিত, তা স্পষ্ট করে বোঝানো শক্ত। রাত্রির বুকে ছুটন্ত অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, প্রজ্বলিত আগুনের আলো-আঁধারিতে বাসন-কোশন নিয়ে বাবুর্চিদের সশব্দ সঞ্চরণ, নৈশপ্রহরীর তাঁবুর পাশ দিয়ে যাবার সময় রেশমের গায়ে ধাতব অস্ত্রের স্পর্শের শব্দ, আর নিদ্রিত সেনাবাহিনীর বহু উর্ধ্বে চক্রাকারে উড্ডীয়মান বাজের তীক্ষ্ণ ক্রন্দন, আর তাদের নিদ্রাহীন সেনাপতি—সবই মনে হত সঙ্গত, অদ্ভুত সুন্দর।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু এবারে তুমি যুদ্ধের মধ্যে কোন সঙ্গীত শুনতে পাও নি?

হেক্টর। কেন এমন হল? আমার বয়স বেড়েছে বলে কি? ছুতোর যেমন কাজ করতে করতে অর্ধ সমাপ্ত টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কোনদিন নিজেকে ক্লান্ত মনে করে এও তেমনি ধরনের পেশা-সম্পর্কিত ক্লান্তি মাত্র? একদিন সকালে সমবয়সী এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের

ওপর দাঁড়িয়ে তাকে শেষ করে দেবার পূর্বমুহূর্তে আমার হঠাৎ যেমন নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হয়েছিলো, একি সেই ধরনের কোন ক্লান্তি? সেদিন পর্যন্ত আমি যাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি তাকেই দেখেছি আমার প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। কিন্তু এবার মনে হল আমি যেন আয়নার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছি। যে মৃত্যুআঘাত আমি হানতে যাচ্ছি সে যেন আত্মহত্যারই নামান্তর। এ রকম সময়ে ছুতোর কি করে আমি জানি না। সে তার হাতুড়ি-বাটালী ছুঁড়ে ফেলে দেয়, না, কর্তব্য কাজ করে চলে, তা আমার জানা নেই। আমি আমার কাজ করে গিয়েছি। কিন্তু তারপর থেকেই যুদ্ধের সেই গৌরব-দীপ্ত ধ্বনির কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না। ঢালের গা বেয়ে নেমে আসা আমার বর্শার শব্দ হঠাৎ মিথ্যা হয়ে আমার কানে বাজলো। তেমনি মিথ্যা মনে হল নিহত ব্যক্তির মাটিতে লুটিয়ে পড়ার শব্দ এবং কয়েক ঘণ্টা পরে প্রাসাদের ধূলিস্মাৎ হয়ে যাওয়া। তার ওপর আমি যে সব বুঝেছি, একথা যেন যুদ্ধ জানতে পারলো। লজ্জার কোন আবরণও আর রইলো না। মুমূর্ষুদের চিৎকার আমার কানে মিথ্যা হয়ে বাজলো। আমার অবস্থা তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ওই রকম।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু বাকী আর সবার কানে তো সঠিক সুরটিই ধরা পড়েছে?

হেক্টর। বাকী আর সবাই আমি যা শুনেছি তাই শুনেছে। যে সেনাবাহিনী আমি ফিরিয়ে এনেছি তারা যুদ্ধকে ঘৃণা করে।

এণ্ড্রমাকী। এ সেনাবাহিনীর শ্রবণশক্তি বড় দুর্বল।

হেক্টর। না, তা নয়। ঘন্টাখানেক আগে আমরা যখন প্রথম ট্রয় নগরী দেখতে পেলাম, সেই মুহূর্তে সব কিছু আবার কী আশ্চর্য সঠিক সুরে তাদের কানে বেজে উঠেছিলো—সেকথা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। অকস্মাৎ ফিরে আসা সঙ্গীতের সুরে উদ্বেলিত হৃদয় এমন একটি রেজিমেণ্ট ছিলো না যারা দাঁড়িয়ে পড়ে নি। এমন অবস্থা হয়েছিলো যে, তোরণপথে সদম্ভে মার্চ করে প্রবেশ করতে আমাদের ভয় করছিলো। নগরপ্রাচীরের বাইরে আমরা প্রথম নিজেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে নেই। একটি কল্যাণকর সেনাবাহিনীর পক্ষে তাই বুঝি একমাত্র যোগ্য কাজঃ স্বদেশের উন্মুক্ত নগরের ওপর গভীর শান্তিপূর্ণ অবরোধ বিস্তার করা।

এণ্ড্রমাকী। তুমি বুঝতে পারছো না, অন্যান্য জায়গার চাইতে সবকিছুই এখানে আরো বেশী মিথ্যা। হেক্টর, যুদ্ধ এইখানে, এই ট্রয় নগরে। তোরণদ্বারে তোমাকে যা সম্বর্ধনা জানিয়েছে তা এই।

হেক্টর। কি বলতে চাও তুমি?

এণ্ড্রমাকী। তুমি শোনো নি যে প্যারিস হেলেনকে হরণ করে নিয়ে এসেছে?

হেক্টর। শুনেছি। আর কি?

এণ্ড্রমাকী। গ্রীকরা যে ওকে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানিয়েছে, তাও জানো তুমি? জানো যে আজ তাদের রাষ্ট্রদূত আসছেন এখানে? আমরা যদি ওকে ফিরিয়ে না দিই, তার অর্থ যুদ্ধ।

হেক্টর। আমরা কেন ওকে ফিরিয়ে দেব না? আমি নিজে ওকে তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করবো।

এণ্ড্রমাকী। প্যারিস কিছুতেই রাজী হবে না।

হেক্টর। প্যারিস রাজী হবে এবং খুব শিগগিরই। কাসাণ্ড্রা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসছে।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু প্যারিস রাজী হতে পারে না। তোমরা যাকে বলো মর্যাদাবোধ, তা তাকে রাজী হতে দেবে না। আর সে হয়ত জানাবে যে তার প্রেমও দেবে না।

হেক্টর। আচ্ছা, সে দেখা যাবে। যাও তো, প্রায়ামের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর আমি এক্ষুণি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবো নাকি। আর তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সমগ্র ট্রয়বাসী, যারা এতদিন লড়াই করেছে বা করতে সক্ষম, তারা সবাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

এণ্ড্রমাকী। মনে রেখো, ওরা ছাড়াও অন্যরা রয়েছে।

(এণ্ড্রমাকী চলে যায়...সেই সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসকে নিয়ে প্রবেশ করে কাসাণ্ড্রা)

কাসাণ্ড্রা। এই যে প্যারিস এসেছে।

হেক্টর। অভিনন্দন গ্রহণ করো, প্যারিস। শুনতে পাচ্ছি আমাদের অবর্তমানে তুমি বেশ মধুর ব্যস্ততায় দিন কাটিয়েছো।

প্যারিস। ধন্যবাদ! তা মন্দ কাটে নি।

হেক্টর। হেলেন সম্পর্কে এ কি কাহিনী শুনছি?

প্যারিস। হেলেন ভারী মিষ্টি কিন্তু। তাই না, কাসাণ্ড্রা?

কাসাণ্ড্রা। তা আছে মোটামুটি।

প্যারিস। আজ হঠাৎ এই রকম দ্বিধার ভাব কেন? গতকালও তো বলছিলে যে তোমার মতে সে অপরূপ সুন্দরী।

কাসাণ্ড্রা। সে অপরূপ সুন্দরী এবং মোটামুটি মিষ্টি।

প্যারিস। তার ভাব-ভঙ্গী কচি শান্ত হরিণীর মতো, তাই না?

কাসাণ্ড্রা। না।

প্যারিস। বাঃ। তুমিই তো প্রথম বলেছিলে যে ও হরিণীর মতো।

কাসাণ্ড্রা। ভুল বলেছিলাম। তারপরে আমি আবার হরিণী দেখেছি।

হেক্টর। জাহান্নামে যাক হরিণীর কথা! ওকে কি এর চাইতে আর কোন বেশী রকমে মেয়ে বলে মনে হয় না?

প্যারিস। স্পষ্টতঃই এখানে যে সব মেয়েদের আমরা চিনি, ও ঠিক সে-জাতের নয়।

কাসাণ্ড্রা। এখানে কোন জাতের মেয়েদের চিনি আমরা?

প্যারিস। হে আমার প্রিয় ভগ্নি, এখানে আমরা যাদের চিনি তারা তোমার জাতের। ভয়ানক রকম দূরত্ববর্জিত নারী।

কাসাণ্ড্রা। তোমার গ্রীক নারী বুঝি প্রেম করার সময় বহু দূর থেকে করেন?

প্যারিস। আমি কি বলতে চাই তুমি বেশ বুঝতে পারছো। এশীয় রমণীতে আমার ক্লান্তি ধরে গেছে। এমনভাবে তারা তোমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে যে মনে হয় যেন আঠা দিয়ে তাদের লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাদের চুম্বন যেন মুগুরের আঘাত। তাদের বাক্যোচ্ছ্বাস একেবারে তোমার অন্তঃস্থলে কুরে বসে যায়। যত তারা বিবস্ত্র হয়, তত তাদের জটিলতা বাড়ে। শেষটায় সম্পূর্ণ নগ্ন চেহারায় তাদের মনে হয় সর্বাধিক বিভূষিতা। আর মুখে তারা এমন রঙ দেবে যেন তোমার ওপর ছাপ ফেলতে চায়। আর সত্যি সত্যি ছাপ তারা ফেলেও। এক কথায়, নিঃসন্দেহে তুমি তাদের সঙ্গে রয়েছো; কিন্তু আমার আলিঙ্গনাবদ্ধা থেকেও হেলেন যেন আমার কাছ থেকে কত দূরে!

হেক্টর। ভারী মজার তো! কিন্তু আমি ভাবছি প্যারিসকে দূর থেকে প্রেম করার সুযোগ কি একটা যুদ্ধের মূল্যে করে দিতে হ'বে?

কাসাণ্ড্রা। দূর থেকে নয়, দূরের সঙ্গে। সে চায় মেয়েরা যেন তার নাকের ডগার নীচে থেকেও থাকে অনেক দূর।

প্যারিস। হেলেন তোমার সঙ্গে থাকবে কি থাকবে না, এর মূল্যে দুনিয়ার যে কোন জিনিস বিকিয়ে দেওয়া যায়।

হেক্টর। তাকে কিভাবে এনেছো? সে স্বেচ্ছায় এসেছে, না তুমি তাকে আসতে বাধ্য করেছো?

প্যারিস। দেখো হেক্টর, আমি যেমন মেয়েদের চিনি, তুমিও তেমনি তাদের ভালো করেই চেনো। জোর করলে পরই তারা রাজী হয়। এবং তারপর, তোমার মত ওরাও উৎসাহী হয়ে ওঠে।

হেক্টর। চিরাচরিত নারীহরণকারীর প্রথায়, ঘোড়ার পিঠে করে গবাক্ষের নীচে এক স্তূপ ঘোড়ার সার ছড়িয়ে তুমি এসেছো।

প্যারিস। এটা আদালতের বিচার নাকি?

হেক্টর। হ্যাঁ, তাই। একবার অন্তত ঠিকঠিক সত্যিকার জবাব দিতে চেষ্টা কর। তুমি কি ওর স্বামীর বংশ কিম্বা গ্রীক মাটির কোন অমর্যাদা করেছো?

প্যারিস। গ্রীক পানির সামান্য করেছি। ও স্নান করছিলো।

কাসাণ্ড্রা। ফেনপুঞ্জের মধ্য থেকে তার জন্ম বুঝি? ভেনাসের মতো এই ঠাণ্ডা মেয়ে ফেনার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে।

হেক্টর। তোমার পুরাণো অভ্যাস মত প্রাসাদের দেয়ালে কুৎসিত ছবি আঁকোনি তো? প্রতিধ্বনির বুকে এমন কোন কথা চেঁচিয়ে বলোনি তো যা এক্ষুণি প্রতারিত স্বামীর কাছে পুনরুচ্চারিত হবে?

প্যারিস। না। মিনেলস তখন বিবস্ত্র অবস্থায় নদীতীরে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে কাঁকড়া ছাড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দেখলেন আমার জাহাজ পাল তুলে চলে যাচ্ছে, যেন হাওয়া পোশাক উড়িয়ে নিচ্ছে তাঁর।

হেক্টর। মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধের চিহ্ন দেখলে?

প্যারিস। কাঁকড়াদংশিত রাজমুখ খুব প্রশান্ত দেখাবে এটা স্বাভাবিক নয়।

হেক্টর। আর কেউ দেখেছে?

প্যারিস। আমার মাঝি-মাল্লারা দেখেছে।

হেক্টর। তাহলে সব ঠিক আছে।

প্যারিস। সব ঠিক আছে মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?

হেক্টর। সব ঠিক বলছি কারণ এমন কিছু ঘটেনি যার প্রতিকার নেই। অন্য কথায় হেলেন ছিলো বিবস্ত্রা কাজেই তার পোশাক পরিচ্ছদ কিম্বা অন্যান্য অঙ্গভূষণের কোন অমর্যাদা ঘটে নি। ঘটেছে শুধু তার দেহের এবং সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। গ্রীকদের আমি ভালো করে চিনি। গ্রীক দেশের রাণী সমুদ্রে নেমে গেলেন এবং কয়েক মাস পর মুখে নিষ্পাপ প্রশান্তির ছায়া নিয়ে আবার নিঃশব্দে উঠে এলেন, এ নিয়ে তারা চমৎকার রোমাঞ্চ কাহিনী তৈরী করে ফেলবে। তাতে তাদের গৌরবের কথাই প্রকাশ পাবে।

কাসাণ্ড্রা। তা ওর মুখের চেহারা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

প্যারিস। তুমি মনে কর আমি হেলেনকে মিনেলসের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো?

হেক্টর। তোমার কাছ থেকে অতটা দাবী করছি না। হেলেনের কাছ থেকেও নয়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত সে ব্যবস্থা করবেন। তিনি নিজেই তাকে সমুদ্রের বুকে ফিরিয়ে দেবেন। মালী যেমনভাবে একটি বিশেষ নির্ধারিত জায়গায় ওয়াটারলিলি রোপণ করে, ঠিক তেমনিভাবে। আজ বিকালেই তুমি হেলেনকে তাঁর কাছে দিয়ে আসবে।

প্যারিস। তুমি কি রকম অমানুষের মত কথা বলছো সে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান আছে কিনা আমি জানি না।

কেমন করে তুমি ভাবছো যে, যে লোকের হেলেনের সঙ্গে রাত্রি বাসের প্রত্যাশা রয়েছে সে তাকে ত্যাগ করতে রাজী হবে ?

কাসাণ্ড্রা। এখনও একটা বিকাল তুমি তাকে সঙ্গে পাচ্ছো। নিশ্চয় ওটাই অধিকতর গ্রীকসুলভ।

হেক্টর। দেখ, গোঁয়ার্তুমি করো না! তোমাকে আমরা অনেকদিন থেকে চিনি। এই প্রথম তুমি বিচ্ছেদ মেনে নেবে না।

প্যারিস। সে কথা ঠিকই বলেছেন, হেক্টর সাহেব। এ পর্যন্ত আমি বেশ প্রফুল্ল চিত্তেই বিচ্ছেদকে গ্রহণ করে এসেছি। কোন মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসা, তা তাকে তুমি যতোই ভালোবাসো না কেন, মনের মধ্যে একটা চরম আনন্দানুভূতির জন্ম দেয়। আর সবার মতো আমিও সে অনুভূতির উচিত মূল্য দিতে জানি। তুমি তার বাহুপাশ থেকে বেরিয়ে এসে শহরের মধ্য দিয়ে প্রথম নিঃসঙ্গ ভ্রমণে বেরুলে। যার কাছ থেকে তুমি বিদায় নিয়ে এসেছো সে প্রিয় মুখের শেষ দৃশ্য হচ্ছে কান্নাভরা, নাক তার লাল হয়ে গেছে অশ্রুর ভারে। সে দৃশ্যের পর ছোট্ট দর্জিকন্যার সঙ্গে তোমার প্রথম সাক্ষাৎ মুহূর্তেই তুমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, বাঃ, কী তাজা, কী নির্বিকার তাকে দেখতে ওই রকম ভাঙ্গা হতাশা-মাখা বিদায়পর্ব থেকে আসো বলেই এইসব প্রাণ-উচ্ছল হাস্যরতা ধোবীমেয়ে আর ফল-ওয়ালীরা, বিচ্ছেদের দ্বারা যা কিছু তুমি হারিয়েছো তাকে বহুগুণে পূর্ণ

করে তোলে। একজনকে হারিয়ে তোমার জীবন বহুজনে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বের সমগ্র নারী তখন তোমার জন্য নতুন করে সৃষ্টি হয়। তারা সবাই তোমার একান্ত আপনার। তোমার বিবেকের স্বাধীনতা, সম্মান এবং শান্তিতে তারা তোমার। হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। কোন প্রেমের পর্ব যখন ভেঙ্গে যায় তখনই তা আনন্দের চরম শিখরে উপস্থিত হয়। এবং সেই কারণেই আমি কখনো হেলেনের কাছ থেকে বিদায় নেবোনা। হেলেনের সঙ্গে থাকলেই আমার মনে হয় তুনিয়ার আর সব রমণীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে। এবং এই অনুভূতি শুধু একটি নয়, সহস্র মুক্তির আনন্দে আমার মনকে অভিষিক্ত করে তোলে।

হেক্টর। তার কারণ সে তোমাকে ভালবাসে না। তোমার প্রতিটি কথা তাই প্রমাণ করে।

প্যারিস। তুমি যদি তাই ভাবো। কিন্তু কামনার সকল সম্ভাব্য পন্থা থেকে যদি তুমি আমাকে একটা বেছে নিতে বল তবে হেলেন আমাকে ভাল না বাসলেও, আমি তাকেই বেছে নেবো।

হেক্টর। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তাকে তোমার ত্যাগ করতেই হবে।

প্যারিস। তুমি এখানে মনিব নও।

হেক্টর। আমি তোমার বড় ভাই এবং ভবিষ্যতের মনিব।

প্যারিস। তাহলে ভবিষ্যতে আমর ওপর হুকুম চালিও। আপাততঃ আমি আমার পিতার আদেশ মেনেই চলবো।

হেক্টর। বেশ, মন্দ কি! তাহলে ব্যাপারটা প্রায়ামের কাছে তুলতে এবং তার রায় মেনে নিতে তুমি রাজী আছো?

প্যারিস। সম্পূর্ণভাবে রাজী।

হেক্টর। কথা দিচ্ছো? আমরা উভয়েই তাঁর নির্দেশ মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি?

কাসাণ্ড্রা। হেক্টর, কি করছো ভালো করে ভেবে দেখ। প্রায়াম হেলেনের জন্য পাগল। তিনি বরং তার কন্যাদের ত্যাগ করতে রাজী হবেন।

হেক্টর। কি আজেবাজে বকছো!

প্যারিস। জীবনে একবার অন্ততঃ সে ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান সম্বন্ধে সত্যি কথা বলছে।

কাসাণ্ড্রা। শুধু তাই নয়, আমাদের সব ভাইদের, চাচাদের, চাচার চাচাদের তিনি সানন্দে ত্যাগ করবেন! হেলেনকে যে গার্ড অব অনার দেয়া হয় তাতে শহরের প্রতিটি বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন তা জানো? ওই দিকে তাকিয়ে দেখ। হেলেনের বেড়াতে বেরুবার সময় হয়েছে। পরিখার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত কেমন একটা সাদা দাড়ির আস্তরণ দেখতে পাচ্ছো না?

হেক্টর। মধুর দৃশ্য বটে। দাড়িগুলো সাদা আর মুখগুলো লাল।

কাসাণ্ড্রা। হ্যাঁ, রক্তের চাপের দরুন। এদের উচিত ছিলো বিজয়ী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সিকামান্দার তোরণে অপেক্ষা করা। কিন্তু না, ওরা সবাই এখানে, স্কীয়ান তোরণে, হেলেনের জন্য অপেক্ষমান।

হেক্টর। দেখ, দেখ, সামনে দিয়ে ইঁদুর যেতে দেখলে সারসের দল যেমন ঝুঁকে পড়ে ওরা সবাই তেমনি একযোগে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

কাসাণ্ড্রা। হেলেন সেই ইঁদুর।

প্যারিস। তাই নাকি?

কাসাণ্ড্রা। ওই যে হেলেন, দ্বিতীয় চত্বরে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে স্যাণ্ডাল ঠিক করবার জন্য থেমেছে।

হেক্টর। এ অবিশ্বাস্য। ট্রয় নগরীর সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি নীচু হ'য়ে ঝুঁকে পড়ে হেলেনকে দেখছে!

কাসাণ্ড্রা। সকলে নয়। কিছু কিছু ধূর্ত বৃদ্ধ উপরের দিকে মুখ তুলেও তাকে দেখছে।

(মঞ্চের বাইরে ধ্বনি: হুস্ন জিন্দাবাদ!)

হেক্টর। কি বলছে ওরা?

প্যারিস। তারা আওয়াজ তুলছে: 'হুস্ন জিন্দাবাদ!'

কাসাণ্ড্রা। যদি এর অর্থ এই হয় যে ওরা নিজেরা যতশীঘ্র সম্ভব মৃত্যু বরণ করবে তবে আমি তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

(মঞ্চের বাইরে ধ্বনি: ভেনাস জিন্দাবাদ!)

হেক্টর। এবার আবার কি?

কাসাণ্ড্রা। 'ভেনাস জিন্দাবাদ'। দাঁত নেই কিনা তাই শুধু 'র' বর্জিত শব্দের আওয়াজ তুলছে ওরা। হুস্ন জিন্দাবাদ, ভেনাস জিন্দাবাদ, হেলেন জিন্দাবাদ। অন্তত তারা ভাবছে যে আওয়াজ তুলছে, যদিও আমরা যারা শুনছি তারা বুঝতে পারছি যে এশুধু ওদের অস্পষ্ট বিড়বিড় ধ্বনির তীক্ষ্ণতম প্রকাশ।

হেক্টর। এর সঙ্গে ভেনাসের কি সম্পর্ক ?

কাসাণ্ড্রা। ওদের ধারণা ভেনাসই আমাদের হেলেনকে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই প্যারিস যে তাঁকে আপেল পুরস্কার দিয়েছিলো তারই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য।

হেক্টর। ওই আরেকবার কেবামতি দেখিয়েছিল বটে।

প্যারিস। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাগিরি ফলানো থামাও তো !

(দুই বৃদ্ধ প্রবেশ করে)

প্রথম বৃদ্ধ। ওই দেখ, নীচে ওকে আরো ভালো দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ। আগেও খুব ভালো দেখেছিলাম।

প্রথম বৃদ্ধ। কিন্তু এখান থেকে আমাদের চীৎকার ও ভালো করে শুনতে পাবে। নাও, শুরু কর। এক, দুই, তিন !

উভয়ে। হেলেন জিন্দাবাদ !

দ্বিতীয় বৃদ্ধ। আমাদের এই বয়সে হেলেনকে দেখতে চাই, না, তার জয়ধ্বনি করতে চাই তার ওপর নির্ভর করে সারাক্ষণ এরকম অসম্ভব সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা নামা করা একটু ক্লান্তিকর হয়ে পড়ছে।

প্রথম বৃদ্ধ। তাহ'লে কি ঘুরে ফিরে করবো ? মানে একদিন জয়ধ্বনি করলাম, আরেক দিন দেখলাম ?

দ্বিতীয় বৃদ্ধ। পাগল নাকি ! হেলেনকে একদিন না দেখে থাকবো ! একবার ভাবো শুধু ! এসো, এক, দুই, তিন।

উভয়ে। হেলেন জিন্দাবাদ !

প্রথম বৃদ্ধ। চলো, এবার আবার নীচে নামি !

(ওরা ছুটে বেরিয়ে যায়)

কাসাণ্ড্রা। ওদের অবস্থা দেখলে তো, হেক্টর। বেচারাদের বুড়ো ফুসফুস কেমন করে টিঁকবে তাই ভাবছি আমি।

হেক্টর। কিন্তু বাবা কক্ষনো এরকম হতে পারেন না।

প্যারিস। বাবার সামনে একথা তোলবার আগে তুমি বোধ হয় এক নজরও হেলেনকে দেখতে চাও না?

হেক্টর। হেলেন সম্পর্কে আমার কণামাত্র উৎসাহ নেই। এই যে বাবা! আমার সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ গ্রহণ কর।

(প্রায়াম প্রবেশ করে। সঙ্গে হেকুবা, এণ্ড্রমাকী, কবি ডেমোকস এবং আরেকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। হেকুবা শিশু পলিক্সেনের হাত ধরে প্রবেশ করে।)

প্রায়াম। কি বলছিলে তুমি?

হেক্টর। বাবা, আমি বলছিলাম যে আমাদের তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-তোরণ বন্ধ করে খিল দিয়ে তালা লাগিয়ে আসা উচিত, যেন একটা মাছি পর্যন্ত তার মধ্য দিয়ে ঢুকতে না পারে।

প্রায়াম। আমার মনে হল এর চাইতে সংক্ষিপ্ত কোন কথা বলছিলে।

ডেমোকস। ও বলছিলো যে হেলেন সম্পর্কে তার কণামাত্র উৎসাহ নেই।

প্রায়াম। ওদিকে তাকিয়ে দেখো।

(হেক্টর নির্দেশ পালন করে)

তাকে দেখতে পাচ্ছো?

হেকুবা। নিশ্চয়ই পাচ্ছে। আমি নিজকে প্রশ্ন করি, কে তাকে দেখছে না, কিম্বা ইতিমধ্যে দেখে নি? গোটা শহরের ভিতর দিয়ে যে রাস্তা গেছে সে তাই ধরে বেড়াতে বেরোয়।

ডেমোকস। সৌন্দর্যের নিখুঁত বৃত্ত।

প্রায়াম। তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো?

হেক্টর। হ্যাঁ, পাচ্ছি। কি হয়েছে তাতে?

ডেমোকস। প্রায়াম জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কি দেখছো?

হেক্টর। আমি দেখছি একটি যুবতী তার পায়ের স্যাণ্ডাল ঠিক করছে।

কাসাণ্ড্রা। স্যাণ্ডাল ঠিক করতে তিনি বেশ কিছু সময় নিচ্ছেন বটে।

প্যারিস। আমি বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে নিয়ে এসেছি। তার জামা কাপড় সব গ্রীসে থেকে গেছে। ওটা তোমার স্যাণ্ডাল, কাসাণ্ড্রা। ওর পায়ে বড় হয়।

কাসাণ্ড্রা। এইসব ক্ষুদে মেয়েদের জন্য সবই একটু বড় হয়।

হেক্টর। আমি দুটি চমৎকার নিতম্ব দেখছি।

হেকুবা। তোমরা সবাই যা দেখছো সেও তাই দেখছে।

প্রায়াম। তোমার জন্য দুঃখ হয়।

হেক্টর। কেন?

প্রায়াম। ট্রয়ের যুবকরা যে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে আমার সে ধারণা ছিল না।

হেক্টর। কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তারা?

প্রায়াম। যেখানে সৌন্দর্য তাদের মনে কোন আবেদন জাগায় না।

ডেমোকস। এবং, সেই কারণে, তারা প্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর সেই হেতু-ই, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। আমরা কবি যারা, তাদের কাছে, বাস্তব হচ্ছে প্রেম, নয়ত কিছুই নয়।

হেক্টর। কিন্তু তুমি কি মনে কর বুড়োরা প্রেম আর সৌন্দর্যের রসাস্বাদান করতে পারে?

হেকুবা। নিশ্চয়ই পারে। যদি প্রেম কর, কিম্বা তুমি সুন্দর হও। তবে এসব জিনিস বোঝবার দরকার নেই।

হেক্টর। বাবা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে তুমি সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাও। যদিও হেলেন এই মুহূর্তে দয়া করে আমাদের রাস্তায় ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আমি তার প্রতি ইঙ্গিত করছি না।

প্রায়াম। এ তোমার অন্যায় হেক্টর। নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছে যখন কোন নারী শুধু তার নিজস্ব রূপ নিয়েই তোমার কাছে ধরা দেয় নি, যখন তার অস্থিমজ্জা থেকে ভাব আর অনুভূতির জ্যোতি বিকীর্ণ দেখেছো তুমি, যার জন্য তাকে তোমার মনে হয়েছে বিশেষভাবে দীপ্তিময়ী।

ডেমোকস। রুবির মাঝে যেমন রক্তের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

হেক্টর। যারা রক্ত দেখেছে তারা দেখতে পায় না। আমি এইমাত্র তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর ফিরে আসছি।

ডেমোকস। বুঝলেনা, একটা রূপক আর কি। সৈনিক হলেও তুমি নিশ্চয়ই রূপকের কথা শুনেছো! এমন মেয়ে তুমি অবশ্যই দেখেছো যাকে দেখা মাত্র মনে হয়েছে যে সে বুদ্ধি, মাধুর্য, কোমলতা ইত্যাদি সব কিছুর প্রতিমূর্তি?

হেক্টর। তা সে রকম ব্যাপার ঘটেছে কখনো কখনো।

ডেমোকস। তখন তুমি কি করেছো?

হেক্টর। তার আরো কাছে এগিয়ে গেছি এবং সেখানেই ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটেছে। এখানে যা দেখছি সে কিসের প্রতিমূর্তি?

ডেমোকস। তোমাকে আগেই বলেছিঃ সৌন্দর্যের।

হেক্টর। তাকে যদি বেশীদিন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি করে রাখতে চাও, তবে শিগগীরই গ্রীকদের কাছে ফেরৎ পাঠাও। ব্লণ্ড বিউটি খুব বেশীদিন টেঁকে না।

ডেমোকস। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাই অসম্ভব!

হেকুবা। তাহলে মেয়েদের নিয়ে কথা বলো না। তোমার কথায় বিশেষ বীরজনোচিত সৌজন্যবোধ কিম্বা দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য সব জাতি তাদের নিজেদের মেয়েদেরই প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করে, তা তাদের নাক চ্যাপ্টা থাকুক না কেন, আর তাদের ঠোঁট প্লেটের ওপর প্রসারিত মাছের মতই দেখাক না কেন! শুধু তোমাদেরকেই একাজের জন্য স্বদেশের বাইরে ছুটতে হয়।

হেক্টর। বাবা, শোনো, আমরা এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছি। আমরা দেশে ফিরে এসেছি ক্লান্ত হয়ে। আমাদের এই মহাদেশে চিরকাল যেন শান্তি বিরাজ করে তার নিশ্চিত ব্যবস্থা আমরা করে এসেছি। এখন থেকে আমরা সুখে জীবন যাপন করতে চাই, আমরা চাই আমাদের বধূরা যেন নির্বিঘ্নে আমাদের ভালবাসতে পারে, আমাদের সন্তানের জননী হতে পারে।

ডেমোকস। সারগর্ভ নীতিবাক্য। কিন্তু যুদ্ধ তো কখনো মেয়েদের সন্তান জন্মদানের পথে বাধার সৃষ্টি করে নি।

হেক্টর। আমাকে বুঝিয়ে দাও, কেন শুধু হেলেনের জন্যই, আমরা ফিরে এসে আজ শহরকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখছি? আমাকে বুঝিয়ে বল সে আমাদের কি দিয়েছে যার বিনিময়ে গ্রীকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে?

অঙ্কবিদ। যে কেউ তোমাকে তা বলে দেবে। আমি নিজেই বলতে পারি!

হেকুবা। শোনো অঙ্কবিদের কথা!

অঙ্কবিদ। হ্যাঁ, অঙ্কবিদের কথাই শোনো। আর ভেবো না যে অঙ্কবিদের সঙ্গে মেয়েদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের ব্যক্তিগত দৃশ্যের জমি-জরীপদার। চিবুক কিম্বা উরুর ওপর মাংসের সামান্যতম অসামঞ্জস্য দেখলে, তোমাদের জ্যামিতিক উপভোগ্যতার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দেখলে আমাদের যে কি রকম কষ্ট হয় সেকথা আমি বলতে পারবো না! এই দেখো না, অঙ্কবিদরা আজ পর্যন্ত ট্রয় নগরীর চারপাশের অঞ্চল নিয়ে শুখী হতে পারে নি। মাঠ যেখানে গিয়ে পাহাড়ের সঙ্গে মিশেছে সে রেখাটি মনে হয় বড্ড শ্লথ। আর পাহাড় যেখানে গিয়ে গিরিশ্রেণীর সাথে মিশেছে সে রেখা যেন বড্ড বেশী টানটান। কিন্তু হেলেন আসার পর থেকে দেশে একটা অর্থ, একটা শক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃত গণিতজ্ঞের কাছে যে সত্যটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে তা হল এই যে স্পেস এবং ভল্যুম এতদিনে

হেলেনের মধ্যে একটি কমন ডিনোমিনেটর আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্বকে একটা বোধগম্য মাপজোঁকের আয়ত্বে আনবার উদ্দেশ্যে যে সব যন্ত্রপাতি এতকাল ধরে আমরা আবিষ্কার করে এসেছি সব আমরা এখন বাতিল করে দিতে পারি। ফিট, ইঞ্চি, আউন্স, পাউণ্ড, মিলিগ্রাম কি লীগ আর নেই। এখন শুধু আছে হেলেনের পদভারের ওজন, তার বাহুর দৈর্ঘ, তার দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরের পাল্লা। হেলেন হেঁটে যাবার সময় হাওয়ায় যে গতিতরঙ্গ ওঠে তাই এখন বাতাসের পরিমাপ। তোমার কাছে অঙ্কবিদ এই কথাই বলবে।

হেকুবা। বুড়োটা কাঁদছে!

প্রায়াম। বাবা হেক্টর, একবার শুধু এই জনতার দিকে তাকিয়ে দেখ, তাহালেই তুমি বুঝবে হেলেন কি। হেলেন এক পরিপূর্ণ মুক্তি। এই সব বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রত্যেকে, নগর প্রাচীরের গায়ে যাদের অদ্ভুত হাস্যকর মাথা ছবির মতো তুমি দেখতে পাচ্ছোঃ এই বৃদ্ধ প্রবঞ্চক, এই বৃদ্ধ তস্কর, এই বৃদ্ধ রমণ-দূত, এই সমস্ত ব্যর্থ বৃদ্ধদের হেলেন স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে, যে-সৌন্দর্য তারা হারিয়েছে তাকে পুনরাবিষ্কারের একটা গভীর কামনা সর্বদাই তাদের মনের মধ্যে লুকনো ছিলো। আজ হেলেন তাদের যতখানি কাছে, সারা জীবন ধরে যদি সৌন্দর্য তাদের অতখানি কাছে থাকতো তবে ওরা কখনোই নিজের বন্ধুদের প্রতারণা করতো

না, মেয়েদের বিক্রী করে দিতো না, সম্পত্তি উড়িয়ে দিতো না মদ খেয়ে। হেলেন তাদের কাছে একটা প্রাণভিক্ষার মতো, একটা নতুন আরম্ভ, তাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ।

হেক্টর। এই বুড়োদের প্রাচীন ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ নেই।

ডেমোকস। হেক্টর, আমি কবি। কবিতার ভেতর দিয়েই আমি সব কিছুর বিচার করি।

কল্পনা কর তো, সৌন্দর্য যদি কখনো আমাদের ভাষাকে স্পর্শ না করতো, তবে কি অবস্থা হত! একবার ভেবে দেখ, 'আনন্দ' কথাটি নেই!

হেক্টর। ওটা ছাড়াও আমাদের বেশ চলে যাবে। আমার তো ওটা ছাড়াই চলছে। নিতান্ত বাধ্য না হলে 'আনন্দ' কথাটি আমি কখনো ব্যবহার করি না।

ডেমোকস। বেশ, তাহ'লে ধর 'লোভনীয়' কথাটি। ওই কথাটি ছাড়াও বোধ হয় তোমার দিব্যি চলে যায়?

হেক্টর। যদি যুদ্ধের মূল্যে কথাটি কিনতে হয় তবে 'লোভনীয়' শব্দ ছাড়াও আমার চলে যাবে।

ডেমোকস। সুন্দরতম কথাগুলির একটি কিন্তু যুদ্ধের মূল্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে, সে কথাটি 'সাহস'।

হেক্টর। তার জন্য ইতিমধ্যে বহু মূল্য দেওয়া হয়েছে।

হেকুবা। 'কাপুরুষতা' কথাটিও আশ্চর্যভাবে সেই একই সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রায়াম। কেন তুমি ইচ্ছে করে আমাদের কথা বুঝতে চাইছো না, হেক্টর?

হেক্টর। আমি খুব ভালো করে তোমাদের কথা বুঝেছি। একটা কথার মারপ্যাঁচের ভিতর দিয়ে, আমাদের যেন সৌন্দর্যের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তুমি বাধ্য করছো, সেই ধোঁকা দিয়ে আসলে তুমি চাও আমরা এক নারীর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হই।

প্রায়াম। তুমি কি কখনো কোন নারীর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হবে না?

হেক্টর। নিশ্চয়ই না!

হেকুবা। অবীরজনোচিত হলেও সে ঠিকই করবে।

কাসাণ্ড্রা। একটিমাত্র নারী থাকলে হয়তো সে তার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারতো। কিন্তু সে-সংখ্যাকে আমরা বহুগুণ অতিক্রম করে গেছি।

ডেমোকস। এণ্ড্রমাকীকে উদ্ধারের জন্যও কি তুমি যুদ্ধ করতে না!

হেক্টর। আমি আর এণ্ড্রমাকী এ-পৃথিবীর যে কোন কারাগার থেকে পালাবার গোপন পরিকল্পনা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। পরস্পারের কাছে ফিরে যাবার গোপন পথও আমাদের প্রাকনির্ধারিত।

ডেমোকস। যদি এ-পৃথিবীতে তার কোন আশা না থাকে তবুও?

হেক্টর। তবুও।

হেকুবা। তুমি এদের মুখোশ খুলে দিয়ে ভালো করেছো, হেক্টর। এরা একটা নারীর জন্য তোমাকে যুদ্ধে নামাতে চায়। আর কোনভাবেই যখন প্রেম করার উপায়

থাকেনা তখন মানুষ একমাত্র এই ধরনের প্রেমেই বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

ডেমোকস। তাতে কি এর মূল্য আরো বৃদ্ধি পায় না?

হেকুবা। ও হ্যাঁ! তুমি তা বলতে পারো!

ডেমোকস। মাফ করো, আমি তোমাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। যে জাতির কাছ থেকে আমি আমার মাকে পেয়েছি তাদের অধমতম প্রতিনিধির প্রতিও আমার শ্রদ্ধা সর্বদা অটুট থাকবে।

হেকুবা। তা আমাদের জানা আছে। আমরা জানি তুমি ইতিমধ্যেই সে শ্রদ্ধা কিভাবে প্রদর্শন করেছো, যথা—
(যে সব ভৃত্যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই তর্ক-বিতর্ক শুনছিলো তারা সশব্দে হেসে ওঠে)

প্রায়াম। হেকুবা। আহ, মেয়েরা! এসবের মানে কি? তোমরা সবাই এরকম উঠে পড়ে লেগেছো কেন? তোমাদেরই একজনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কাউন্সিল এই মুহূর্তে শহরে একদিনের সরকারী ছুটি ঘোষণার কথা বিবেচনা করছে।

এণ্ড্রমাকী। বলতে কষ্ট হয়, কিন্তু মেয়েরাই মেয়েদের সব চাইতে কম জানে।
(তরুণ ভৃত্যটি পাশ দিয়ে যেতে যেতে: হায় ঈশ্বর!)

হেকুবা। আমরা খুব ভালো ভাবেই জানি। মেয়েরা কি, তা আমি তোমাকে বলছি।

ডেমোকস। ওদের কোন কথা বলতে দিও না, প্রায়াম। কি যে বলে বসবে তুমি কিছু জানো না।

হেকুবা। সত্যি কথা বলে ফেলতে পারে।

প্রায়াম। মেয়েরা কি তা জানতে হলে, আমাকে শুধু তোমাদের একজনের কথা মনে করলেই চলবে।

ডেমোকস। প্রথমতঃ, সে আমাদের শক্তির উৎস। একথা তুমি জানো, হেক্টর। যে সৈনিকের ব্যাগে মেয়ের ছবি নেই সে কোন কাজের নয়।

কাসাণ্ড্রা। তোমাদের অহঙ্কারের উৎস যদি বলো তাহলে মানতে রাজী আছি।

হেকুবা। তোমাদের পাপের।

এণ্ড্রমাকী। সে বেচারী একটা অনিশ্চয়তার পুঁট্‌লী, ভয়ের স্তূপ। যা কিছু কঠিন তাকে সে ঘৃণা করে, যা সহজ ও স্থূল তার জন্যে সে পাগল।

হেক্টর। এণ্ড্রমাকী!

হেকুবা। এতো খুব সোজা কথা। আমি পঞ্চাশ বছর ধরে নারী জীবন যাপন করছি। তবু আমি যে কি তা আজও সঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

ডেমোকস। দ্বিতীয়তঃ, সে পছন্দ করুক আর নাই করুক সেই সাহসের একমাত্র পুরস্কার। যে কোন সৈনিককে জিজ্ঞেস করে দেখো। কোন পুরুষকে হত্যা করা মানেই কোন নারীকে লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

এণ্ড্রমাকী। সে কাপুরুষ এবং দুশ্চরিত্রকে ভালোবাসে। হেক্টর যদি কাপুরুষ কিম্বা দুশ্চরিত্র হত, তবু তাকে

আমি এর চাইতে কম ভালোবাসতাম না, হয়তো বেশীই বাসতাম।

প্রায়ার। বাড়াবাড়ি করো না, এণ্ড্রমাকী। যা প্রমাণ করতে চাইছো তার উল্টোটা প্রমাণ করে বসবে।

পলিক্সেন। সে লোভী। মিথ্যে কথা বলে সে।

ডেমোকস। তাহ'লে তার বিশ্বস্ততা, তার পবিত্রতার কথা আমরা কিছু বলবো না? এসবের নাম পর্যন্ত আমরা উচ্চারণ করবো না?

ভৃত্যটি। হায় ঈশ্বর!

ডেমোকস। কি বললে?

ভৃত্য। আমি শুধু বলেছি 'হায় ঈশ্বর!' আমার যা মনে আসে তাই বলে ফেলি।

পলিক্সেন। সে তার পুতুল ভাঙে। ফুটানো পানিতে পুতুলের মাথা ডুবিয়ে দেয়।

হেকুবা। আমাদের মেয়েদের বয়স যত বাড়ে ততই আমরা বুঝতে পারি পুরুষেরা কি ঃ যতসব ভণ্ড, হামবড়া রামছাগলের দল। আর পুরুষগুলোর যত বয়স বাড়ে তত তারা আমাদের সর্বগুণান্বিতা করে দেবী সাজিয়ে তোলে। দেয়ালের আড়ালে যত ছুঁড়ীকে তারা জড়িয়ে ধরেছে পরবর্তীকালের মানস-স্মৃতিতে ওরা সবাই তাদের পরমসুন্দরী প্রেমিকায় রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রায়াম। তুমি কখনো আমাকে প্রতারণা করেছো, হেকুবা?

হেকুবা। তোমার সঙ্গে। শুধু তোমার সঙ্গে বহুবার করেছি।

ডেমোকস। এণ্ড্রমাকী কি কখনো হেক্টরকে প্রতারণা করেছে?

হেকুবা। এণ্ড্রমাকীকে এ ব্যাপারে বাদ দিয়ে রাখতে পারো। পতিতা নারীর করুণ দুঃখময় জীবনের ইতিহাস ওর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু আমি এটুকু জানি যে হেক্টর আমার স্বামী না হয়ে কোন গোদাপেয়ে খোঁড়া মাছমারা জেলে হলেও আমি তার পেছনে ছুটতাম, তার কুঁড়েঘরে গিয়ে ঝিনুক আর শঙ্খ আর শ্যাওলার স্তূপের ওপর তার পাশে শুয়ে পড়তাম এবং ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে হলেও মা হতাম তার সন্তানের।

পলিক্সেন। সে রাতের বেলায় ঘুমাবার ভান করে, আসলে চোখ বন্ধ করে আপন মনে খেলতে থাকে।

হেকুবা। (পলিক্সেনের প্রতি) তা ঠিক বলেছো তুমি। কী অন্যায়! জান, তোমাকে আমি এজন্য গাল দিই!

ভৃত্যটি। মেয়েদের চাইতেও খারাপ যদি কিছু থাকে তবে তা পুরুষরা। ওদের বর্ণনা করবার ভাষা নেই।

ডেমোকস। সেইজন্যই মেয়েরা যদি আমাদের প্রতারণা করে তা আরো বেশী বাজে। সেইজন্যেই তো মেয়েরা যদি নিজেদের মূল্য ও মর্যাদাকে তাচ্ছিল্য করে তা এত লাগে। বিবেকের দংশন থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে এমন একটা নিখুঁৎ ছকের প্রতি তারা যদি বিশ্বস্ত না থাকতে পারে তাহলে তাদের হয়ে সে কাজ আমাদেরকেই করে দিতে হয়।

ভৃত্য। আহা, কী অপরিসীম দয়া।

প্যারিস। নিজেদের সম্পর্কে একটা কথা বলতে ওরা ভুলে গেছে। তারা ঈর্ষা কাকে বলে জানে না।

প্রায়াম। দেখ মেয়েরা, তোমরা যে সবাই এত রেগে গেছো তাতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের কথা ঠিক। আজ তোমরা যেভাবে শান্তির জন্য লড়াই করছো এর চাইতে বড় নিঃস্বার্থপরতার কথা আমি কল্পনা করতে পারি না, যখন এ-শান্তির দান হিসেবে তোমরা পাবে শুধু কতকগুলো অলস, দুর্বল, কাপুরুষ স্বামী। একমাত্র যুদ্ধই তাদেরকে মানুষে পরিবর্তিত করতে পারে।

ডেমোকস। পরিবর্তিত করতে পারে বীরে।

হেকুবা। হ্যাঁ, ওসব বুলি আমাদের জানা আছে। যুদ্ধের সময় তাকে বীর বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তাতে করে সে বেশী সাহসী হয়ে ওঠে না। প্রাণের ভয়ে সে দৌড়ে পালায়। অবশ্য বলতে পারো যে একজন বীর পালিয়ে যাচ্ছে।

এণ্ড্রমাকী। বাবা, আমার কথা শোনো! যদি সত্যই মেয়েদের জন্য তোমার কোন দরদ থাকে তবে তোমার কাছে ওরা কি বলতে চায় তা ভালো করে শোনো। বিশ্বাস কর, আমি সারা দুনিয়ার মেয়েদের হয়ে কথা বলছি। আমাদের স্বামীরা যেমন আছেন তাদের তেমনই থাকতে দাও। তাদের বীরত্ব এবং শক্তিমত্তা অটুট রাখার জন্য দেবতারা সারাক্ষণই তাদের যথেষ্ট বাধা বিপদে ঘিরে রেখেছেন। শুধু বন্যা আর ঝড়ের সঙ্গে তাদের যে লড়াই করতে হয় তাই যথেষ্ট! কিম্বা বুনো জানোয়ারের সঙ্গে। তোমরা চাও মাংস আর লোহার আড়ালে লুকানো শত্রুর হৃদয়ভেদ করতে। কিন্তু এই যে শেয়াল, খরগোস আর বন-মুরগী, যাকে ঝোপজঙ্গলের আড়ালে আমরা মেয়েরা চোখেও

দেখতে পাই না এই সব ছোট ছোট প্রাণী শিকারের ভিতর দিয়েই পুরুষদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বেশী প্রমাণিত হয়, তার জন্য শত্রুর হৃৎপিণ্ড ভেদের প্রয়োজন করে না। যখনই আমি পুরুষ মানুষকে হরিণ কিম্বা বাজপাখী মারতে দেখি তখনই মনে মনে তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি জানি হেক্টরের জন্যই তারা মৃত্যুবরণ করছে। আজ তুমি কেন চাইছো হেক্টরের জন্য আমি অন্য মানুষের মৃত্যুর কাছে ঋণী থাকি ?

প্রায়াম। আমি তা চাই না, এণ্ড্রমাকী। কিন্তু তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো তোমাদের এই সুন্দর রূপ নিয়ে এমন নির্ভয়ে কেন তোমরা আজ শান্তির দাবী তুলছো ? কেন, জানো ? কারণ তোমাদের স্বামী, তাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ সবাই ছিলেন যোদ্ধা ! তারা যদি অলস আত্মসন্তুষ্ট লোক হতেন, কোনদিন অস্ত্র স্পর্শ করতেন না, জানতেন না কেমন করে এই নীরস অর্থহীন অস্তিত্ব যাকে আমরা জীবন নামে অভিহিত করি তা অকস্মাৎ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে মানুষের ঘৃণার ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে আজ তোমরাই কাপুরুষের মতো আচরণ করতে, তোমরাই দাবী তুলতে যুদ্ধের। এ-পৃথিবীতে মানুষের চিরজীবী হবার একটিই পথ আছে ঃ তাকে ভুলে যেতে হবে যে সে অমর নয়।

এণ্ড্রমাকী। ঠিক, বাবা। তুমি একেবারে ঠিক কথাটি বলেছো। যারা সাহসী তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকে

এড়াতে হলে প্রচুর বুদ্ধি-বিবেচনা দরকার করে, দরকার করে যথেষ্ট ভাগ্যের কৃপা। অন্তত একবার বিপদের সামনে মাথা নোয়াতে হয়, হাঁটু বাঁকাতে হয়। যে সব সৈনিক বিজয়তোরণের নীচ দিয়ে মার্চ করে ফিরে আসে, তারা মৃত্যুর কাছ থেকে পলাতক। শক্তি এবং সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে কোন দেশ কেমন করে তা বাড়িয়ে তুলবে ?

প্রায়াম। জাতির মধ্যে কাপুরুষতার প্রথম নিদর্শনই তার ধ্বংসের সূচনা নির্দেশ করে।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু কোন কাপুরুষতাটা বেশী খারাপ ? অন্যের চোখে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হয়ে শান্তি সুরক্ষিত করা, না, নিজের চোখে নিজেকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করে যুদ্ধ ডেকে আনা ?

ডেমোকস। স্বদেশের মৃত্যুকে মেনে নেবার পরিবর্তে সর্বত্র নিজেদের মৃত্যুকে সম্বর্ধনা জানাবার নাম কাপুরুষতা নয়।

হেকুবা। ঠিক এই জায়গাটিতে আমি কাব্য প্রত্যাশা করছিলাম। এ আমাদের কখনো নিরাশ করে না।

এণ্ড্রমাকী। সবাই নিজের দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তুমি যদি ভালভাবে বেঁচে থাকো, প্রজ্ঞায় এবং কর্মে, তাও দেশের জন্যই প্রাণ দেওয়া।

হেকুবা। শুধু বুড়োরা লড়াই করলে বেশ হত। সব দেশই তরুণের দেশ। তরুণের মৃত্যু ঘটলে তার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মৃত্যু ঘটে।

ডেমোকস। যতসব বাড়াবাড়ি এই তারুণ্য নিয়ে! ত্রিশ বছর পর এখনকার এই বুড়োদের চেয়ে সমর্থ থাকবে না এই সব তরুণেরা।

কাসাণ্ড্রা। ভুল!

হেকুবা। ভুল। কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোক চল্লিশে পা দিলেই তাকেই আমরা বৃদ্ধের দলে ঠেলে দিই। সে তখন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওদের দুজনের মধ্যে বাইরের অত্যন্ত ক্ষীণতম সাদৃশ্য ব্যতীত কিছুই তখন অবশিষ্ট নেই। একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে কিছুই সঞ্চারিত হয় নি।

ডেমোকস। আমি আজও আমার কবিখ্যাতি সম্পর্কে যথেষ্ট ভেবে থাকি।

হেকুবা। হ্যাঁ, তা সত্যি। আর তোমার বাত সম্পর্কেও।
(ভৃত্যরা আবার হাসিতে ফেটে পড়ে)

হেক্টর। একটি কথাও না বলে তুমি এসব শুনে যেতে পারছো, প্যারিস? আমাদের দীর্ঘদিনের দুঃখ এবং রক্তপাত থেকে রক্ষার জন্যও তুমি তোমার এই খেলা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছো না?

প্যারিস। তুমি আমাকে দিয়ে কি বলাতে চাও? আমার সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা।

হেক্টর। প্যারিস, তুমি কি সত্যিই হেলেনকে ভালোবাসো?

কাসাণ্ড্রা। এখন ওরা প্রেমের আনুগত্যের এক প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ওদের পরস্পরকে ভালোবাসার দরকার নেই।

প্যারিস। আমি হেলেনকে পূজো করি।

কাসাণ্ড্রা। (দুর্গ-প্রাচীরের কাছে থেকে) এই হেলেন।

হেক্টর॥ আমি যদি ওকে চলে যেতে রাজী করাতে পারি, তুমি সম্মতি দেবে?

প্যারিস। হ্যাঁ দেবো।

হেক্টর। বাবা, হেলেন যদি গ্রীসে ফিরে যেতে রাজী হয় তুমি জোর করে তাকে এখানে ধরে রাখবে না?

প্রায়াস। যা অসম্ভব সে আলোচনায় কি লাভ?

হেক্টর। তুমি একে অসম্ভব বলছো? তোমরা মেয়েদের সম্পর্কে যা বলে থাকো হেলেন যদি তার দশ ভাগের এক ভাগও হয়, তবে সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাতেই ফিরে যাবে।

প্যারিস। বাবা, এবার আমি তোমাকে বলছি যে ওর যা খুশী করতে দাও। ব্যাপারটা তো তুমি দেখলে। হেলেনের প্রশ্ন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই সমগ্র রাজপরিবার খাটি মধ্যবিত্তের ঐতিহ্য অনুসারে হতভাগ্য মেয়ের শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, দেবর, জা পরিবৃত এক দুর্ভেদ্য পারিবারিক চক্রে জোট বেঁধেছে। আমার সন্দেহ হয় কোন বৃহৎ পরিবারে নারীহরণকারী পুত্রের ভূমিকার জন্য চিহ্নিত হবার চাইতে বেশী অপমানের আর কিছু আছে নাকি। ওদের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। হেক্টরের চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম।

ডেমোকস। হেলেন শুধু একা তোমার নয়, প্যারিস। হেলেন সারা শহরের। সে আমাদের গোটা দেশের।

অঙ্কবিদ। সে দৃশ্যপটের।

হেকুবা। তুমি থামো পণ্ডিত।

কাসাণ্ড্রা। এই যে হেলেন। ও এদিকেই আসছে।

হেক্টর। বাবা, যা করবার আমি করছি। ওই শোনো, উৎসবে যাবার জন্য ওরা আমাদের ডাকছে। যুদ্ধতোরণ বন্ধ করা হবে এখন। এ-ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি শীগগিরই তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।

প্রায়াম। তুমি সত্যি সত্যি এতে সম্মতি দিচ্ছো, প্যারিস?

প্যারিস। সানন্দে।

প্রায়াম। বেশ, তবে তাই হোক। চল, আমরা আর সবাই তাহ'লে যাই, যুদ্ধতোরণের প্রস্তুতি দেখি গিয়ে।

কাসাণ্ড্রা। বেচারী তোরণদ্বার। ওটা খুলতে যত না লাগে, বন্ধ করতে তার চাইতে ঢের বেশী তেলের প্রয়োজন হয়।

(প্যারিস ও অন্যান্যরা চলে যায়। ডেমোকস থাকে)।

হেক্টর। তুমি কিজন্য অপেক্ষা করছো?

ডেমোকস। আমার প্রতিভার দর্শন লাভের জন্য।

হেক্টর। কি বললে?

ডেমোকস। যতবার হেলেন আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় ততবার আমি নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। তখন আমার সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ছোটে আর আমি কবিতা রচনা করতে থাকি। ওই যে, ওই সে এসে গেছে। (উচ্চস্বরে আবৃত্তি করে)।

সুন্দরী হেলেন, স্পার্টার হেলেন
সন্ধ্যাতারার মত তুমি অনন্যা।
প্যারিস আর তোমার জুটি অপরূপ
তোমাদের হারাতে আমরা পারবো না,
পারবো না।

হেক্টর। তোমার চরণশেষের ধ্বনি শুনে আমার মাথা ধরে যায়।

ডেমোকস। ওটা আমার নিজস্ব আবিষ্কার। এর চাইতেও আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করতে পারি আমি। শোনো : (আবৃত্তির সুরে)

হেক্টরের সামনে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাঁড়াও
যদিও সে ট্রয়ের গৌরব আর পৃথিবীর ভীতি।
সে ঝড়, তুমি ঝড় শেষের শান্তি
তুমি সত্য, সে উদ্দাম ভ্রান্তি॥

হেক্টর। বেরোও এখান থেকে!

ডেমোকস। ওরকম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছো কেন? মনে হচ্ছে যুদ্ধের মতো কবিতার প্রতিও তোমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই।

হেক্টর। ওদের দুজনের জুটি ভারী চমৎকার! এবার পালাও।

(ডেমোকসের প্রস্থান)

(কাসাণ্ড্রার প্রবেশ)

কাসাণ্ড্রা। হেলেন!

(হেলেন এবং প্যারিসের প্রবেশ)

প্যারিস। হেলেন, এই হেক্টর। তোমার কাছে ওর একটি প্রস্তাব আছে, অত্যন্ত সহজ সরল একটি প্রস্তাব। ও তোমাকে গ্রীকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে চায়, প্রমাণ করতে চায় যে তুমি আমাকে ভালোবাসো না। তোমাকে ওর কাছে রেখে যাবার আগে একবার বলো যে আমাকে তুমি ভালোবাসো! তোমার নিজের কথায় বলো।

হেলেন। তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি, প্যারিস।

প্যারিস। যে তরঙ্গের দোলা তোমাকে গ্রীস থেকে এখানে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে তা কী সুন্দর ছিলো সেকথা আমায় বলো।

হেলেন। অপরূপ! অপরূপ সেই তরঙ্গ! আচ্ছা তরঙ্গ দেখলে কোথায় তুমি? সমুদ্র তো শান্ত ছিলো।

প্যারিস। আমায় বলো যে তুমি মিনেলসকে ঘৃণা কর।

হেলেন। মিনেলসকে? আমি তাকে ঘৃণা করি।

প্যারিস। এখনও সব বল নি তুমি। বলো, আমি আর কোনদিন গ্রীসে ফিরে যাবো না। বলো।

হেলেন। আর কোনদিন তুমি গীসে ফিরে যাবে না।

প্যারিস। না, না, আমি তোমার কথা বলছি, লক্ষ্মীসোনা!

হেলেন। হাঁা, হ্যাঁ, তাইতো। আমি কী বোকা! আর কোনদিন আমি গ্রীসে ফিরে যাবো না।

প্যারিস। আমি ওকে একথা বলতে বাধ্য করি নি।—এবার যা করতে চাও কর।

(সে চলে যায়)

হেক্টর। গ্রীস কি খুব সুন্দর দেশ নাকি?

হেলেন। প্যারিস তো মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

হেক্টর। হেলেনকে বাদ দিয়ে আমি শুধু গ্রীসের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

হেলেন। ভারী মিষ্টি করে কথা বলো তো তুমি!

হেক্টর। আমি সত্যিই জানতে চেয়েছিলাম দেশটা কি রকম।

হেলেন। তা, সেখানে অনেক রাজার বাস, আর অনেক ছাগলের। পাহাড়ের গায়ে অজস্র ধারায় ফুটে রয়েছে।

হেক্টর। রাজারা সোনালী পোষাক পরলে আর ছাগলগুলো এ্যাঙ্গোরা হলে সূর্য ওঠবার সময় ভারী চমৎকার দেখায় নিশ্চয়ই?

হেলেন। আমি খুব ভোরে উঠি না।

হেক্টর। তাছাড়া অনেক দেবতাও তো আছেন? প্যারিস আমায় বলেছে যে সারা আকাশ সেখানে দেবতাতে গিসগিস করে। মেঘের মধ্য থেকে নাকি দেবীদের অগণিত চরণ ঝুলতে দেখা যায়।

হেলেন। প্যারিস আকাশে নাক উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়। সে হয়ত দেখে থাকবে।

হেক্টর। তুমি দেখ নি?

হেলেন। আমার সেগুণ নেই। আবার ফিরে গেলে পর লক্ষ্য করে দেখবো।

হেক্টর। প্যারিস যে বললো আর তুমি সেখানে ফিরে যাবে না।

হেলেন। ও যে বলতে বললো। প্যারিসের কথামত কাজ করতে আমার ভারী ভালো লাগে।

হেক্টর। ও। মিনেলস সম্পর্কে যা বলেছো তাও কি ওই জন্যেই? তাহলে সত্যিসত্যি মিনেলসকে তুমি ঘৃণা কর না?

হেলেন। তাকে ঘৃণা করতে যাবো কেন?

হেক্টর। ঘৃণা করবার একটিমাত্র অতিসঙ্গত কারণেই। তাকে বড্ড বেশী দেখেছো।

হেলেন। মিনেলসকে? না, না। মিনেলসকে বরং আমি একেবারেই দেখিনি।

হেক্টর। তোমার স্বামীকে তুমি একেবারেই দেখনি?

হেলেন। কিছু লোক, কোন কোন জিনিস, আমার চোখে উজ্জ্বল বর্ণে ধরা পড়ে। তাদের ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই না। আমি সেগুলোই বিশ্বাস করি। মিনেলসকে আমি কখনো দেখে উঠতে পারি নি।

হেক্টর। সে নিশ্চয়ই কোন কোন সময় তোমার খুব কাছে এসেছে?

হেলেন। আমি তাকে স্পর্শ করতে পেরেছি কিন্তু তাকে দেখতে পেরেছি বললে সত্যি কথা বলা হবে না।

হেক্টর। আমি শুনেছি সে কখনো তোমার কাছ ছাড়া হত না।

হেলেন। তাই মনে হত। আমি আমার অজান্তেই নিশ্চয়ই বহুবার তাকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছি।

হেক্টর। অথচ প্যারিসকে তুমি দেখতে পেয়েছো।

হেলেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। আকাশ আর সূর্যের পটভূমিকায় দীপ্তিমান ভাস্বর।

হেক্টর। এখনও কি তাকে আগের মতই স্পষ্ট উজ্জ্বল দেখতে পাও? ওই দেখো, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

হেলেন। তুমি ঠিক জানো ও প্যারিস? ওই যে নীচে ওখানে?

হেক্টর। তোমার জন্য সে প্রতীক্ষা করছে।

হেলেন। কী আশ্চর্য। ওকে সচারচর যেমন দেখি তেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না তো!

হেক্টর। অথচ দেয়ালগুলো নতুন চুনকাম করা হয়েছে। আবার লক্ষ্য করো! তার মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে।

হেলেন। তুমি কারো জন্য অপেক্ষা করছো না, অন্য কেউ তোমার জন্য অক্ষো করছে। তখন তাদের কত আবছা দেখা যায়! এ ভারী অদ্ভুত কিন্তু।

হেক্টর। তোমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে প্যারিস তোমাকে ভালাবাসে?

হেলেন। আমি অন্যের মনের খবর নিতে ভালোবাসি না। তার চাইতে বিব্রতকর কিছু নেই। তাস খেলার সময় উল্টোপক্ষের হাত দেখার মত। তখন হার সুনিশ্চিত।

হেক্টর। কিন্তু তোমার নিজের খবর কি? তুমি ওকে ভালোবাসো?

হেলেন। আমার নিজের মনের খবর জানতেও আমি বিশেষ পছন্দ করি না।

হেক্টর। না, না শোনো। তুমি যখন প্যারিসের সঙ্গে প্রেম কর, যখন সে তোমার বাহুপাশের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তোমার চারপাশ থেকে তোমাকে ঘিরে থাকে, তোমার সর্ব সত্ত্বা যখন প্যারিসময় তখনও কি তোমার মনের মধ্যে কোন চিন্তাভাবনা জাগে না?

হেলেন। আমার ভূমিকা তখন সমাপ্ত। চিন্তাভাবনার ভার আমি বিশ্বের ওপর ছেড়ে দিই। আমার চাইতে সে অনেক ভালোভাবে তা সম্পন্ন করে।

হেক্টর। প্যারিসের আগেও কি অনেকে এসেছে?

হেলেন। কেউ কেউ।

হেক্টর। এবং যতদিন আকাশ কিম্বা প্রাচীর কিম্বা বিছানার শুভ্র চাদরের পটভূমিতে তারা উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত হবে, ততদিন পর্যন্ত প্যারিসের পরও অন্যরা আসবে, তাই তো? ঠিক যা ভেবেছিলাম হুবহু তাই। তুমি বিশেষ করে প্যারিসকে ভালোবাসো না, তুমি পুরুষমানুষকে ভালোবাসো।

হেলেন। তাদের আমি অপছন্দ করি না। সাবান, স্পঞ্জ আর গরম পানির মতোই তারা প্রীতিপ্রদ। তারা আমাকে সজীব আর পরিচ্ছন্ন করে তোলে।

হেক্টর। কাসাণ্ড্রা! কাসাণ্ড্রা!

কাসাণ্ড্রা। (প্রবেশ করে) কি চাই?

হেক্টর। কাসাণ্ড্রা, হেলেন আজ সন্ধ্যায় গ্রীক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেশে ফিরে যাচ্ছে।

হেলেন। আমি? কেন একথা ভাবছো?

হেক্টর। এইমাত্র তুমি আমায় বললে না যে তুমি বিশেষভাবে প্যারিসের প্রেমে পড়ো নি?

হেলেন। সে তোমার ব্যাখ্যা। তবু, তুমি যদি চাও তাহলে তাই।

হেক্টর। তবে তোমার কথারই প্রতিধ্বনি করি। এক টুকরো সাবানের প্রতি তোমার যেমন ভালোবাসা, পুরুষমানুষের প্রতিও তেমনি।

হেলেন। যথার্থ। ঝামা হলে বোধ হয় আরো ভালো হত, কি বল?

হেক্টর। গ্রীসে ফিরে যেতে তোমার বিশেষ আপত্তি নেই। এখন গ্রীসে ফিরে যাবে, না, যুদ্ধের মতো একটা সাংঘাতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে, এর মধ্যে কোন্‌টা বেছে নেবে সে নিয়ে নিশ্চয়ই বিশেষ ইতস্ততঃ করবার অবকাশ নেই?

হেলেন। তুমি আমাকে একদম বুঝতে পারোনি, হেক্টর। আমি নিশ্চয়ই ইতস্ততঃ করছি না। একথা বলা খুব সহজ, আমি এ করবো কিম্বা আমি ও করবো, যেন এই ঘটনা বা ওই ঘটনাটি ঘটে। তুমি আমার দুর্বলতা আবিষ্কার করে উল্লসিত হয়ে উঠেছো। রমণীর দুর্বলতার সন্ধানপ্রাপ্ত পুরুষের অবস্থা রৌদ্রদগ্ধ মধ্যদিনে শীতল ঝর্ণার খোঁজ পাওয়া শিকারীর মতো। সে তাতে প্রাণভরে লুটোপুটি খায়। কিন্তু আমাকে বুঝিয়েছো বলেই তুমি ভেবো না যে ভবিষ্যতকেও তুমি বুঝিয়েছো। কেবলমাত্র শিশুকে নিজের খুশীমত পরিচালিত করতে পারলেই নিয়তির গতিপথ পরিবর্তিত হয় না।

হেক্টর। গ্রীকসুলভ তত্ত্বকথা আর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আমি বুঝি না।

হেলেন। এ তত্ত্বকথা কিম্বা সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের প্রশ্ন নয়। দৈত্য দানো আর পিরামিডের চাইতে ছোট নয় এই প্রশ্ন।

হেক্টর। তুমি কি এখান থেকে চলে যেতে চাও, না, চাও না?

হেলেন। ধমক দিও না আমাকে। পুরুষ মানুষ বা অন্য যে কোন জিনিস আমি যেমন ভাবে বেছে নেই, তেমনিভাবেই

যা ঘটে তাই আমি চাই। যা অস্পষ্ট নয়, অনির্দিষ্ট নয়, তাকেই বেছে নেই আমি। আমি যা দেখতে পাই তাই চাই।

হেক্টর। জানি, তুমি আগেই বলেছো। যা তুমি নানা উজ্জ্বল বর্ণে রঙীন দেখতে পাও, তাই তোমার কাম্য। আচ্ছা, অল্প ক'দিনের মধ্যে তুমি মিনেলসের কাছে ফিরে যাচ্ছো এ দৃশ্য দেখতে পাও না?

হেলেন। উঁ হুঁ, তা খুব শক্ত।

হেক্টর। তোমার প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তোমার স্বামীকে কিন্তু আমরা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সাজতে রাজী করাতে পারতাম।

হেলেন। সমুদ্রের বুক থেকে সমস্ত প্রবালের লাল রঙ যদি তাকে মাখিয়ে দাও তবু সে আমার চোখে অদৃশ্যই থাকবে।

হেক্টর। কাসাণ্ড্রা, তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেছে। হেলেনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

হেলেন। না, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে জানি না। কিন্তু আমি যখন ভবিষ্যতের কল্পনা করি তখন কতগুলো ছবি দেখি রঙীন, আর কতগুলো দেখি বিবর্ণ, ধূসর। এযাবৎ শুধু রঙীন ছবিই আমি দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলো সব ঘটেছে।

হেক্টর। সূর্য যখন মধ্যগগনে ঠিক তখন, চোখ ধাঁধানো বালির ওপর দাঁড়িয়ে, নীল সমুদ্র আর হলুদ প্রাচীরের মাঝখানে আমরা তোমাকে গ্রীকদের হাতে ফেরৎ দেবো। আমাদের সকলের পরনে থাকবে লাল

পোশাক আর সোনালী বর্ম। আমার সাদা ঘোড়া আর প্রায়ামের কালো ঘোড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবুজ পোশাক পরিহিতা আমার বোনেরা গ্রীক রাষ্ট্রদূতের হাতে তোমাকে প্রত্যার্পণ করবে। আমি কল্পনার চোখে তাঁর শিরস্ত্রাণের ওপর দীর্ঘ লাল পাখীর পালক দেখতে পাচ্ছি। তুমিও এই দৃশ্য দেখছো, তাই না?

হেলেন। না, আমি এর কিছুই দেখছি না। যা দেখছি তা আনন্দের নয়।

হেক্টর। আমাকে তুমি ঠাট্টা করছো?

হেলেন। তোমাকে আমি কেন ঠাট্টা করতে যাবো? আচ্ছা, বেশ, চল তাহলে যাই। গ্রীকদের কাছে যে আমাকে ফিরিয়ে দেবে তার প্রস্তুতি আরম্ভ করি। তারপর কি হয় দেখা যাবে।

হেক্টর। তুমি জানো কি ভাবে মানবতাকে তুমি অপমান করছো? নাকি সে সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অচেতন?

হেলেন। কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না।

হেক্টর। জানো যে তোমার রঙীন ছবির বই দুনিয়াটাকে পরিহাসের বস্তু করে তুলছে? আমরা সবাই ত্যাগ স্বীকার করছি, সংগ্রাম করছি যেন এমন একটা যুগ প্রতিষ্ঠা করতে পারি যাকে একান্তভাবে আমাদের বলতে পারবো, আর এদিকে তুমি তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছো, মহাকালের মধ্যে যেছবির একচুল পরিবর্তন করার কারো সাধ্য নেই। কেন?

কোন ছবির দিকে তুমি এমন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে দৃষ্টিহীন চোখে অপলক তাকিয়ে রয়েছো? দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নীচের যুদ্ধমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা তোমার যে ছবি সেই দিকে তাকিয়ে আছো নিশ্চয়ই। বল, তুমি যুদ্ধকেই কি দেখছো?

হেলেন। হ্যাঁ।

হেক্টর। আর নগর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অথবা অগ্নিশিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে, তাই না?

হেলেন। হ্যাঁ, কী গাঢ় লাল রঙ!

হেক্টর। আর প্যারিসের কি দেখছো? রথের পেছনে তার দেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

হেলেন। তোমার কি মনে হয় ও প্যারিস? আমার মনে হল ধূলায় যেন এক ঝলক সূর্যের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। ওর হাতে একটা হীরা ঝলকাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। আমি অনেক সময় মুখ চিনতে পারি না; কিন্তু অলঙ্কার চিনতে আমার ভুল হয় না। ওটা তারই আংটি। এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

হেক্টর। ঠিক। এণ্ড্রমাকী আর আমার নিজের কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি? হেক্টর এবং এণ্ড্রমাকীর দৃশ্যের কথা? তুমি আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছো। অস্বীকার কোরো না। কেমন দেখছো আমাদের? বুড়ো হয়ে গেছি, সুখী, আলোয় উদ্ভাসিত?

হেলেন। আমি সে দৃশ্য দেখতে চেষ্টা করছি না!

হেক্টর। হেক্টরের মৃতদেহ বুকে নিয়ে রোরুদ্যমানা এণ্ড্রমাকীর দৃশ্য কি তুমি স্পষ্টতর দেখছো?

হেলেন। মনে হচ্ছে তুমি সব জানো। কিন্তু অনেক সময় আমি বহু জিনিস স্পষ্ট দেখি, ভয়ানক উজ্জ্বল দেখি, কিন্তু সেগুলো কখনোই ঘটে না। নির্ভুল কেউই নয়।

হেক্টর। আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে পেরেছি। মাটিতে শোয়ানো বাবার মৃতদেহ আর ক্রন্দনরতা মায়ের মাঝখানে একটি শিশুপুত্রকে দেখছো না?

হেলেন। হ্যাঁ। বাবার রুক্ষ চুল নিয়ে সে খেলা করছে। ভারী মিষ্টি ছেলেটি।

হেক্টর। তোমার চোখের ভেতর, তার গভীর অতলতায় এই সব ছবি। আমি কি ওখানে তাদের দেখতে পাবো?

হেলেন। জানি না। দেখ চেষ্টা করে।

হেক্টর। কিছু নেই। ওইসব আগুনের ছাই, ধুলোর বুকে, সব সোনা আর মণিমুক্তা ছাড়া আর কিছু নেই। কী নিষ্পাপ সরল এই স্ফটিক যেখানে ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষায় বসে আছে! কিন্তু চোখের মণি তো পানিতে ভেসে যাওয়ার কথা। কোথায় সেই অশ্রু? মরণ যদি অবধারিত জানো, তবে কি তুমি কান্নায় ভেঙে পড়বে, হেলেন?

হেলেন। জানি না। তবে হয়ত চীৎকার করে উঠবো। আর, আমার মনে হয় তুমি যদি আরও কিছুক্ষণ এইভাবে বলতে থাকো, তাহলেও আমি চেঁচিয়ে উঠবো। এই চীৎকার করে উঠলাম আমি!

হেক্টর। আজ সন্ধ্যায় তুমি গ্রীসে ফিরে যাবে হেলেন, নয়ত আমি তোমাকে হত্যা করবো।

হেলেন। আমি তো ফিরেই যেতে চাই! আমি ফিরে যাবার জন্য তৈরী। আমি শুধু এইটুকু বলতে চেষ্টা করছি যে, যেজাহাজ আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তাকে আমি এখনো ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। কোন কিছুই বিন্দুমাত্র ঝকঝক করে জ্বলছে না; মাস্তুলের গায়ের সীসা নয়, ক্যাপ্টেনের নাকের আটিং নয়, ক্যাবিন-বালকের চোখজোড়া নয়—কিছু না, কিছু না!

হেক্টর। তুমি ধূসর সূর্যের নীচে ধূসর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু শান্তি আমাদের চাই-ই।

হেলেন। আমি শান্তিকে দেখতে পাচ্ছি না।

হেক্টর। কাসাণ্ড্রাকে বলো শান্তিকে তোমার সামনে উপস্থিত করতে। কাসাণ্ড্রা মায়া জানে। কায়াহীনকে সে ডেকে আনতে পারে।

একজন বার্তাবহ। (প্রবেশ করে) হেক্টর, প্রায়াম আপনাকে ডাকছেন। পুরাহিতেরা যুদ্ধতোরণ বন্ধ করতে বাধা দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন দেবতারা নাকি একে অপমান বলে বিবেচনা করবেন।

হেক্টর। এইসব শক্ত সমস্যার ব্যাপারে দেবতারা কখনই নিজেদের কথা নিজেরা বলেন না। এ ভারী অদ্ভুত।

বার্তাবহ। তাঁরা নিজেরাই এবার নিজেদের কথা জানিয়েছেন। মন্দিরের ওপর বজ্রপাত হয়েছে, বহু লোক তাতে প্রাণ হারিয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের অন্ত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা গেছে তাঁরা সবাই একবাক্যে হেলেনের গ্রীসে প্রত্যাবর্তনের বিরোধী।

হেক্টর। পুরোহিতদের অন্ত্রের সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ লাভের জন্য আমি অনেক মূল্য দিতে রাজি আছি।... আচ্ছা, আমি এখুনি আসছি, তুমি যাও।

(বার্তাবহের প্রস্থান)

তাহলে, হেলেন, এ-ব্যাপারে আমরা একমত?

হেলেন। হ্যাঁ।

হেক্টর। শুনছো, কাসাণ্ড্রা? এই দুর্ভেদ্য বাধার প্রাচীর কেমন সুন্দর হ্যাঁ বলছে! ওরা সবাই আমার কাছে হার মেনেছে। প্যারিস আমার কাছে হার মেনেছে। প্রায়াম আমার কাছে হার মেনেছে, হেলেনও আমার কাছে হার মানলো! কিন্তু, জানো, তবু আমার মনে হচ্ছে এই প্রত্যেটি আপাতবিজয়ের অন্তরালে যেন আমার পরাজয় ঘটছে। বিশালকায় দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করবো ভেবে যাত্রা করলাম। তাকে জয় করবার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারপর দেখলাম যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তা এক রমণীর চোখের তারায় প্রতিফলিত অনমনীয় কঠিন কোন বস্তু। হেলেন, তুমি ভারী সুন্দর করে সব কথায় হ্যাঁ বলেছো, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আমাকে উপেক্ষা করবার এক দুর্দমনীয় সংকল্পে তুমি পূর্ণ।

হেলেন। তা সম্ভব। কিন্তু আমি কি করতে পারি? সে সংকল্প আমার নিজের নয়।

হেক্টর। কে বলবে কোন অদ্ভুত খেয়ালের বশে পৃথিবী এই নিরেট মাথায় তার দর্পণ স্থাপিত করেছে?

হেলেন। নিঃসন্দেহে এটা খুব পরিতাপের বিষয়। কিন্তু দর্পণের একগুঁয়েমীকে পরাজিত করাবার কোন পন্থা কি তোমার জানা আছে?

হেক্টর। আছে। গত কয়েক মিনিট ধরে আমি সেই কথাই বিবেচনা করছি।

আরেকজন বার্তাবহ। (প্রবেশ করে) হেক্টর, শীগগির চলুন। সমুদ্রতীরে ভয়ানক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। গ্রীক জাহাজ দেখা গেছে, কিন্তু তাদের পতাকা মাস্তুলের ওপর সোজা তোলা নেই, সিঁড়ির পাশে পাতা আছে। আমাদের নৌবাহিনীর মর্যাদা এখন বিপন্ন। প্রায়াম আশঙ্কা করছেন যে গ্রীক রাষ্ট্রদূত মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হবেন।

হেক্টর। কাসাণ্ড্রা, হেলেনকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমাকে এখুনি গিয়ে ওদের নির্দেশ দিতে হবে।

হেলেন। তুমি যদি দর্পন চূর্ণ করে ফেল, তাহলেই কি ওর ভিতরকার প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য মুছে যাবে?

হেক্টর। সেই তো চূড়ান্ত প্রশ্ন।

(হেক্টরের প্রস্থান)

কাসাণ্ড্রা। জানো, আমি কিছুই দেখতে পাই না, রঙীন কিম্বা রঙ্-হীন। কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে আসা ব্যক্তির ভার আমি আমার উপর অনুভব করি। আমার শিরার মধ্যে যে বেদনার অনুভূতি সঞ্চারিত হয় তাই থেকে ওদের ভাগ্যে কি সঞ্চিত আছে তা আমি বুঝতে পারি।

হেলেন। তুমি কি সত্যি মায়াবিনী? শান্তিকে আকৃতিদান করে আমার সামনে উপস্থিত করতে পারবে তুমি?

কাসাণ্ড্রা। শান্তিকে? খুব সহজে। সবার দোরগোড়ায় সে সারাক্ষণ ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়াও… এখুনি তুমি তাকে দেখতে পাবে।

(শান্তিকে দেখা যায়)

হেলেন। বাঃ, কি সুন্দর দেখতে!

শান্তি। হেলেন, আমাকে উদ্ধার কর, আমায় সাহায্য কর!

হেলেন। কিন্তু কি মলিন, কি বিবর্ণ দেখাচ্ছে ওকে!

শান্তি। মলিন? বিবর্ণ? কি বলছো তুমি? আমার চুলে সোনা জ্বলজ্বল করছে, দেখতে পাচ্ছো না?

হেলেন। সোনা? তা' সোনালী ধূসরতা বলতে পারো। অভিনব বটে।

শান্তি। সোনালী ধূসরতা? আমার সোনা রঙ কি এর মধ্যে ধূসর হয়ে গেছে?

(সে অদৃশ্য হয়ে যায়)

কাসাণ্ড্রা। বোধ হয় নিজেকে আরো পরিষ্কার করতে গেলো।

শান্তি। কি, এখন আমাকে আগের চাইতে ভালো দেখাচ্ছে?

হেলেন। আগে যতখানি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম এখন যে তাও পাচ্ছি না।

শান্তি। এখন ভালো লাগছে না?

কাসাণ্ড্রা। হেলেন তোমাকে আগের মত ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না।

শান্তি। কিন্তু তুমি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছো। তুমি তো আমার সঙ্গে কথা বলছো।

কাসাণ্ড্রা। অদৃশ্যের সঙ্গে কথা বলতে পারা আমার বৈশিষ্ট্য।

শান্তি। তাহ'লে এসব হচ্ছে কি? শহরে, সমুদ্রতীরে, লোকজন এত হট্টগোল করছে কেন?

কাসাণ্ড্রা। মনে হচ্ছে ওদের দেবতারা অপমানিত হয়েছেন। ওদের সম্মান আজ বিপন্ন।

শান্তি। ওদের দেবতা! ওদের সম্মান!

কাসাণ্ড্রা। হ্যাঁ·········একী, তুমি অসুস্থ!

[প্রথম অঙ্কের শেষে পর্দা পড়ে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে। সব কোণ থেকেই সমুদ্রের একাংশ দৃশ্যমান। ঠিক মাঝখানে একটি স্মরণস্তম্ভঃ যুদ্ধতোরণ। তার দ্বার দুটো উন্মুক্ত প্রসারিত]

(হেলেন এবং কিশোর ট্রয়লাস)

হেলেন। এই শোন! এই যে, হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি। এদিকে এসো।

ট্রয়লাস। না।

হেলেন। তোমার নাম কি?

ট্রয়লাস। ট্রয়লাস।

হেলেন। এখানে এসো।

ট্রয়লাস। না।

হেলেন। এখানে এসো, ট্রয়লাস!

(ট্রয়লাস এগিয়ে আসে)

এই তো। নাম ধরে ডাকলে কথা শুনতে হয়। এখনও তুমি কুকুরছানার মতো। এরও একটা আকর্ষণ আছে। তুমি কি জানো যে জীবনে এই প্রথম আমাকে চীৎকার করে কোন পুরুষ মানুষকে ডাকতে হল? তারা সারাক্ষণ এমন করে আমার চারপাশ ঘিরে থাকে যে সাধারণতঃ আমার একটু ঠোঁট নাড়লেই চলে। গাংচিল, কুকুর, এমনকি প্রতিধ্বনির উদ্দেশ্যে আমি চীৎকার করে ডেকেছি, কিন্তু এর আগে পুরুষকে আর

কখনো নয়। এর দাম তোমাকে দিতে হবে। কি হল? তুমি কাঁপছো?

ট্রয়লাস। না।

হেলেন। হ্যাঁ, তুমি কাঁপছো, ট্রয়লাস।

ট্রয়লাস। হ্যাঁ, কাঁপছি।

হেলেন। তুমি সব সময় আমার পিছনে পিছনে ঘুরছো কেন? সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি যদি হঠাৎ কখনো থেমে পড়ি, তোমার ছায়া আমার পায়ের নীচে দলিত হয়। অবশ্য যতদিন পর্যন্ত ছাড়িয়ে উঠতে না চায় ততদিন পর্যন্ত কিছু এসে যায় না। বল, কি চাও তুমি।

ট্রয়লাস। আমি কিছু চাই না।

হেলেন। কি চাই তোমার, আমাকে বল, ট্রয়লাস!

ট্রয়লাস। আমার সব চাই!

হেলেন। তোমার সব চাই। আকাশের চাঁদ?

ট্রয়লাস। আমার সব চাই এবং তারপরেও যদি কিছু থাকে তাও চাই।

হেলেন। বাঃ, এরই মধ্যে দিব্যি পুরুষ মানুষের মত কথা বলতে শুরু করেছো। তুমি আমাকে চুম্বন করতে চাও?

ট্রয়লাস। না!

হেলেন। ট্রয়লাস, তুমি আমাকে চুম্বন করতে চাও, তাই না?

ট্রয়লাস। পরমুহূর্তেই আমি আত্মহত্যা করবো।

হেলেন। আরো কাছে এসো। তোমার বয়স কত?

ট্রয়লাস। পনেরো। হায়রে!

হেলেন। জয় হোক ওই 'হায়রে'র। তুমি তোমার সমবয়সী মেয়েদের চুমো খেয়েছো?

ট্রয়লাস। আমি তাদের ঘৃণা করি।

হেলেন। কিন্তু চুমু খেয়েছো?

ট্রয়লাস। তা চুমো না খেয়ে উপায় নেই বলে। আমি তাদের সবাইকে চুম্বন করেছি। কিন্তু ওদের কাউকে চুম্বন না করার বিনিময়ে আমি প্রাণ দিতে পারতাম।

হেলেন। বেশ কয়েকটি প্রাণদানেই তুমি প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। আমাকে সোজাসুজি কেন বললে না ঃ হেলেন, আমি তোমাকে চুম্বন করতে চাই। তুমি আমাকে চুম্বন করবে এতে অন্যায় কিছু দেখছি না। এসো চুমু খাও।

ট্রয়লাস। কক্ষণো না।

হেলেন। তারপর দিনের শেষে আমি যখন দুর্গপ্রাচীরের ওপর বসে দূর দ্বীপের আড়ালে সূর্যাস্ত দেখবো তখন তুমি ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বসবে, দুহাত দিয়ে আমার মাথা তোমার দিকে টেনে নেবে—সোনালী রঙ তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন শুধু ছায়া, তারপর তুমি আমাকেও বুঝি আর দেখতে পাবে না—আর তুমি তখন আমাকে চুমু খাবে এবং আমার মনে হবে আমি কী সুখী! জানো, তখন আমিই আপন মনে বলে উঠবো ঃ কিশোর ট্রয়লাস আমার! এসো, চুম্বন করো আমাকে।

ট্রয়লাস। কক্ষণো না।

হেলেন। বেশ। তুমি বুঝি ভাবছো একবার আমাকে চুমু খেলে তারপর থেকে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে?

ট্রয়লাস। হায়রে! বড়দেরই সব ভাগ্য। যা বলতে চায়, ওরাই ঠিকমতো বলতে পারে।

হেলেন। তুমিও বেশ পারো।

(প্যারিসের প্রবেশ)

প্যারিস। সাবধান হেলেন, ট্রয়লাস খুব কঠিন লোক।

হেলেন। ঠিক তার উল্টো। ও আমাকে চুমু খেতে চায়।

প্যারিস। জানো ট্রয়লাস, হেলেনকে তুমি চুমু খেলে, আমি তোমাকে হত্যা করবো।

হেলেন। ওর কাছে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই, তা সে যতবারই ঘটুক না কেন।

প্যারিস। কি হয়েছে ওর? আক্রমণ করবে নাকি? তোমার ওপর লাফিয়ে পড়বে নাকি? না, না, ও খুব লক্ষ্মী ছেলে। ট্রয়লাস, এসো, হেলেনকে চুমু খাও, আমি বাধা দেব না।

হেলেন। তুমি যদি ওর মনস্থির করাতে পারো তবে ভাববো আমার চাইতে তুমি ঢের বেশী বুদ্ধিমান।

[হেলেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত ট্রয়লাস মুহূর্তের মধ্যে পিছু সরে আসে]

প্যারিস। শোনো ট্রয়লাস! যুদ্ধতোরণ বন্ধ করার জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুজনদের একদল এইখানে আসছেন! তাদের সামনে তুমি হেলেনকে চুম্বন কর। দেখতে দেখতে তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে। পরবর্তী জীবনে তুমি বিখ্যাত হতে চাও, তাই না?

ট্রয়লাস। না। আমি চিরদিন অখ্যাত অবজ্ঞাত থাকতে চাই।

প্যারিস। বিখ্যাত হতে চাও না তুমি? বিত্তশালী এবং শক্তিমান হবার কোন ইচ্ছা নেই তোমার?

ট্রয়লাস। না। দরিদ্র, কুৎসিত......

প্যারিস। আহ্ শেষ করতে দাও আমাকে। যাতে তুমি যত মেয়ে চাও সবাইকে পেতে পারো। কি বল?

ট্রয়লাস! আমি কোন মেয়ে চাই না। কাউকে না!

প্যারিস। ওই সিনেট সভ্যরা আসছেন। এবার কি করবে ঠিক কর: তুমি হেলেনকে তাদের সামনে চুম্বন করবে, না আমি তোমাদের সামনে তাকে চুম্বন করব। আমিই করব কি? বেশ, তাকাও এই দিকে......আরে, আজকে যে চুম্বনের নবরূপ উপহার দিলে, হেলেন! কি ব্যাপার?

হেলেন। ও-চুম্বন আমি ট্রয়লাসের জন্য তৈরী করে রেখেছিলাম।

প্যারিস। তুমি কি হারাচ্ছো তা তুমি জানো না, ছোকরা। কি, চলে যাচ্ছো? বিদায় তাহলে।

হেলেন। আমরা ঠিক পরস্পরকে চুম্বন করবো, ট্রয়লাস। আমার এই কথা তুমি দেখে নিও।

(ট্রয়লাস চলে যায়)

ট্রয়লাস!

প্যারিস। (একটু চমকিত) তুমি ভয়ানক জোরে ডাকলে কিন্তু হেলেন।

(ডেমোকসের প্রবেশ)

ডেমোকস। হেলেন, এক মিনিট। আমার দিকে ভালো করে তাকাও। আমার হাতের মুঠোয় আশ্চর্য একটা

পাখী আছে। তাকে ছেড়ে দেব এক্ষুণি। দেখছো তো? এই যে। তোমার চুল ঠিক কর, হাসো মিষ্টি করে।

প্যারিস। হেলেন চুল ঠিক করলে আর মিষ্টি হাসলে তাতে পাখীর ওড়ার কি সাহায্য হবে আমি বুঝতে পারছি না।

হেলেন। যাকগে, আমার তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

ডেমোকস। ন'ড়োনা। এক! দুই! তিন! ব্যস, হয়ে গেছে। এবার তুমি যেতে পারো।

হেলেন। পাখী কই?

ডেমোকস। এই পাখী নিজেকে অদৃশ্য করবার মন্ত্র জানে।

হেলেন। পরের বার জিজ্ঞেস করো তো কেমন করে সে তা করে।

(হেলেন চলে যায়)

প্যারিস। এসব পাগলামীর মানে কি?

ডেমোকস। আমি হেলেনের মুখ নিয়ে একটি গান রচনা করছি। ওর মুখটা ভালো করে আমার দেখার প্রয়োজন ছিলো, যেন আমার স্মৃতিতে তার হাসি-উদ্ভাসিত মুখ চির অঙ্কিত হয়ে থাকে।

[হেকুবা, পলিক্সেন, আবেনস, অঙ্কবিদ এবং কয়েকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি]

হেকুবা। কি, যুদ্ধতোরণ বন্ধ করছেন তো?

ডেমোকস। কক্ষণো না। আজ রাতেই হয়তো আবার আমাদের তা খুলতে হবে।

হেকুবা। কিন্তু হেক্টরের ইচ্ছে তাই। এবং হেক্টর প্রায়ামকে ঠিক রাজী করাবে।

ডেমোকস। সে আমরা দেখবো। তাছাড়া হেক্টরকে অবাক করে দেবার মত একটা সংবাদও আছে আমার কাছে।

পলিক্সেন। এই তোরণপথ কোথায় চলে গেছে, মা?

আবেনস। যুদ্ধে। এটা খোলা থাকার মানে যুদ্ধ।

ডেমোকস। বন্ধুগণ……

হেকুবা। যুদ্ধ হোক আর নাই হোক, তোমাদের এই যে তোরণপথ এ-একটা অর্থহীন প্রতীক। এই বিরাট বিরাট দরজা দুটো খুলে রাখলে ভারী বিশ্রী দেখায়। দুনিয়ার কুকুর এইখানে এসে জড়ো হয়।

অঙ্কবিদ। এটা ঘরোয়া ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে যুদ্ধ এবং দেবতার সম্পর্ক রয়েছে।

হেকুবা। আমিও তাই বলতে চাইঃ দেবতারা কখনো দরজা বন্ধ করার কথা মনে রাখেন না।

পলিক্সেন। আমি খুব ভালো করে দরজা বন্ধ করার কথা মনে রাখি, তাই না, মা?

প্যারিস। তোমার আঙুল পর্যন্ত মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যোগ করে দাও, কি বল?

ডেমোকস। এক মিনিট চুপ করবে কি, প্যারিস? আবেনস, অঙ্কবিদ, আর আমার অন্যান্য বন্ধুগণঃ উৎসবের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আমি তোমাদের এখানে একত্রিত হতে বলেছিলাম যেন আমরা আমাদের প্রথম সভায় মিলিত হতে পারি। যুদ্ধের প্রথম সভা যে সৈন্যাধ্যক্ষদের দ্বারা না হয়ে বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। কারণ যুদ্ধের সময় আমাদের সৈন্যদের শুধু কুচকাওয়াজে

পাকা, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং দেখতে দর্শনীয় করে তোলাই যথেষ্ট নয়। তাদের উৎসাহকে একটা উন্মত্ত শিখরে উন্নীত করা অবশ্য প্রয়োজন। সৈন্যাধ্যক্ষরা ঠিক মুহূর্তটিতে সৈন্যদের অঢেল সুরা সরবরাহ করে ওদের মধ্যে যে দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করবেন তা গ্রীকদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কার্যকরী হবে না, যদি না আমরা কবিরা সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে একটা আত্মিক ও নৈতিক নেশার ইন্ধন ঢেলে দিতে পারি। যুদ্ধ করবার পক্ষে অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়লেও যুদ্ধ যেন বর্বর ও হিংস্র হয় অন্ততঃ সে ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। আবেনস, আমার মনে হয় এ বিষয়ে তোমার কিছু বক্তব্য আছে?

আবেনস। হ্যাঁ, আমাদের একটা যুদ্ধসংগীত তৈরী করতে হবে।

ডেমোকস। ঠিক। যুদ্ধের জন্য যুদ্ধসংগীত অবশ্যই প্রয়োজন।

প্যারিস। এ-যাবত আমাদের যুদ্ধসংগীত ছাড়াই চলেছে।

হেকুবা। যুদ্ধই তো উচ্চকণ্ঠ সংগীত।

আবেনস। এতদিন আমরা শুধু বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছি, তাই চলেছে। এতদিন ওটা শিকারের শামিল ছিল, তাই শিকারীর শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এবার গ্রীকদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করছি।

ডেমোকস। ঠিক বল্লেছো, আবেনস। গ্রীকরা সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করে না।

প্যারিস। আমাদের জাতীয় সংগীত রয়েছে।

আবেনস। হ্যাঁ। কিন্তু সেটা শান্তির সংগীত।

প্যারিস। যথেষ্ট হাত-পা ছুঁড়ে আর মুখভঙ্গি করে গাইলে শান্তির সংগীতও যুদ্ধের সংগীত হয়ে ওঠে। আমাদের জাতীয় সংগীতের কথাগুলো যেন কি?

আবেনস। সে তোমার বেশ জানা আছে। ওর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেইঃ

আমরা ধান কাটি আর ফসল তুলি
আমরা দ্রাক্ষা রক্ত পায়ে দলি॥

ডেমোকস। বড় জোর এটা কৃষিজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগীত হতে পারে। শস্যক্ষেত্রকে ভয় দেখিয়ে আমরা স্পার্টাবাসীদের ভীতি প্রদর্শন করতে পারবো না।

প্যারিস। বর্শা হাতে মৃতদেহের বুকের ওপর পা দিয়ে গান গাইলেই তার ফল কি হয় দেখে তুমি অবাক হবে।

হেকুবা। 'রক্ত' কথাটি আছে এর মধ্যে। সবখানেই রক্ত।

প্যারিস। 'ফসল'ও আছে। ফসল কথাটি যুদ্ধ অনুমোদন করে।

আবেনস। ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই যখন ডেমোকস একটা সম্পূর্ণ নতুন সংগীত রচনা করে দিতে পারে তখন এই আলোচনার কি প্রয়োজন?

ডেমোকস। দু'ঘণ্টা বড় কম সময়।

হেকুবা। ভয় নেই, তোমার অত সময়ও দরকার হবে না। যুদ্ধসংগীতের পর আসবে স্তোত্র, স্তোত্রের পর গীতিনাট্য। যুদ্ধ ঘোষণার পরমুহূর্ত থেকেই কবিদের আর ধরে রাখা যাবে না। এখনও ছন্দই হচ্ছে সব চাইতে কার্যকরী বাদ্য।

ডেমোকস। এবং সব চাইতে উপকারীও। হেকুবা, তুমি জানো না কী গভীরতত্ত্ব কথা বলেছো তুমি। যতদিন যুদ্ধ

অনুপস্থিত এবং তোরণ বন্ধ ততদিন আমরা স্বাধীনভাবে তাকে অপমান করি, তার গায়ে যদৃচ্ছা কালিমা লেপন করি। কিন্তু যুদ্ধ যখন আসে তখন তার অহঙ্কার এবং প্রভুত্ব হয় অপরিসীম। একমাত্র তোষামোদ আর প্রশংসার দ্বারাই তখন তার শুভেচ্ছা অর্জন সম্ভব। কাজেই যারা বলতে বা লিখতে জানেন তখন তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় যুদ্ধের অকুণ্ঠ স্তুতিবাদ করা, তার নির্জলা প্রশংসা করা। নইলে আমরা নিজেদেরকে তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করি।

প্যারিস। তোমার গানের জন্য কোন ভাব কি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ নাকি?

ডেমোকস। আশ্চর্য এক ভাব এসেছে আমার মনে। তোমার চাইতে ভাল করে তা আর কেউ বুঝবে না। এতকাল ধরে মেডুসার বিষাক্ত চুল আর গর্গনের ঠোঁট এই মুখোশে আমরা যুদ্ধকে সাজিয়ে এসেছি। যুদ্ধ নিশ্চয়ই এতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধের মুখকে এবার আমি হেলেনের মুখের সঙ্গে তুলনা করবো ভাবছি। সে নিশ্চয়ই এ-তুলনায় মুগ্ধ হবে।

পলিক্সেন। যুদ্ধের চেহারা কেমন, মা?

হেকুবা। তোমার হেলেন আন্টির মত।

পলিক্সেন। উনি খুব সুন্দর।

ডেমোকস। তাহলে আলোচনা এইখানেই শেষ। যুদ্ধসংগীত তোমরা শীগ্‌গিরই পাবে। কি হল, অঙ্কবিদ, তোমাকে চিন্তাকুল দেখাচ্ছে কেন?

অঙ্কবিদ। কারণ যুদ্ধসংগীতের চাইতে অনেক জরুরী জিনিস রয়ে গেছে, অনেক অনেক বেশী জরুরী জিনিস!

ডেমোকস। তুমি মনে কর পদক, মিথ্যা সংবাদ, অত্যাচারের কাহিনী এই সব নিয়ে আমাদের আলোচনা করা উচিত?

অঙ্কবিদ। আমার মনে হয় অপমানকর শব্দগুলি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা উচিত।

হেকুবা। অপমানকর শব্দ?

অঙ্কবিদ। বর্শা ছুঁড়ে মারবার আগে গ্রীক যোদ্ধারা অপমান ছুঁড়ে মারে। তারা চেঁচিয়ে ওঠে এই ব্যাটা ব্যাং-এর মাসতুতো ভাই! শুয়োরের বাচ্চা কাঁহাকা! এমনি করে ওরা পরস্পরকে গালাগাল দেয়। এরকম করার স্বপক্ষে খুব ভালো যুক্তিও আছে ওদের। ওরা জানে যে আত্মসম্মান যখন অন্তর্হিত, দেহ তখনই সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রমণীয়। স্থৈর্যের জন্য যারা সুবিদিত, তাদের সঙ্গেও পোকামাকড়ের মত ব্যবহার করা মাত্রই তাদের সমস্ত স্থিরতা লোপ পায়। আমাদের ট্রোজানদের এই অপমানকর শব্দের বড় ঘাটতি।

ডেমোকস। অঙ্কবিদ ঠিক বলেছে! দুনিয়ায় আমরাই একমাত্র জাতি যারা হত্যা করবার পূর্বে শত্রুকে অপমান করি না।

প্যারিস। বেসামরিক অধিবাসীরা যে তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় শত্রু বেসামরিক অধিবাসীদের অপমান করে, এটা তোমরা যথেষ্ট মনে কর না?

অঙ্কবিদ। বেসামরিক অধিবাসীর মতো সেনাবাহিনীরও ওইরকম ঘৃণা প্রদর্শন করা দরকার। তোমরা তো জানো সেনাবাহিনী এইসব ব্যাপারে কিরকম ধোঁকা দিতে

পারে। তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে পরস্পরকে প্রশংসা করেই ওরা সময় কাটিয়ে দেবে। অগ্রগামী সেনাবাহিনীদের মধ্যেই সব চাইতে তাড়াতাড়ি দুনিয়ায় খাঁটি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপিত হয়। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই, যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চ যখন এমনি পারস্পরিক বিবেচনাবোধে পূর্ণ হয়, তখন ঘৃণা গিয়ে আশ্রয় নেয় বিদ্যালয়ে, সভাসমিতিতে, ব্যবসায়ী মহলে। ভাষার তীব্রতায় আমাদের সৈনিকেরা যদি অন্ততঃ গ্রীকদের সমকক্ষও না হয়ে ওঠে তাহ'লে গালাগাল এবং অপমান সম্পর্কে তাদের সব উৎসাহ লোপ পাবে। আর তারই স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে যুদ্ধ সম্পর্কেও তাদের সকল উদ্দীপনা হবে তিরোহিত।

ডেমোকস। প্রস্তাব গৃহীত। আজ বিকালেই আমরা এক গালাগাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।

প্যারিস। আমি ভেবেছিলাম নিজেদের গালাগাল সংগ্রহের জন্য তাদের নিজেদেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

ডেমোকস। কী ভুল! তুমি তো খুব চালাক। তুমি নিজে মোক্ষম গালাগাল দিতে পারবে?

প্যারিস। পারবো বলেই তো মনে করি।

ডেমোকস। ভুল মনে কর। আচ্ছা, এসো, আবেনসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরম্ভ কর।

প্যারিস। আবেনস কেন?

ডেমোকস। তার স্থূলত্ব এবং আরো এটা-ওটার জন্য এসব ব্যাপারে ওর কথাই প্রথমে মনে পড়ে।

আবেনস। ঠিক আছে। এসো, তাহ'লে আরম্ভ করা যাক, ব্যাটা পোড়া পিঠার টুকরো!

প্যারিস। না, আবেনসকে নিয়ে উৎসাহ পাচ্ছি না। কিছু যদি মনে না কর, তবে তোমাকে নিয়ে শুরু করি।

ডেমোকস। আমাকে নিয়ে? ঠিক আছে। দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করা যাক। এইবার ঠিক হয়েছে। আরম্ভ কর।

হেকুবা। ওকে ভালো করে দেখে নাও প্যারিস। তাহ'লেই তুমি অনুপ্রেরণা পাবে।

প্যারিস। এই পরান্নমুখাপেক্ষী বৃদ্ধ। এই জঘন্য পঞ্চ-পদী ভ্রান্ত-ছন্দ কবিকার!

ডেমোকস। এক মিনিট। সব ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কাকে উদ্দেশ্য করে গাল দিচ্ছো সে নামটা প্রথমে বলে নেওয়া ভালো।

প্যারিস। ঠিক বলেছো। ডেমোকস! বলদের রক্তচক্ষু! পোকা-পড়া কুল গাছ!

ডেমোকস। ব্যাকরণ-সিদ্ধ কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষী। পোকাপড়া কুল-গাছের মধ্যে এমন কি আছে যাতে আমি রেগে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বো?

হেকুবা। সে তোমাকে বলদের রক্তচক্ষুও বলেছে।

ডেমোকস। বলদের রক্তচক্ষু অবশ্যি অপেক্ষাকৃত ভালো; কিন্তু কি রকম খুঁজে বেড়াতে হয় দেখছো তো, প্যারিস? এমন একটা কিছু আবিষ্কার কর যা একেবারে আমার মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করবে। তোমার বিবেচনায় আমার কি কি দোষ?

প্যারিস। তুমি কাপুরুষ। তোমার মুখে দুর্গন্ধ। আর তোমার কণামাত্র প্রতিভা নেই।

ডেমোকস। ভালো হবে না বলছি!

প্যারিস। বাঃরে, আমি তো তোমাকে খুশী করবার জন্য বললাম।

পলিক্সেন। ডেমোকস চাচাকে আমরা বকছি কেন, মা?

হেকুবা। কারণ তিনি একটা কোকিল।

ডেমোকস। কি বললে, হেকুবা?

হেকুবা। বললাম যে তুমি একটা কোকিল, ডেমোকস। কোকিলের যদি শকুনীর মতো কুশ্রীতা, দুর্গন্ধ এবং কৃত্রিমতা থাকতো তবে তুমি ঠিক কোকিল হতে।

ডেমোকস। দাঁড়াও প্যারিস। তোমার মা এই কাজে তোমার চাইতে পটু। তাঁকে দেখে শেখো। একঘণ্টা করে যদি আমাদের প্রত্যেক সৈনিককে হেকুবা রোজ তালিম দেন, তবে অপমানের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রতি প্রয়োজনীয় আধিপত্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব। এমন কি, আমার মনে হয়, যুদ্ধসংগীত রচনার দায়িত্বভারও হেকুবার ওপর অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

হেকুবা। তা যেমন ইচ্ছে তোমাদের। কিন্তু, তাহ'লে, যুদ্ধকে হেলেনের মত দেখায় সেকথা আমি বলবো না।

ডেমোকস। কিসের মত দেখায় বলবে তুমি?

হেকুবা। তোরণ যখন বন্ধ হবে তখন তোমাকে সেকথা বলব।

[প্রায়াম, হেক্টর, এণ্ড্রমাকী এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, হেলেনের প্রবেশ। তোরণ-পথ বন্ধ করার সময় এণ্ড্রমাকী শিশু পলিক্সেনকে একপাশে নিয়ে, কানে

কানে, কি একটা গে প্রসঙ্গে ইনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ

দেয়] আমাদের সৌভাগ্য যে আজ তিনি

হেক্টর। বন্ধ তো প্রায় হ'ল হয়ে যাচ্ছিলেন। একথা কেউ

তাঁর সাক্ষ্য পক্ষপাতদুষ্ট!

ডেমোকস। একটু দাঁড়াও, হেক্টর!

আমাদের সিনেট তাঁর সিদ্ধান্ত

হেক্টর। উৎসব আরম্ভ করবার জন্য

বং আগামী কাল অন্যান্য

হেকুবা। নিশ্চয়ই প্রস্তুত। কজাগু

দ্ধ স্বীকৃতি দান করবে।

কাটছে।

হেক্টর। তাহ'লে আরম্ভ কর।

এবং পরবর্তী অনুসন্ধানের

প্রায়াম। আমাদের বন্ধুগণ তোমাকে বোঝ ষ্ঠিত যে ট্রয় সম্পর্কে

প্রস্তুত, হেক্টর। ভালো করে বি

বরখেলাফের

ওরা ভুল করেন নি। এখন যদি তোরণ

করবার

এক মিনিট পরেই আবার আমাদের তা খুলতে হ

পক্ষ

হেকুবা। এক মিনিটের শান্তিও কাম্য।

হেক্টর। বাবা, আমরা যারা এতদিন মাসের পর মাস যুদ্ধ করেছি তাদের কাছে শান্তির কি অর্থ তা তোমার বোঝা উচিত। চোরাবালি কিম্বা পানিতে নিমজ্জমান কোন ব্যক্তির পা যখন কঠিন মাটি স্পর্শ করে, আমাদের কাছে এখন তেমনি মনে হচ্ছে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি শান্তির ওপরও অন্ততঃ আমাদের দাঁড়াতে দাও, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কোনরকমে হলেও তাকে একটু স্পর্শ করতে দাও!

প্রায়াম। হেক্টর, আজ শহরের ওপর শান্তি কথাটি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আর তার হাতে বিষ তুলে দেওয়া একই রকম নির্মম। এই শান্তি কথাটি দ্বারা তুমি তাকে অসহায় অসতর্ক করে তুলবে, তার কঠিন সিদ্ধান্তে

ডেমোকস। জাতিসমূহের অধিকার প্রসঙ্গে ইনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত বিশেষজ্ঞ। আমাদের সৌভাগ্য যে আজ তিনি ট্রয় নগরীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা কেউ বলতে পারবে না যে তাঁর সাক্ষ্য পক্ষপাতদুষ্ট! তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমাদের সিনেট তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত এবং আগামী কাল অন্যান্য জাতিও সে সিদ্ধান্তকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দান করবে।

হেক্টর। এবং আপনার সিদ্ধান্ত কি?

বুসিরিস। রাজন্যবৃন্দ, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তী অনুসন্ধানের ওপর আমার এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত যে ট্রয় সম্পর্কে গ্রীকগণ তিনটি আন্তর্জাতিক আইনের বরখেলাফের অপরাধে অপরাধী। তাদের এখন অবতরণ করবার অনুমতি দান করলে আপনারা অত্যাচারিত পক্ষ হিসেবে আপনাদের বিশেষ অধিকার বিসর্জন দেবেন এবং সেই সঙ্গে অত্যাসন্ন যুদ্ধে যে সার্বজনীন সহানুভূতি আপনারা নিশ্চিত পেতেন তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন।

হেক্টর। আরো স্পষ্ট করে বলুন।

বুসিরিস। প্রথমতঃ ওরা তাদের পতাকা মাস্তুলের ওপর নয় মাঝখানে সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি উত্তোলন করেছে। আপনারা, রাজন্যবৃন্দ ও আমার সহকর্মীগণ, নিশ্চয়ই জানেন যে কোন রণতরী গরু-ছাগল-মহিষ বহনকারী নৌযানের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরেই কেবল তাদের পতাকা পাশাপাশি উত্তোলন করে থাকে। অতএব, স্পষ্টতই, কোন নগরীকে ঐভাবে অভিবাদন করার

অর্থ নগরবাসীকে অপমান করা। তাছাড়া এবিষয়ে একটা নজিরও রয়েছে। গত বৎসর গ্রীকগণ ওরফিয়া বন্দরে প্রবেশ করবার সময় তাদের পতাকা পাশাপাশি উত্তোলন করেছিল। উত্তরও হয়েছিল ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ণ। ওরফিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হেক্টর। তারপর কি হল?

বুসিরিস। ওরফিয়া পরাজয় বরণ করে। আজ ওরফিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। তার অধিবাসীরাও নিশ্চিহ্ন।

হেকুবা। চমৎকার!

বুসিরিস। কিন্তু কোন জাতির ধ্বংস হওয়াটা তাদের মহত্তর নৈতিক অবস্থানকে পরিবর্তিত করে না।

হেক্টর। বলে যান।

বুসিরিস। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের সামুদ্রিক অঞ্চলে প্রবেশ করবার পর গ্রীকগণ যেভাবে তাদের রণতরী সাজিয়েছে তা সম্মুখমুখী নামে পরিচিত। গত কংগ্রেসে এই পদ্ধতিকে রক্ষণমূলক-আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা সমূহের অন্তর্ভুক্ত করার একটা কথা হয়েছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে, শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টায় তাকে তার যথার্থ স্থান আক্রমণমূলক-রক্ষণাত্মক ব্যবস্থার মধ্যে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, আজ এই ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে চতুর নৌ-পদ্ধতির অন্যতম বলে স্বীকৃত, যা কিনা অবরোধেরই একটা প্রচ্ছন্ন রূপ অর্থাৎ এতে করে একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই ব্যাপারেও আমাদের একটি পূর্ব নজির রয়েছে। পাঁচ বৎসর পূর্বে ম্যাগনেসিয়ার বাইরে নোঙ্গর ফেলে

অবস্থান করবার সময় গ্রীক নৌবাহিনী এই পদ্ধতিতে তাদের নৌযান সাজিয়েছিল। ম্যাগনেসিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হেক্টর। তারা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলো?

বুসিরিস। না, তারা পরাজিত হয়। ম্যাগনেসিয়া আজ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আক্রমণমূলক-রক্ষণাত্মক বিষয়ে আমার সংশোধিত সংজ্ঞাটি আজও অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হেকুবা। আমাদের অভিন্দন গ্রহণ করুন। আমরা চিন্তিত হয়ে উঠছিলাম।

হেক্টর। তারপর, বলুন।

বুসিরিস। তৃতীয় অপরাধ তেমন সাংঘাতিক নয়। একটি গ্রীক জাহাজ বিনানুমতিতে আপনাদের তীরের অত্যন্ত সন্নিকটে এসে পড়েছে। গ্রীকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্ছৃংখল ও অসম্ভব যে ব্যক্তি সেই এ্যাজাক্স শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে তার গালিগালাজ এবং কুৎসা। প্যারিসকে সে হত্যা করতে চায়, এই কথা চেঁচাতে চেঁচাতে সে আসছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ একটি নগণ্য ব্যাপার। কারণ এতে করে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন আইন ভঙ্গ করা হয়নি।

ডেমোকস। এইবার সব তুমি অবগত হয়েছো। পরিস্থিতির মীমাংসা মাত্র দুটি উপায়ে সম্ভব। অপমান গলাধঃকরণ করা কিম্বা সমুচিত উত্তরদান করা। কি করবে বেছে নাও।

হেক্টর। ওনীয়াহ, এ্যাজাক্স কোথায় তাকে খুঁজে বার কর। ওকে এইদিকে নিয়ে এসো।

প্যারিস। আমি তার জন্য এইখানে অপেক্ষা করছি।

হেক্টর। আমি ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত তুমি দয়া করে প্রাসাদেই অবস্থান করবে। আর বুসিরিস, আপনি ভালো করে উপলব্ধি করুন যে আমাদের নগরের গ্রীক কর্তৃক অপমানিত হবার কোন অভিলাষ নেই।

বুসিরিস। আমি অবাক হচ্ছি না। ট্রয়ের অপরাজেয় অহঙ্কারের কথা বিশ্ববিদিত।

হেক্টর। আপনাকে এই মুহূর্তে এমন একটা যুক্তি উপস্থিত করতে হবে যাতে করে আমাদের সিনেট বলতে পারে যে আগন্তুকেরা কোন অপরাধ করেন নি, যাতে আমাদের জাত্যাভিমান অক্ষুণ্ণ রেখে আমরা তাদেরকে আমাদের অতিথিরূপে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সক্ষম হই।

ডেমোকস। এ আবার কি পাগলামী ?

বুসিরিস। এর সঙ্গে যে সত্য ঘটনার কোন যোগ নেই, হেক্টর !

হেক্টর। বুসিরিস, এখানে আমরা সবাই জানি যে আইনের অনুশীলন কল্পনাশক্তিকে যতখানি প্রদীপ্ত করতে পারে এমন আর কিছুই পারে না। আইনজীবী সত্যের যতখানি স্বাধীন ব্যাখ্যা করেন কোন কবি কখনো প্রকৃতির ততখানি স্বাধীন ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হননি।

বুসিরিস। সিনেট আমার অভিমত জানতে চেয়েছে সে অভিমত আমি দিয়েছি।

হেক্টর। আর আমি আপনার কাছে তার ব্যাখ্যা চাইছি। আইনের আরো সূক্ষ্মতর প্রশ্নে।

বুসিরিস। এ আমার বিবেকের বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

হেক্টর। আপনার বিবেক ওরফিয়ার সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করেছে, প্রত্যক্ষ করেছে ম্যাগনেসিয়ার ধ্বংস। তেমনি লঘুচিত্তে কি তা এখন ট্রয়ের ধ্বংসও প্রত্যক্ষ করতে চায়?

হেকুবা। হ্যাঁ। ওর নিজের দেশ সিরাকিউসে।

হেক্টর। আমি মিনতি করছি, বুসিরিস। দুটি দেশের জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। আমাদের সাহায্য করুন।

বুসিরিস। সত্য ব্যতীত আর কিছু দিয়ে সাহায্য করতে আমি অক্ষম।

হেক্টর। ঠিক। তাহলে এমন সত্য আবিষ্কার করুন যাতে আমরা রক্ষা পাই। যদি ন্যায়ধর্ম নিরপরাধ মানুষের রক্ষার্থে বর্মনির্মাণেই অসমর্থ হয় তবে তার সার্থকতা কোথায়? একটা সত্য নির্মাণ করুন আপনি। যদি না পারেন তবে অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমি আপনাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই। যতদিন এ যুদ্ধ চলতে থাকবে ততদিন আমরা আপনাকে এখানে আটকে রাখবো।

বুসিরিস। কি বলছেন আপনি?

ডেমোকস। তোমার পদাধিকারের সুযোগের অপব্যবহার করছো তুমি, হেক্টর।

হেকুবা। যুদ্ধের সময় ব্যক্তির অধিকারকে আমরা কারারুদ্ধ করি। একজন আইনজীবীকে কারারুদ্ধ না করে রাখার কোন কারণ দেখছি না আমি।

হেক্টর। আমি যা করি তাই বলি, বুসিরিস। আমার প্রতিশ্রুতি কিম্বা ভীতি প্রদর্শন কখনো ব্যর্থ হয়নি। হয় এই প্রহরীরা এখুনি আপনাকে দু'এক বছরের জন্য কারাগারে নিয়ে যাবে নয়তো আজ সন্ধ্যায় আপনি সোনা বোঝাই হয়ে এস্থান পরিত্যাগ করবেন। এই কথাগুলো মনে রেখে শান্ত চিত্তে আপনি সাক্ষী প্রমাণাদি আরেকবার বিবেচনা করে দেখুন।

বুসিরিস। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা প্রশমিত করার স্বপক্ষে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে।

হেক্টর। আমার কোন সন্দেহ ছিলো না যে আছে।

বুসিরিস। যেমন প্রথম অপরাধের কথাই ধরুন। কোন কোন সমুদ্রাঞ্চল আছে যেখানে তীরভূমি উর্বর হলে গরু-ছাগল বোঝাই জাহাজের প্রথায় অভিবাদন করা হয়। তখন সে অভিবাদনের অর্থ এই রকম করা চলে যে জাহাজের নাবিকেরা তীরের কৃষিজীবীদের অভিবাদন করছেন।

হেক্টর। তাই তো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। মাটির প্রতি সাগরের অভিবাদন।

বুসিরিস। তারপর জাহাজ গরু-ছাগল না হয়ে ষাঁড়ে বোঝাই হতে পারে। তখন তো এ সম্ভাষণ প্রায় তোষামোদের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

হেক্টর। তাহলেই দেখছেন। আমার কথার অর্থ আপনি চমৎকার উপলব্ধি করেছেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বুসিরিস। আর রণতরীর সম্মুখমুখী অবস্থান—এর অর্থ যেমন ঔদ্ধত্য তেমনি প্রতিশ্রুতিও হতে পারে। সন্তানকামী রমণী পাশ থেকে নয়, মুখোমুখী নিজেকে দান করে।

হেক্টর। এ যুক্তি একেবারে চরম।

বুসিরিস। তার ওপর গ্রীক তরীর সম্মুখ ভাগে রয়েছে বিশালাকার খোদাই করা জলপরীর প্রতিকৃতি। কোন রমণী যখন দুবাহু প্রসারিত করে অনাবৃত অবস্থায় এগিয়ে আসে তখন তার অর্থ ভীতি প্রদর্শন নয়, সাদর আহ্বান। অন্ততঃপক্ষে আলাপের আহ্বান।

হেক্টর। ডেমোকস, তাহলে আমাদের সম্মান অটুট এবং নিরাপদ রইল। এখন পরবর্তী কাজ, বুসিরিসের সঙ্গে আমাদের এ-আলোচনার মর্মার্থ জনসাধাণকে জ্ঞাত করানো। মিনোস, তুমি ইত্যবসরে বন্দর কর্তৃপক্ষকে গিয়ে বল, তারা যেন অবিলম্বে ইউলিসিসকে অবতরণ করতে দেয়।

ডেমোকস। এই সব সামরিক ব্যক্তিদের সম্মানের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করাই বৃথা। তাদের যে কাপুরুষ বিবেচনা করা যাবে না এই সত্যটুকুর জোরেই তারা বাজীমাত করে।

অঙ্কবিদ। হেক্টর, অন্ততপক্ষে মৃতের উদ্দেশ্যে বাণী তো প্রদান কর। তার ফলে হয়ত তুমি আবার সবটা ভেবে দেখবে।

হেক্টর। মৃতের উদ্দেশ্যে কোন বাণী হবে না।

প্রায়াম। কিন্তু এটা উৎসবের একটা অঙ্গ। তোরণ রুদ্ধ করার

সময় বিজয়ী সেনাপতিকে মৃতের সম্মানার্থে বাণী প্রদান করতেই হবে।

হেক্টর। যুদ্ধে মৃতের উদ্দেশ্যে বাণী প্রদান জীবিতের স্বপক্ষে কপট বক্তৃতা মাত্র, কোন দণ্ড থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা। আমি আমার নিরপরাধ সম্পর্কে অতটা সুনিশ্চিত নই।

ডেমোকস। সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কোনক্রমেই দায়ী হতে পারে না।

হেক্টর। হায়! কেউই দায়ী নয়। দেবতারাও নন। তাছাড়া মৃতের উদ্দেশ্যে আমার ভাষণ আমি ইতিমধ্যেই দান করেছি। জীবনের শেষ মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যখন জলপাই গাছের নীচে ঢালু জমিতে শায়িত, যখন তাদের যেটুকু দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি তখনও অবশিষ্ট তা দিয়ে আমার কথা তারা শুনতে সক্ষম, তখন তাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার ভাষণ দিয়েছি। কি বলেছি সেকথা তোমাদের আমি বলতে পারি। ওদের একজনের পেটের নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসছিল, চোখের সাদা উল্টে দিয়েছিলো সে। তার কাছে গিয়ে বলেছিলাম, 'ভাবনা করো না। তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। তুমি ঠিক উৎরে যাবে, ভাই।' আরেকজনের মাথায় খুলি ফেটে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। তাকে বলেছিলাম, 'ওই ভাঙা নাকে তোমাকে ভারী মজার দেখাচ্ছে তো।' আর আমার বাচ্চা সহিস, ওর বাঁ হাতটা যখন অকর্মণ্য হয়ে ঝুলছিলো আর ওর দেহ থেকে শেষ রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছিলো তখন তার কাছে গিয়ে বলেছিলাম, 'ভাগ্যিস বাঁ হাতটা ভেঙেছো!' আমি সুখী এই ভেবে যে জীবনের একটা শেষ চুমুক

আমি তাদের মুখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। ওরা আর কিছু চায়নি। ওইটুকু পান করতে করতেই মরণ বরণ করে নেয়। আর বলবার কিছু নেই। বন্ধ কর তোরণ।

পলিক্সেন। বাচ্চা সহিসটিও মারা গেল?

হেক্টর। হ্যাঁ, মা-মণি, সেও মারা গেল। তার ডান হাত সে প্রসারিত করে দিয়েছিলো। কে একজন তার ভালো হাতটি ধরে ছিলো। আমি তাকে দেখতে পাই নি। তখন সে মারা যায়।

ডেমোকস। মৃত্যুপথযাত্রীর উদ্দেশ্যে তার উক্তিকে আমাদের সেনাপতি মৃতের উদ্দেশ্যে বাণীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন!

প্রায়াম। হেক্টর, কেন তুমি এত গোঁয়ার্তুমি করছো?

হেক্টর। বেশ, বাণী তোমরা পাবে। (তোরণের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়)—তোমরা যারা আমাদের কথা শুনতে অক্ষম, যারা আমাদের দেখতে অসমর্থ তারা এই বাণী শোনো, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। আমরা তোমাদের সম্মানিত করবার জন্য এখানে এসেছি। যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। আমি জানি যে তোমাদের কাছে তা অপ্রাসঙ্গিক। তোমরাও অবশ্য বিজয়ী। কিন্তু আমরা বিজয়ী এবং এখনও জীবিত। ওইখানেই আমাদের পার্থক্য এবং সেইখানেই আমার লজ্জা। আমি জানি না তোমাদের মৃত জনতার মধ্যে যারা বিজয়ীর বেশে মৃত্যুবরণ করেছো তাদের কোন বিশেষ সুবিধা দান করা হয় কি-না। কিন্তু জীবিতেরা বিজয়ী অথবা পরাজিত নির্বিশেষে প্রচুর সুবিধা ভোগ করেন।

আমাদের চোখ আছে। সূর্যকে আমরা দেখতে পাই। সূর্যের নীচে সব মানুষ যা করে আমরাও তা-ই করি। আমরা আহার করি, আমরা পান করি। চাঁদের হিসেবে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করি এবং এখন তোমাদের অপসারণের পর, তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গেও।

ডেমোকস। তুমি মৃতের অপমান করছো!

হেক্টর। তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

ডেমোকস। হয় মৃতের নয় জীবিতের।

হেক্টর। একটা পার্থক্য আছে।

প্রায়াম। ভাষণ শুরু কর, হেক্টর। গ্রীকরা তীরে উঠে আসছে।

হেক্টর। হ্যাঁ, এখুনি করছি।……তোমরা যারা গন্ধ গ্রহণ করতে পারো না, পারো না স্পর্শ করতে কোন কিছু, তোমরা ধূপধুনার ঘ্রাণ নাও, স্পর্শ করো এই নৈবেদ্যের নিবেদন। আমি তোমাদের কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলছি। অতএব বুঝতে চেষ্টা করো। তোমাদের সবার জন্য আমার মনে সমান স্নেহ এবং শ্রদ্ধার আসন নেই। যদিও তোমরা মৃত তবুও আমরা জীবিতদের মধ্যে যেমন কেউ কেউ রয়েছি সাহসী এবং কেউ কেউ কাপুরুষ, তেমনি রয়েছে তোমাদের মধ্যেও। শুধু একটা উৎসবের কারণে যে মৃতদের আমি শ্রদ্ধা করি এবং যাদের করি না তাদের সম্পর্কে আমার মনে তোমরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু আজ তোমাদের কাছে আমি যা বলতে চাই তাহ’লো ঃ সকল মানুষকে সমান করবার যত পন্থা আছে তার

মধ্যে যুদ্ধ হল সব চাইতে হীন, সব চাইতে কপট। আমি মৃত্যুকে যেমন একদিকে কাপুরুষের শাস্তি অথবা প্রায়শ্চিত্ত বলে স্বীকার করি না, তেমনি অন্যদিকে জীবিতের পুরস্কার বলেও স্বীকার করি না। তাই তোমরা যাই হও না কেন, অনুপস্থিত, বিস্মৃত, উদ্দেশ্যহীন, অনন্ত, কিম্বা অস্তিত্ব বর্জিত, আজ এই তোরণ বন্ধ করার মুহূর্তে একটা বিষয় সুনিশ্চিত, আমরা যারা বেঁচে আছি, যারা মৃত্যুর কাছ থেকে পলাতক তারা তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমাদের মনে হচ্ছে আমরা যেন দুটি বিরাট সৌভাগ্য হরণ করে নিয়েছি, যার নাম পর্যন্ত আর কোনদিন তোমাদের কাছে পোঁছবে না : প্রাণ-স্পন্দিত দেহের উত্তাপ এবং এই আকাশ।

পলিক্সেন। মা, তোরণদ্বার বন্ধ হচ্ছে!

হেকুবা। হ্যাঁ, মা-মণি।

পলিক্সেন। মৃত ব্যক্তিরা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করছে।

হেকুবা। ওরাও খানিকটা সাহায্য করে বৈকি।

পলিক্সেন। অনেকখানি সাহায্য করছে, মা, বিশেষ করে ওই ডান দিকে।

হেক্টর। হল? সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে?

প্রহরী। সাঁড়াশীর মত শক্তভাবে বন্ধ হয়েছে।

হেক্টর। বাবা, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'ল!

হেকুবা। শান্তি!

পলিক্সেন। ভারী ভালো লাগছে, মা, তাই না?

হেকুবা। হ্যাঁ, মা।

পলিক্সেন। আমার খুব ভালো লাগছে।

(গ্রীক বাদ্যধ্বনি শোনা যায়)

একজন বার্তাবহ। গ্রীকরা ট্রয়ভূমিতে পদার্পণ করেছে, প্রায়াম!

ডেমোকস। ভয়ানক বাজনা! এর চাইতে বেশী ট্রয় বিদ্বেষী বাদ্যধ্বনি কল্পনাও করা যায় না। চল, চল, উপযুক্তভাবে ওদেরকে এর উত্তরে সম্বর্ধনা জানাই!

হেক্টর। রাজকীয়ভাবে তাদের সম্বর্ধনা করে নিরাপদে এখানে নিয়ে এসো। এ দায়িত্ব তোমার।

অঙ্কবিদ। অন্ততঃ ট্রয়ের বাদ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত। হেক্টর, অন্য কোন উপায়ে যদি আমরা করতে না পারি, তুমি অন্ততঃ আমাদের সঙ্গীতযুদ্ধের অনুমতি দাও।

জনতা। গ্রীকরা আসছে! গ্রীকরা!

বার্তাবহ। ইউলিসিস নামবার উপক্রম করছেন, প্রায়াম। তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবো?

প্রায়াম। তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো। তিনি এলে পর আমাদের প্রাসাদে খবর দিও। প্যারিস, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তোমাকে এখনো আমরা খুব বেশী প্রকাশমান দেখতে চাই না।

হেক্টর। যাক, চল, গ্রীকদের কাকে কি বলব তা ঠিক করি।

ডেমোকস। মৃতের জন্য তোমার বক্তৃতা যেমন ঠিক করেছিলে তার চাইতে ভালো করে করো এবার। অপেক্ষাকৃত বেশী প্রতিবাদের সম্ভাবনা আছে এই ক্ষেত্রে।

(ছেলেদের নিয়ে প্রায়ামের প্রস্থান)

হেকুবা, তুমিও ওদের সঙ্গে যাচ্ছ নাকি? তাহলে

যাবার আগে বলে যাও তোমার মতে যুদ্ধের রূপ কি রকম?

হেকুবা। তুমি জানবার জন্য উদগ্রীব?

ডেমোকস। তুমি যদি সত্যিই জানো যুদ্ধ কি রকম দেখতে তবে আমাদের বল।

হেকুবা। বেবুনের পশ্চাদ্দেশের মত। আমাদের দিকে পশ্চাৎদেশ প্রদর্শন করে গাছের ওপর বসে থাকা বেবুনকে যেমন দেখায় যুদ্ধের চেহারা অবিকল ওই রকম। রক্তবর্ণ, চামড়া ওঠানো, চকচকে, একটা রুক্ষ নোংরা পরচুলায় ঘেরা।

ডেমোকস। তাহ'লে তার দুটো চেহারা। একটা তুমি যেমন বর্ণনা করছো, আরেকটা হেলেনের মুখ।

(প্রস্থান)

এণ্ড্রমাকী। ওই যে হেলেনকে দেখা যাচ্ছে। পলিক্সেন, ওকে কি বলবে মনে আছে?

পলিক্সেন। হ্যাঁ।

এণ্ড্রমাকী। তাহ'লে যাও।

(হেলেনের প্রবেশ)

হেলেন। আমাকে কিছু বলবে, মানিক?

পলিক্সেন। হ্যাঁ, হেলেন আন্টি।

হেলেন। নিশ্চয়ই ভয়ানক জরুরী কোন কথা। তোমাকে ভীষণ কঠিন দেখাচ্ছে।

পলিক্সেন। হ্যাঁ, হেলেন আন্টি।

হেলেন। ওই রকম শক্ত হয়ে না দাঁড়িয়ে সে কথা কি বলা যায় না?

পলিক্সেন। না, হেলেন আন্টি।

হেলেন। তা'হলে বলে ফেল। ছোট্ট একটা কঞ্চির মত তোমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার অসহ্য লাগে!

পলিক্সেন। হেলেন আন্টি, তুমি যদি কাউকে ভালোবেসে থাকো তবে দয়া করে চলে যাও।

হেলেন। চলে যাবো কেন, মানিক?

পলিক্সেন। যুদ্ধের জন্য।

হেলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে তুমি কি এরই মধ্যে সব জেনে ফেলেছো?

পলিক্সেন। ঠিক জানি না। তবে তার অর্থ, আমার মনে হয়, আমরা সবাই মরবো।

হেলেন। মরার অর্থ কি তুমি জানো?

পলিক্সেন। ঠিক জানি না। তবে বোধ হয় তার মানে এই যে আমরা আর কিছু অনুভব করতে পারবো না।

হেলেন। এণ্ড্রমাকী তোমাকে আমার কাছে ঠিক ঠিক কি বলতে শিখিয়ে দিয়েছে?

পলিক্সেন। যদি তুমি আমাদের একটুখানিও ভালোবাসো তবে দয়া করে চলে যাও।

হেলেন। কথাটা খুব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। কাউকে ভালোবাসলে তাকে তুমি ছেড়ে যাবে?

পলিক্সেন। না, না। কক্ষণো না!

হেলেন। আচ্ছা. তুমি কোন্‌টা চাও? হেকুবাকে ছেড়ে চলে যাওয়া, না, আর কোনদিন কোন কিছু অনুভব না করা?

পলিক্সেন। ওহ্, কোনদিন কোনকিছু অনুভব না করা! আমি ওর কাছে থাকতে চাই। আর কোন দিন কোন কিছু যদি অনুভব না করি তবে নাই করবো।

হেলেন। তাহ'লে দেখ, আমার কাছে তুমি কি রকম উল্টো-পাল্টা কথা পেড়েছো। তোমার কাছ থেকে যদি আমাকে চলে যেতে হয় তার অর্থ তোমাকে আমি ভালবাসি না। তুমি কি চাও যে আমি তোমায় ভালো না বাসি?

পলিক্সেন। না, না। আমি চাই তুমি আমাকে ভালোবাসো।

হেলেন। অর্থাৎ, তুমি এতক্ষণ কি বলছিলে তা নিজেই জানো না, তাই না?

পলিক্সেন। হ্যাঁ।

হেকুবা। (মঞ্চের বাইরে থেকে) পলিক্সেন!

[হেকুবার প্রবেশ]

তুমি কি কানে শুনতে পাও না, পলিক্সেন? আমাকে দেখে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেললে কেন? তুমি কি 'স্ট্যাচু, স্ট্যাচু' খেলছো? আমার সঙ্গে এসো, পলিক্সেন।

হেলেন। কোনদিন কোনকিছু অনুভব না করাটা কেমন তারই শিক্ষা গ্রহণ করছে সে। কিন্তু ও ব্যাপারে তার কোন দক্ষতা নেই দেখছি।

হেকুবা। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না, পলিক্সেন? তুমি কি দেখছো না আমাকে?

পলিক্সেন। হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি আমি।

হেকুবা। তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কি আমাকে দেখতে চাও না? আমার কথা কি তুমি শুনতে চাও না?

পলিক্সেন। তাহ'লে যে তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে।

হেকুবা। হেলেন, আমার মতে পলিক্সেনের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ না থাকাই ভালো। ও অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর। তোমার সুন্দর পোশাক এবং সুন্দর কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও, আমি মনে করি তুমি জড় পদার্থ। তোমার সংস্পর্শে ওর না আসাই ভালো।

হেলেন। আমি সম্পূর্ণ একমত। এণ্ড্রমাকীকে তার নিজের বক্তব্য নিজে পেশ করতেই আমি পরামর্শ দিচ্ছি। আমাকে একটা চুমু দাও, পলিক্সেন। তুমি যখন চাও তখন আমি আজ বিকালেই চলে যাবো।

পলিক্সেন। তুমি যেও না! তুমি যেও না!

হেলেন। বাঃ, এই তো আবার তুমি সহজ হয়ে এসেছো।

হেকুবা। এণ্ড্রমাকী, তুমি আমাদের সঙ্গে আসছো?

এণ্ড্রমাকী। না, আমি এখানেই অপেক্ষা করবো।

(হেকুবা এবং পলিক্সেনের প্রস্থান)

হেলেন। কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি তোমার কাছে?

এণ্ড্রমাকী। আমার মনে হয় তার প্রয়োজন আছে।

হেলেন। কান পেতে শোনো ওরা কি রকম চীৎকার করছে, তর্ক করছে কি রকম। তাই কি যথেষ্ট নয়? তোমার আমার কৈফিয়ত দেওয়া নেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? তাছাড়া যখন চলে যাচ্ছি, তখন কৈফিয়তের আর কি আছে?

এণ্ড্রমাকী। তোমার যাওয়া না যাওয়াটা এখন আর সমস্যা নয়।

হেলেন। হেক্টরকে সেকথা বলো। তারি অনেক দুর্ভাবনা ঘুচবে।

এণ্ড্রমাকী। জানি, হেক্টর তোমাকে তাড়াবার চিন্তায় ডুবে আছে। সব পুরুষই এক ধাঁচে গড়া। খরগোশের পিছনে

ছুটছে বলে ঝোপের মধ্যকার হরিণও তাদের চোখে পড়ে না। পুরুষ মানুষের শিকারের রীতি হয়ত ওই রকম, কিন্তু দেবতাদের নয়।

হেলেন। এই ব্যাপারে দেবতারা কি চান তা যদি আবিষ্কার করে থাকো তবে তোমাকে অভিনন্দন।

এণ্ড্রমাকী। দেবতারা কি চান তা আমি জানি না। কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিছু একটা নিঃসন্দেহে চায়। আজ সকাল থেকে আমার মনে হয়েছে যে, মানুষ, পশু, এমনকি গাছের পাতা, আমার অজাত শিশু সব কিছু যেন সেই জিনিসটির জন্য মিনতি করছে, চীৎকার করছে।

হেলেন। কিসের জন্য চীৎকার করছে ?

এণ্ড্রমাকী। তুমি যেন প্যারিসকে ভালোবাসো।

হেলেন। তারা যদি এতই সুনিশ্চিত যে প্যারিসকে আমি ভালোবাসি না তবে ওরা আমার চাইতে বেশী জানে।

এণ্ড্রমাকী। কিন্তু সত্যিই তো তুমি তাকে ভালোবাসো না। তুমি হয়তো তাকে ভালোবাসতে পারতে কিন্তু বর্তমানে তোমরা উভয়েই ভুল বোঝা-বুঝির মধ্যে বাস করছো।

হেলেন। আমি তার সঙ্গে সুখে শান্তিতে এবং পূর্ণ মতৈক্যের মধ্যে বাস করছি। আমরা পরস্পরকে এত ভাল করে বুঝি যে তুমি একে কেমন করে ভুল বোঝাবুঝি বলছো তা আমার কাছে অবোধ্য।

এণ্ড্রমাকী। ভালোবাসার মধ্যে কখনো পূর্ণ মতৈক্যের স্থান নেই। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জীবন কখনোই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির নয়। বিবাহ মিথ্যা কেহ

কি সত্য হোক, বিবাহের অংশটুকু সর্বত্রই এক। সেটা একটা মৌলিক বিরোধের। হেক্টর সবদিক থেকে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পছন্দের সঙ্গে তার পছন্দের কণামাত্র মিল নেই। সারাদিন হয় আমরা একে অন্যের ওপর এক হাত নিই নয়তো পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ করি। প্রেমিকের জীবনে পূর্ণ প্রশান্তির কোন অবকাশ নেই।

হেলেন। আর আমি যদি প্যারিসকে দেখা মাত্র ফ্যাকাশে হয়ে যেতাম, আমার চোখ পানিতে ভরে উঠতো, হাতের তেলো ঘামে ভিজে যেতো তাহলেই বুঝি মিনেলস খুশী হতেন, গ্রীকরা হ'ত সন্তুষ্ট এবং উল্লসিত?

এণ্ড্রমাকী। তখন গ্রীকরা কি ভাবতো না ভাবতো তাতে বিশেষ কিছু এসে যেতো না।

হেলেন। আর যুদ্ধও বুঝি কিছুতেই বাধতো না?

এণ্ড্রমাকী। সত্যই হয়তো যুদ্ধ আর বাধতো না। যদি তুমি তাকে ভালবাসতে তবে ভালোবাসাই হয়ত তার অন্য কোন সমকক্ষ, ঔদার্য কিম্বা বুদ্ধিকে ডেকে আনতো। কেউ না, এমনকি নিয়তি নিজেও খুব লঘুচিত্তে গভীর অনুরাগকে আক্রমণ করেন না। আর তার পরেও যদি যুদ্ধ বাধতো, আমার মনে হয় যে—

হেলেন। সে যুদ্ধ বুঝি অন্যরকম যুদ্ধ হ'ত?

এণ্ড্রমাকী। না, হেলেন, না। তুমি তো জানো এ যুদ্ধ কি রকম হবে। কোন সাধারণ বিরোধের জন্য নিয়তি কখনো এত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করে না। এই যুদ্ধের ওপরই সে আমাদের দেশের লোকদের, তাদের সমগ্র

চিন্তাধারার ভবিষ্যৎ নির্মাণের অভিলাষী। যদি পরস্পরের প্রতি সত্যি সত্যি অনুরক্ত একটি মানব ও মানবীর কাহিনীর ওপর আমাদের ভাবধারা ও ভবিষ্যত রচিত হয়, তাহ'লে সে খুব খারাপ হবে না। কিন্তু নিয়তি এখনও লক্ষ্য করে নি যে তোমরা প্রেমিক শুধু কাগজে কলমে, শুধু সরকারী ভাষ্যে। এক জোড়া কেতাবী প্রেমিকের জন্য আমরা কষ্ট স্বীকার করবো, মৃত্যুবরণ করবো, এ চিন্তা দুর্বিষহ। আগামী যুগের ঐশ্বর্য এবং বিপর্যয়ের ভিত্তি পরস্পরকে ভালোবাসে না এমনি দুটি নারী-পুরুষের তুচ্ছ কাহিনীর ওপর স্থাপিত হবে, এ চিন্তাও কষ্টকর।

হেলেন। যদি সবাই ভাবে যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি তাহ'লেই তো ব্যাপারটা একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

এণ্ড্রমাকী। কেউ তা ভাবছেনা, কিন্তু কেউ স্বীকার করবে না যে, সে তা ভাবছে না। যুদ্ধ যখন বাতাসে, তখন প্রত্যেকে একটা নতুন আবহাওয়ায় বাস করতে শেখে—সে আবহাওয়া মিথ্যার। সবাই তখন মিথ্যা কথা বলে। আমাদের বৃদ্ধরা কেউই সৌন্দর্যের পূজারী নন, তারা আত্মপূজারী, কুৎসিতের পূজারী। এবং গ্রীকদের যে রোষবহ্নি আমাদের ওপর বিকীর্ণ হচ্ছে তাও মিথ্যা। ঈশ্বর জানেন, তুমি প্যারিসকে নিয়ে কি করতে পারো তা দেখেই তারা কৌতুকে উচ্ছল। জাতীয় সঙ্গীতে মুখরিত, রঙীন কাগজের মালায় সুসজ্জিত, বন্দরের মুখে তাদের নৌযানসমূহও সমুদ্রের এক পরম মিথ্যা মাত্র।

আর হেক্টরের এবং আমার সন্তানের জীবনও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কপটতা ও ছলনার মধ্যেই কাটবে।

হেলেন। অতএব,

এণ্ড্রমাকী। আমি মিনতি করছি, হেলেন। দেখ আমি কি রকম করে তোমার গায়ের সংগে মিশে আছি যেন আমাকে ভালবাসার জন্য তোমার কাছে করুণ আবেদন জানাচ্ছি। প্যারিসকে ভালোবাসো! কিম্বা বলো যে আমার ভুল হয়েছে! বলো যে প্যারিস মারা গেলে তুমি আত্মহত্যা করবে! আমায় বলো যে প্যারিসের প্রাণ রক্ষার্থে তুমি নিজের সৌন্দর্যকে বিকৃত করতেও রাজী! তখন যুদ্ধকে আর অন্যায় অবিচার বলে মনে হবে না, মনে হবে কোন প্রলয়, কোন অভিশাপ।

হেলেন। তুমি ভয়ানক জ্বালাতন করছো আমাকে। আমার মনে হয় না যে আমার ভালোবাসার ধরনটা অত খারাপ। অবশ্য প্যারিস আমাকে দুমিনিটের জন্য ছেড়ে খেলতে কিম্বা মাছ ধরতে গেলেই আমি মূর্চ্ছা যাই না কিন্তু তার আদেশ আমার কাছে দুর্লংঘ্য মনে হয়, তার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মতো চুম্বকের ন্যায় এই আকর্ষণও এক ধরনের প্রেম। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম এবং বুক ভাঙা কান্না যেমন নিজেদের ধরনে, এই আকর্ষণও তেমনি তার নিজস্ব ভঙীতে এক প্রাচীন ও ফলপ্রসূ কামনা। নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে একটি তারা যেমন তৃপ্ত আমিও তেমনি এই ভালোবাসায় তৃপ্ত। এই আমার নিজস্ব

মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র। ওইখানেই আমি উজ্জ্বল হয়ে উঠি। ওই আমার নিঃশ্বাস নেবার পদ্ধতি, জীবনকে আলিঙ্গন করবার রূপ। এবং এই ভালোবাসা কি ধরনের সন্তান উপহার দেবে আমার পক্ষে তা অনুমান করাও কঠিন নয়ঃ দীর্ঘ সুঠাম দেহী, বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছেলেরা চিকন তাদের হাতের আঙ্গুল, ছোট ছোট তাদের নাক। আমি যদি একে ঈর্ষা, ভাবালুতা এবং উদ্বেগে পূর্ণ করে তুলি তাহ'লে কি লাভ হবে? এই পৃথিবী এমনিতেই যথেষ্ট অশান্ত, চঞ্চল। নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখো না।

এণ্ড্রমাকী। তাকে করুণায় পূর্ণ করে তোলো, হেলেন। একমাত্র সে-সাহায্যই পৃথিবীর প্রয়োজন।

হেলেন। যাক, এতক্ষণে আসল কথায়-এলে। এ অবশ্য আমি জানতাম। কথাটি এতক্ষণে উচ্চারিত হ'ল এই যা।

এণ্ড্রমাকী। কি কথা?

হেলেন। করুণার কথা। এ কথা তুমি অন্য কাউকে বলো। এব্যাপারে আমি তেমন সুবিধার নই।

এণ্ড্রমাকী। তার কারণ, দুঃখ কি তা তুমি জানো না।

হেলেন। হবে। এটাও সম্ভব যে আমি যারা অসুখী তাদেরকে নিজের সমগোত্রীয় বলেই মনে করি, তাদের স্বীকার করে নিই, এবং আমার স্বাস্থ্য, কি সৌন্দর্যকে তাদের দুঃখ-দুর্দশার চাইতে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করি না। এ আমার এক ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ বলতে পারো।

এণ্ড্রমাকী। এ কি রকম নাস্তিকের মত কথা বলছো, হেলেন?

হেলেন। আমার মনে হয় কোন মানুষ নিজেকে যে পরিমাণ করুণা করে, অপরকেও ঠিক সেই পরিমাণে করুণা করে। দুঃখ এবং কুশ্রীতার আয়নার ভেতর তারা তাকাতে পারে না। আমার নিজের জন্য কিন্তু আমার কোন করুণা নেই! তুমি দেখো, যদি সত্যই যুদ্ধ বাধে তবে তোমাদের চাইতে অনেক ভালোভাবে আমি অনাহার কিম্বা অন্যান্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবো। অবমাননাও। তুমি কি মনে কর আমি পাশ দিয়ে যাবার সময় ট্রোজান রমণীরা আমার সম্পর্কে যেসব উক্তি করে তা আমি শুনি না? আমার সঙ্গে ওরা একটা নোংরা মেয়ের মত ব্যবহার করে। ওরা বলে যে ওদের ধারণায় আমার যে রূপ তা নাকি সকালবেলাকার আলোতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। হয়ত ওদের কথাই সত্য, হয়ত নয়। কিন্তু কোনটাতেই আমার কিছু যায় আসে না।

এণ্ড্রমাকী। চুপ কর, হেলেন!

হেলেন। আর তোমার স্বামী যাকে আমার মাথার মধ্যকার রঙীন ছবির বই বলেন তার মধ্যে আমি অবশ্যই হেলেনের বহু চিত্র দেখতে পাই: হেলেন বুড়ো হয়ে গেছে, মোটা থলথলে, দাঁত নেই, রান্নাঘরে কুঁজো হয়ে বসে চুষে চুষে মিষ্টি খাচ্ছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই তার কাঁকড়ানো চামড়ার ওপর সাদা এনামেলের পলেস্তারা, স্পষ্ট দেখতে পাই মিষ্টিগুলোর নানা উজ্জ্বল বর্ণ কিন্তু তাতে আমার নিস্পৃহ উদাসীনতায় কিছুমাত্র ভাঙন ধরে না।

এণ্ড্রমাকী। আর কোন আশা নেই।

হেলেন। কেন? যুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যদি একটি আদর্শ দম্পতির অস্তিত্বই তুমি যথেষ্ট মনে কর, তাহ'লে তুমি আর হেক্টর তো রয়েইছো, এণ্ড্রমাকী।

(আজাক্সের প্রবেশ। তারপর হেক্টরের)

আজাক্স। কোথায় গেল সে? পালালো কোথায়? কাপুরুষ! একেবারে খাঁটি ট্রোজান।

হেক্টর। কাকে খুঁজছো?

আজাক্স। প্যারিসকে।

হেক্টর। আমি তার ভাই।

আজাক্স। চমৎকার পরিবার। আমি আজাক্স! তোমার নাম কি?

হেক্টর। আমার নাম হেক্টর।

আজাক্সা। ভেড়ুয়া হওয়া উচিত ছিল।

হেক্টর। হুঁ। গ্রীস তার কূটনীতিবিদদের পাঠিয়েছে দেখছি। কি চাও তুমি?

আজাক্স। যুদ্ধ।

হেক্টর। কোন আশা নেই। কেন যুদ্ধ চাও?

আজাক্স। তোমার ভাই হেলেনকে ধরে নিয়ে এসেছে, তাই।

হেক্টর। আমি শুনেছি যে ও স্বেচ্ছায় এসেছে।

আজাক্স। গ্রীক রমণী তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। সেজন্য তোমার কাছ থেকে অনুমতি নেবার দরকার করে না। প্যারিস্ তাকে হরণ করেছে। যুদ্ধের ওই একটি কারণ।

হেক্টর। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি।

আজাক্স। ট্রোজান, ক্ষমা প্রার্থনার কি মূল্য? তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ছি না।

হেক্টর। তোমরা ঘোষণা কর গিয়ে।

আজাক্স। ঠিক আছে, তাই করবো। আজ রাত থেকেই।

হেক্টর। মিথ্যে কথা। যুদ্ধ ঘোষণা তোমরা করবে না। আমরা যদি কোন প্রকারে দায়ী না হই তাহ'লে এই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপও তোমাদের সমর্থন করবে না। এবং আমাদের নিজেদের দায়ী করবার কোন অভিলাষ নেই।

আজাক্স। আমি যদি তোমাকে কাপুরুষ বলে গাল দিই তাহ'লে কি তুমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?

হেক্টর। সে গাল আমি স্বীকার করে নেব।

আজাক্স। এরকম অসামরিক প্রতিক্রিয়া আমি জীবনে দেখি নি। গ্রীসের জনগণ ট্রয় সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে সে কথা যদি বলি? যদি বলি যে তাদের ধারণায় ট্রয় পাপ এবং নির্বুদ্ধিতার একটা পচা ডোবা?

হেক্টর। ট্রয় বড় একগুঁয়ে। তবু তুমি তোমার যুদ্ধ পাবে না।

আজাক্স। যদি তার গায়ে থুতু দিই?

হেক্টর। দাও।

আজাক্স। যদি তোমাকে, ট্রয়ের একজন যুবরাজকে, আমি আঘাত করি?

হেক্টর। চেষ্টা করে দেখ।

আজাক্স। ট্রয়ের মিথ্যা অহঙ্কার আর কপট আত্মমর্যাদার একটা জঘন্য নিদর্শন তুমি! তোমার গালে যদি চপেটাঘাত করি, তবে?

হেক্টর। কর।

আজাক্স। (আঘাত করে) নাও। ওই মহিলা যদি তোমার স্ত্রী হন তবে নিশ্চয়ই তোমার জন্য গর্ব অনুভব করছেন।

হেক্টর। আমি জানি তিনি আমার জন্য গর্ব অনুভব করেন।

(ডেমোকসের প্রবেশ)

ডেমোকস। এখানে এত গোলমাল কিসের? এই মাতালটা কি চায়, হেক্টর?

হেক্টর। যা চায় তা সে পেয়েছে।

ডেমোকস। কি হচ্ছে এখানে, এণ্ড্রমাকী?

এণ্ড্রমাকী। কিছু না।

আজাক্স। কিছু না-র নিকুচি করি! একজন গ্রীক হেক্টরকে আঘাত করে আর হেক্টর তা নির্বিবাদে সহ্য করে যায়!

ডেমোকস। একথা কি সত্য, হেক্টর?

হেক্টর। সম্পূর্ণ মিথ্যা। কি বল, হেলেন?

হেলেন। গ্রীকরা মহা মিথ্যাবাদী, মানে, গ্রীক পুরুষেরা।

আজাক্স। দেখ, ওর এক গালের চাইতে অন্য গাল বেশী লাল। ওইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক বুঝি?

হেক্টর। হ্যাঁ, আমার ওইদিকের স্বাস্থ্য বেশী ভালো।

ডেমোকস। সত্যি কথা বল, হেক্টর। ও কি তোমার গায়ে হাত দেবার দুঃসাহস করেছে?

হেক্টর। সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার।

ডেমোকস। সেটা যুদ্ধের ব্যাপার। তুমিই ট্রয়ের প্রধান, অন্ততঃ নামে।

হেক্টর। ঠিক বলেছো। শুধু নামে যে প্রধান তাকে কেউ আঘাত করে না।

আজাক্স। তুমি কে হে, পশু কোথাকার ?...

ডেমোকস। আমি, আমি ডেমোকস, আকিকাওসের দ্বিতীয় পুত্র।

আজাক্স। আকিকাওসের দ্বিতীয় পুত্র ? কেমন আছেন আপনি ? বলুন তো, আকিকাওসের দ্বিতীয় পুত্রকে চপেটাঘাত করা কি হেক্টরকে চপেটাঘাত করার মতোই গুরুতর ব্যাপার নাকি ?

ডেমোকস। হ্যাঁ, ঠিক তাই, ব্যাটা পাঁড় মাতাল ! আমি হচ্ছি সিনেটের প্রধান। যদি যুদ্ধই তোমার আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে, আমৃত্যু সংগ্রাম যদি তুমি কামনা কর, তবে শুধু একবার চেষ্টা করে দেখ।

আজাক্স। বেশ। সে চেষ্টাই করে দেখি। (ডেমোকসকে চপেটাঘাত করে)

ডেমোকস। ট্রয়বাসী ! সৈন্যগণ ! কোথায় তোমরা ?

হেক্টর। চুপ কর, ডেমোকস।

ডেমোকস। অস্ত্র ধারণ কর ! ট্রয় আজ অপমানিত ! প্রতিশোধ নিতে হবে আমাদের।

হেক্টর। থাম বলছি।

ডেমোকস। আমি থামব না ! আমি চেঁচিয়ে সারা শহর জাগিয়ে তুলবো !

হেক্টর। একদম চুপ কর, নয়তো আমিও তোমায় আঘাত করবো।

ডেমোকস। প্রায়াম! আঙ্কিসেস! এসো, দেখে যাও ট্রয়ের লজ্জা কেমন করে হেক্টরের গণ্ডদেশে জ্বলছে।

(হেক্টর ডেমোকসকে আঘাত করে। আজাক্স হেসে ওঠে। এই দৃশ্য চলাকালীন প্রায়াম এবং সভাসদরা ইউলিসিসের অভ্যর্থনার জন্য নিজেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে সাজিয়ে নেয়, প্রস্তুত হয়)

প্রায়াম। চেঁচাচ্ছো কেন, ডেমোকস?

ডেমোকস। আমাকে মেরেছে।

আজাক্স। যাও, আকিকাওসের কাছে গিয়ে নালিশ কর।

প্রায়াম। কে তোমাকে মারলো?

ডেমোকস। হেক্টর! আজাক্স! আজাক্স! হেক্টর!

প্যারিস। কি বকছে ও? যত সব মাথা খারাপ।

হেক্টর। ওকে কেউ মারে নি। মেরেছে, হেলেন?

হেলেন। আমি খুব মন দিয়ে দেখছিলাম কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাই নি তো।

আজাক্স। ওর দু'গালের রংই একরকম।

প্যারিস। কবিরা প্রায়ই বিনা কারণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ওরা বলে প্রেরণা। এ থেকে আমরা বোধ হয় একটা নতুন জাতীয় সঙ্গীত লাভ করবো।

ডেমোকস। তোমাকে এর জন্য দাম দিতে হবে, হেক্টর।

অনেক কণ্ঠস্বর। ইউলিসিস! এই যে ইউলিসিস এখানে!

(আজাক্স স্নিগ্ধ চিত্তে হেক্টরের কাছে যায়)

আজাক্স। সাবাস! প্রচুর সাহসের পরিচয় দিয়েছো। মহৎ প্রতিপক্ষ। চমৎকার মার কিন্তু।

হেক্টর। আমার চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

আজাক্স। কায়দাটাও অপূর্ব! ঋজু কনুই। কব্জি একটু কোণাকুণি। কার্পাস এবং মেটাকার্পাসের জন্য নিরাপদ অবস্থান। আমার চাইতে তোমার চড়ের জোর নিশ্চয়ই অনেক বেশী।

হেক্টর। সন্দেহ আছে।

আজাক্স। তোমার কাঁধের হাড়কে কেন্দ্রবিন্দু করে ওই লৌহ বাহু দিয়ে নিশ্চয়ই তুমি অপূর্ব বর্শা ছুঁড়তে পারো।

হেক্টর। আশী গজ।

আজাক্স। আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। হেক্টর, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি আমার ভীতি প্রদর্শন ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি আমার চড়ও ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমাদের শত্রু অভিন্ন। তারা আকিকাওসের সন্তান। আমার মত আকিকাওসের পুত্রবৃন্দকে শত্রু মনে করে এমন কারো সঙ্গে আমি লড়াই করবো না। আর যুদ্ধের নামোচ্চারণ পর্যন্ত নয়। ইউলিসিসের মনে কি আছে আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করবো।

(ইউলিসিসের দিকে যায় এবং তাকে নিয়ে ফিরে আসে।)

এণ্ড্রমাকী। আমি তোমাকে ভালোবাসি, হেক্টর।

হেক্টর। (গাল দেখিয়ে) হ্যাঁ, কিন্তু এখনো চুমু খেওনা যেন।

এণ্ড্রমাকী। এই রাউণ্ড-ও জিতলে। ভরসা রাখো।

হেক্টর। সব রাউণ্ডই জিতছি। কিন্তু তবু প্রত্যেক জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার আমার হাত ফসকে পালিয়ে যাচ্ছে।

ইউলিসিস। প্রায়াম এবং হেক্টর?

প্রায়াম। হ্যাঁ। আর আমাদের পেছনে ট্রয়, ট্রয়ের শহরতলী, তার গ্রামাঞ্চল এবং তারপর হেলেসপন্ট।

ইউলিসিস। আমি ইউলিসিস।

প্রায়াম। ইনি আঞ্চিসেস।

ইউলিসিস। কূটনৈতিক আলোচনার পক্ষে এখানে বড় বেশী লোকের ভীড়।

প্রায়াম। আর এই যে, হেলেন।

ইউলিসিস। সুপ্রভাত, রাজমহিষী।

হেলেন। এখানে এসে আমার বয়স কমে গেছে, ইউলিসিস। আমি আবার রাজকুমারী হয়েছি।

প্রায়াম। তোমার বক্তব্য শোনবার জন্য আমরা প্রস্তুত।

আজাক্স। ইউলিসিস, তুমি প্রায়ামের সঙ্গে কথা বল। আমি হেক্টরের সঙ্গে কথা বলছি।

ইউলিসিস। প্রায়াম, আমরা হেলেনকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

আজাক্স। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, হেক্টর? এরকম ব্যাপার আমরা ঘটতে দিতে পারি না, তাই না?

ইউলিসিস। গ্রীস এবং মিনেলস প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য চীৎকার করছে।

আজাক্স। প্রতারিত স্বামী যদি প্রতিহিংসার জন্যও চীৎকার করতে না পারে তবে কি করতে পারবে?

ইউলিসিস। একঘণ্টার মধ্যে হেলেনকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও, নয়তো যুদ্ধ অবধারিত।

হেক্টর। কিন্তু যদি একঘণ্টার মধ্যে হেলেনকে আমরা ফিরিয়ে দিই তবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো যে শান্তি বিরাজ করবে?

আজাক্স। পূর্ণ শান্তি।

হেক্টর। এক ঘণ্টার মধ্যে হেলেন জাহাজে ফিরে গেলে ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্তি?

আজাক্স। হ্যাঁ, এবং সমস্ত ব্যাপারটাই সবাই ভুলে যাবো।

হেক্টর। আমার মনে হয় একটা সমঝোতায় আমরা অবশ্যই আসতে পারি, কি বল, হেলেন?

হেলেন। অবশ্যই।

ইউলিসিস। মানে? তোমরা হেলেনকে ফিরিয়ে দেবে বলছো নাকি?

হেক্টর। ঠিক তাই। ও প্রস্তুত।

আজাক্স। তার মালপত্রের কি হবে? আসবার সময় যা ছিলো ফিরে যাবার সময় নিশ্চয়ই তার চাইতে অনেক বেশী হয়েছে।

হেক্টর। সব মালপত্র সমেতই তাকে আমরা ফেরৎ দেব। এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি দেবে শান্তির। কোন রকম-প্রতিআক্রমণ নয়, কোন রকম প্রতিশোধ গ্রহণ নয়।

আজাক্স। একটি নারীহরণ, একটি নারী পুনঃপ্রাপ্তি। যেখান থেকে শুরু সেইখানেই প্রত্যাবর্তন! চমৎকার! কি বল, ইউলিসিস?

ইউলিসিস। এক মিনিট। আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। প্রতিআক্রমণ হবে না, এ বলবার আগে আমাদের নিশ্চিত জানা দরকার যে প্রতিআক্রমণের কোন সঙ্গত কারণ ঘটে নি। আমাদের নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা দরকার যে

মিনেলসের কাছ থেকে হেলেনকে যেমন অবস্থায় ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখন ফেরৎ পাবার মুহূর্তে মিনেলস তাকে অবিকল ঠিক সেই অবস্থাতেই পাবেন।

হেক্টর। তিনি কোন পার্থক্য আবিষ্কার করবেন কি ভাবে ?

ইউলিসিস। দুনিয়াজোড়া কুৎসা যখন কোন স্বামীকে সজাগ করে তোলে তখন তার অনুভব ক্ষমতা বড্ড বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। প্যারিস যদি হেলেনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থেকে থাকে—

জনতা। শ্রদ্ধাশীল ? হা, হা !

একটি স্বর। ঠিক বোধ হয় শ্রদ্ধাশীল বলা চলে না !

হেক্টর। যদি প্যারিস সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধ ব্যবহার করে থাকে ?

ইউলিসিস। এ-আলোচনায় কি লাভ, হেক্টর ?

হেক্টর। প্যারিস হেলেনকে স্পর্শ করে নি। ওরা দুজনেই আমাকে সব খুলে বলেছে।

ইউলিসিস। এ আবার কি অবিশ্বাস্য কাহিনী ?

হেক্টর। একথা সত্য, তাই না, হেলেন ?

হেলেন। তোমার কাছে এটা আশ্চর্য মনে হচ্ছে কেন ?

একটি স্বর। কী সাংঘাতিক ! এতে যে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে !

হেক্টর। ইউলিসিস, তুমি হাসছো কেন ? হেলেন তার কর্তব্যে অবহেলা করেছে তার কি সামান্যতম চিহ্ন দেখছো ?

ইউলিসিস। দেখার চেষ্টা করছি না আমি। হাঁসের পিঠে যেমন পানির দাগ থাকে না, রমণীর দেহেও তেমনি অসম্মানের কোন চিহ্ন থাকে না।

প্যারিস। রাণীর সঙ্গে কথা বলছো তুমি !

ইউলিসিস। জানা কথা যে উপস্থিত রাণীদের বাদ দিয়েই কথা হচ্ছে। তাহ'লে, প্যারিস, তুমি এই রাণীকে ধরে নিয়ে গেছো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় এবং অনুমান করছি, তোমার ঢাল তলোয়ার বর্ম নিয়েও তুমি পানিতে নামো নি। আর এসব সত্ত্বেও তোমার মনে কোন কামনা বা বাসনা জাগ্রত হয় নি, কি বল?

প্যারিস। বিবস্ত্রা রাণী তার আপন মর্যাদাতেই আচ্ছাদিতা।

হেলেন। তাকে শুধু সে কথা স্মরণ রাখলেই হয়।

ইউলিসিস। ক'দিন লেগেছিলো তোমাদের এখানে আসতে? আমার জাহাজ তোমাদের চাইতে দ্রুতগামী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের তিন দিন লেগেছে।

বহু কণ্ঠে। ট্রোজান নৌবাহিনীর প্রতি এ-অপমান অসহ্য!

একটি স্বর। তোমাদের বায়ু দ্রুতগামী, জাহাজ নয়।

ইউলিসিস। বেশ, বেশ, না হয় ধরলাম যে তোমাদেরও তিন দিন লেগেছে। এতিন দিন রাণী কোথায় ছিলেন?

প্যারিস। সামনের পাটাতনে, 'ডেকে' শুয়ে ছিলেন।

ইউলিসিস। আর প্যারিস কোথায় ছিলো? সে বুঝি মাস্তুল-মঞ্চে বসে ছিলো?

হেলেন। আমার পাশে শুয়ে ছিলো।

ইউলিসিস। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো বুঝি? নাকি গোল্‌ডফিস ধরছিলো?

হেলেন। মাঝে মাঝে আমাকে পাখা করছিলো।

ইউলিসিস। তোমাকে একবারও স্পর্শ না করে?

হেলেন। একদিন, আমার মনে হয় সেটা দ্বিতীয় দিন, আমার হাতে চুমু খেয়েছিলো।

ইউলিসিস। হাতে! ও! তার ভেতরকার পশুর আকস্মিক বিদ্রোহ বুঝি?

হেলেন। আমি ভাবলাম ওটা লক্ষ্য না করাই শোভন হবে।

ইউলিসিস। জাহাজের দোলানি তোমাদের একে অন্যের দিকে ঠেলে দেয় নি? ট্রোজান জাহাজ দোলে একথা বললে বোধ হয় ট্রোজান নৌবাহিনীকে অপমান করা হবে না? কি বল?

একটি কণ্ঠ। আমাদের জাহাজ দুললেও তোমাদের জাহাজের মত অমন হাবুডুবু খায় না!

আজাক্স। হাবুডুবু খায়? আমাদের গ্রীক জাহাজ? আমাদের জাহাজকে যদি হাবুডুবু খাবার মত দেখায় তার কারণ ওর সামনের দিক উঁচু আর পিছন দিক বিস্তৃত।

একটি কণ্ঠ। যা বলেছো! উদ্ধত মুখ আর চ্যাপ্টা পাছা, যথার্থ গ্রীক বটে।

ইউলিসিস। তারপর যে তিনরাত ধরে জাহাজ সমুদ্রের বুকে ভাসলো তার কি? তিন তিন বার এই যুগল মূর্তির ওপর দিয়ে নীহারিকা উঠলো নীহারিকা ডুবলো। সে তিন রাতের কোন কথাই কি তোমাদের মনে নেই?

হেলেন। জানি না। ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। আকাশের তারা সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছি আমি ওই সময়।

ইউলিসিস। যখন ঘুমিয়ে ছিলে তখন বোধ হয় ও তোমাকে……

হেলেন। একটা মশা পর্যন্ত আমায় জাগিয়ে দেয়।

হেক্টর। তুমি যদি চাও, ইউলিসিস, তবে ওরা দুজনেই আমাদের দেবী এ্যাফ্রোডাইটের নামে শপথ করে তোমাকে একথা বলবে।

ইউলিসিস। তার দরকার নেই। এ্যাফ্রোডাইটকে আমি চিনি। শপথ করে মিথ্যা বলাতেই তাঁর আনন্দ।—তোমরা কিন্তু আমাকে এ এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালে। দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ট্রোজানদের সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা ছিলো এবার তা নিঃসন্দেহে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

প্যারিস। কেন? দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ট্রোজানদের সম্পর্কে কি ধারণা ছিলো?

ইউলিসিস। তারা সবাই ভাবতো যে তোমরা আমাদের মতো ব্যবসা-বানিজ্যে পটু নও, কিন্তু দেখতে সুপুরুষ এবং আকর্ষণে দুর্বার। মানুষের ব্যবহার-বিদ্যার অনুশীলনে এটা নিঃসন্দেহে একটা নতুন রকম সংযোজন বলে আদৃত হবে। হেলেনকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও তাকে শ্রদ্ধা করার স্বপক্ষে তোমার কি যুক্তি ছিলো কে জানে!

প্যারিস। আমি···আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম।

হেলেন। ভালোবাসা কি বস্তু তা যদি না জানো তবে, ইউলিসিস, তোমার পক্ষে এই আলোচনায় অগ্রসর না হওয়াই ভালো।

ইউলিসিস। সত্যি কথা বলো, হেলেন, তুমি যদি আগে জানতে যে ট্রোজানরা এই রকম পুরুষত্বহীন তবে কিছুতেই ওর সঙ্গে আসতে না।

বহু কণ্ঠে। লজ্জা! লজ্জা! মারো ব্যাটাকে! তোমাদের মেয়েদের একবার এখানে নিয়ে এসো তাহ'লে বুঝতে পারবে, নানীদেরও আনো।

ইউলিসিস। আমি ঠিক পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারি নি। আমি প্যারিসের কথাই বলছিলাম। সুদর্শন প্যারিস পুরুষত্বহীন।

একটি স্বর। তুমি কথা বলছো না কেন, প্যারিস? তুমি কি আমাদের সারা দুনিয়ার উপহাসের পাত্র বানাতে চাও?

প্যারিস। হেক্টর, দেখছো, আমার পক্ষে কি রকম একটা বিশ্রী পরিস্থিতি গড়ে উঠছে!

হেক্টর। আর কয়েক মিনিট মাত্র সহ্য করতে হবে। হেলেন, তাহ'লে বিদায়। আশা করি তোমার দুর্বলতার মতো এবার তোমার সতীত্বের দৃষ্টান্তও প্রবাদ বাক্যে পরিণত হবে।

হেলেন। সে নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। মহাকাল সর্বদাই আমাদেরকে যার যার যোগ্য স্বীকৃতি দান করে থাকেন।

ইউলিসিস। পুরুষত্বহীন প্যারিস! নামটা বেশ ভালোই শোনায়, কি বল? হেলেন, ইচ্ছে করলে প্যারিসকে একবার একটা চুমু খেতে পারো।

প্যারিস। হেক্টর।

প্রধান মাল্লা। আর কতক্ষণ এই তামাসা বরদাস্ত করবেন আপনি?

হেক্টর। থামো! এইখানে আমি কর্তা।

মাল্লা। কর্তার কর্তব্য আপনি জঘন্য ভাবে পালন করছেন! আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। প্যারিসের নিজস্ব মাঝি-মাল্লারা, আমরা তোমায় বলছি, ইউলিসিস, প্যারিস তোমার রাণীর সঙ্গে কি করেছেন!

বহু কণ্ঠে। সাবাস! বলো! শুনিয়ে দাও ইউলিসিসকে।

প্রধান মাল্লা। ভ্রাতার আদেশে তিনি এখন নিজেকে বলিদান করছেন। আমি ওই জাহাজে কর্মচারী ছিলাম। আমি সব দেখেছি।

হেক্টর। তুমি ভুল দেখেছো।

প্রধান মাল্লা। বাঃ, আপনি কি ভাবেন যে ট্রোজান নাবিক কি দেখে তা সে জানে না? তিরিশ গজ দূর থেকে আমি বলে দিতে পারি গাংচিলটা পুরুষ না মাদী? ওলপাইডিস, এদিকে এসো। ওলপাইডিস ছিলো ওপরে মাস্তুলের কাছে। ওপর থেকে সে সব দেখেছে। আর আমি ছিলাম নীচে নামার সিঁড়ির ওপর। ওরা দুজন এবং আমার মাথা ছিলো সমান রেখায়। ঠিক খাটের ধার ঘেঁষে ঝুলে থাকা বিড়ালের মতো। ওকে সব কথা শুনিয়ে দেবো, ট্রয়বাসীরা?

হেক্টর। চুপ করো!

বহু কণ্ঠে। বলো! বলো! সব শুনিয়ে দাও ওকে!

প্রধান মাল্লা। জাহাজে ওঠার পর দুমিনিটও তর সয় নি তাদের, তাই না, ওলপাইডিস?

ওলপাইডিস। রাণী পানি থেকে উঠে এসেছিলেন, তাঁর গা মুছতে এবং চুল আঁচড়াতে যতটুকু সময় লেগেছিলো শুধু ততটুকু। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে তাঁর কপালের ওপর থেকে ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত প্রসারিত সীঁথির রেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

প্রধান মাল্লা। প্যারিস সব্বাইকে নীচে হোল্ডের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়। শুধু আমাদের দুজনকে তিনি দেখতে পান নি।

ওলপাইডিস। চালকবিহীন জাহাজ এলোমেলোভাবে উত্তর দিকে ভেসে চললো। কোন হাওয়া ছিল না, তবু পালগুলো সব ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো।

প্রধান মাল্লা। আমি যেখানে লুকিয়েছিলাম সেখান থেকে আমার চোখে শুধু একটি দেহের সীমারেখা পড়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমি যা দেখলাম তা দুটি দেহের আকৃতির মতো, গমের এবং বাজরার রুটি যেন উনুনের ওপর একসঙ্গে ভাজা হচ্ছে।

ওলপাইডিস। কিন্তু ওপর থেকে আমার চোখে বেশীরভাগ সময় যা পড়ছিলো তা দুটি নয়, একটি দেহ। সে দেহ কখনো ফর্সা, কখনো সোনালী।

প্রধান মাল্লা। এই তো গেল তোমার পুরুষত্বহীনতা নমুনা! আর সশ্রদ্ধ, নিঃশব্দ প্রেম এবং অনুচ্চারিত অনুরাগ সম্পর্কে তোমার গোপনমঞ্চ থেকে তুমি যা যা শুনেছো তাও ওকে একবার শুনিয়ে দাও। মেয়েদের কথা ওপরদিকে ভেসে ওঠে আর পুরুষদের গলার স্বর মাটিতে বসে যায়। প্যারিস কি কি বলেছেন সেটা আমি শোনাবো।

ওলপাইডিস। রানী ওঁকে আমার ছোট্ট কোকিলা, আমার সোনার হরিণী বলে সাদর প্রেমসম্ভাষণ করেছেন।

প্রধান মাল্লা। আর প্যারিস গুঞ্জন করেছে, তুমি আমার সিংহ, তুমি আমার চিতা। গভীর প্রণয়াবেগের জন্যই ওরা পরস্পরের লিঙ্গ পরিবর্তন করে নেয়। এটা এমন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ওলপাইডিস। তারপর হেলেন বলেছেন : তুমি আমার ওক-বৃক্ষ। দুহাত প্রসারিত করে আমি যখন তোমাকে আলিঙ্গন করি তখন মনে হয় তুমি একটা ওক-বৃক্ষ। সমুদ্রের বুকে বোধ হয় গাছের কথাই মনে জাগে।

প্রধান মাল্লা। আর প্যারিস বলেছে, 'তুমি আমার শিহরিত রূপালী বার্চ্চ-বৃক্ষ'। বার্চ্চ কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওটা রাশিয়ান গাছ।

ওলপাইডিস। সারা রাত আমাকে ওই মাস্তুলের মাথায় কাটাতে হয়েছে।

প্রধান মাল্লা। শেষে ডেক থেকে উঠে তারা যখন ঘুমুতে গেল তখন পা তাদের টলছে। ট্রোজান পুরুষত্বহীনতার সংস্পর্শে এলে তোমার বউ পেনীলোপেরও ওই অবস্থা হবে।

বহু কণ্ঠে। সাবাস! বেড়ে বলেছো!

একটি মেয়ের গলা। জয় হোক প্যারিসের!

একটি উৎফুল্ল পুরুষকণ্ঠ। প্যারিসের ধন প্যারিসের হাতে তুলে দাও।

হেক্টর। এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাই না, হেলেন?

ইউলিসিস। হেলেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে।

হেলেন। ওরা যে আমার সম্পর্কে কথা বলছিলো তা ভুলে গিয়েছিলাম। কথাগুলো এমন বিশ্বাসযোগ্য শোনাচ্ছিলো!

ইউলিসিস। ওরা মিথ্যা বলেছে, এমন কথা বলতে তুমি সাহস কর, প্যারিস?

প্যারিস। কোন কোন বিশদ বর্ণনার ক্ষেত্রে বলেছে বৈকি?

প্রধান মাল্লা। মোটামুটি বর্ণনায় নয়, বিশদ বর্ণনাতেও নয়। আমরা একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। বলেছি, ওলপাইডিস?

আপনি অস্বীকার করতে পারেন যে ওইসব ভালোবাসার কথাগুলো আপনি বলেন নি? 'চিতা' সম্ভাষণ আপনি করেন নি?

প্যারিস। বিশেষ করে 'চিতা'তে আমি আপত্তি করছি না।

প্রধান মাল্লা। ও, তাহ'লে বার্চ্চ-বৃক্ষের কথা বলছেন? 'শিহরিত রূপালী বার্চ্চ-বৃক্ষ', এইটেই বুঝি আপনাকে বিব্রত করে তুলেছে? কিন্তু, এখন ভালো লাগুক আর না লাগুক, তখন আপনি এই কথাটিই ব্যবহার করেছিলেন। আমি শপথ করে একথা বলতে পারি। আর তাছাড়া বার্চ্চ-বৃক্ষ কথাটির মধ্যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবার কি আছে? কাস্পিয়ান সাগরতীরে শীতের সময় এইসব রূপালী বার্চ্চ গাছকে আমি বরফের গায়ে কেঁপে উঠতে দেখেছি। তাদের গায়ের কালো ছালের চাকতিগুলো যেন একটা শূন্যতার গোল গোল চাকতি দ্বারা ফাঁক ফাঁক করে দূরে সরানো। অবাক লাগতো ভাবতে যে গাছের শাখাগুলো কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড গরমের সময় আস্ট্রাখানের খালের পাড়েও আমি তাদের দেখেছি। তাদের গায়ের সাদা সাদা চাকতিগুলো তখন দেখাতো তাজা ব্যাংএর ছাতার মতো। গাছের পাতাগুলো আমার সঙ্গে আলাপ করতো, আমাকে ইশারা করতো। তারা কাঁপতো, ওপরে সোনা-রঙ, নীচে রূপালী সাদা, দেখে আমার হৃদয় গলে যেতো। আমি তখন স্ত্রীলোকের

মতো কাঁদতে পারতাম, তাই না, ওলপাইডিস? বার্চ্চ গাছ সম্পর্কে এই আমার মনের অনুভূতি।

জনতা। ব্র্যাভো! ব্র্যাভো!

অন্য একজন নাবিক। আর শুধু ওলপাইডিস এবং প্রধান মাল্লাই যে দেখেছে তা নয়, প্রায়াম। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে, সিঁড়ির ফোঁকরের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে, মাঝি-মাল্লাদের সব্বাই ব্যাপারটা দেখেছে। গোটা জাহাজটাই একটা বিরাট চোরাচোখে পরিণত হয়েছিলো।

তৃতীয় নাবিক। ভালোবাসা দেখছিল চুরি করে।

ইউলিসিস। তাহ'লে শেষে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো, হেক্টর।

হেক্টর। চুপ করো। তোমরা সবাই চুপ করো।

প্রধান মাল্লা। বেশ, পারেন তো এঁকে চুপ করান।

(আকাশে আইরিসের আবির্ভাব হয়)

জনতা। আইরিস! আইরিস!

প্যারিস। আপনাকে কি এ্যাফ্রোডাইট পাঠিয়েছেন?

আইরিস। হ্যাঁ। এফ্রোডাইট আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাদের বলতে বলেছেন যে প্রেমই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আইন। যা কিছু প্রেমকে শক্তিশালী করে তোলে, তা যদি মিথ্যা, লোভ, কি বিলাসও হয়, তবু তা পবিত্র। রাজাধিরাজ থেকে মেষপালক, সব প্রেমিককেই তিনি তাঁর নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় দেন। এবং, হেক্টর ও ইউলিসিস, তিনি তোমাদের নিষেধ করেছেন প্যারিসকে হেলেনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য।

প্যারিস এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ। তোমায় ধন্যবাদ, আইরিস।

হেক্টর। প্যালাস এথেনী কিছু বলে পাঠান নি?

আইরিস। হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন। প্যালাস এথেনী তোমাদের বলতে বলেছেন যে যুক্তিই হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আইন। তিনি আমাকে জানাতে বলেছেন প্রেমিক মাত্রই বিচারবুদ্ধিরহিত। তোমাদের কাছ থেকে তিনি সত্যি সত্যি জানতে চান রাতার মুরগীর সঙ্গে কিম্বা মাছির সঙ্গে সঙ্গম করার চাইতে হাস্যকর আর কি আছে। আর, হেক্টর এবং ইউলিসিস, তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন হেলেনকে কুঞ্চিতকেশ প্যারিসের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য।

হেক্টর এবং রমণীরা। তোমায় ধন্যবাদ, আইরিস।

প্রায়াম। কিন্তু, পুত্র আমার, এ পৃথিবী যিনি শাসন করেন তিনি এ্যাফ্রোডাইট নন, তিনি প্যালাস এথেনী নন। এই নিশ্চয়তার কালে জিয়াস আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন?

আইরিস। দেবতাদের প্রভু জিয়াস আমাকে বলতে বলেছেন যে যারা এই পৃথিবীতে প্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখে না আর যারা এই পৃথিবীতে আদপেই প্রেম দেখে না, তারা উভয়েই সমান নির্বোধ। তিনি তোমাদের জানাতে বলেছেন যে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কোন কোন সময় প্রেম করা এবং অন্য সময় প্রেম না করা। হেক্টর এবং ইউলিসিসকে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হ'ল হেলেন এবং প্যারিসকে বিচ্ছিন্ন না করেও বিচ্ছিন্ন করা।

তিনি মীমাংসাকারীদের মুখোমুখি রেখে বাকী আর সবাইকে এই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ দিয়েছেন। তারা এমনভাবে ব্যাপারটির ফয়সলা করুক যেন যুদ্ধ না হয়। নতুবা, তিনি শপথ করে বলেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য।

(আইরিসের প্রস্থান)

হেক্টর। বান্দা হাজির, ইউলিসিস।

ইউলিসিস। আমিও হাজির, হেক্টর।

(সকলের প্রস্থান)

(আকাশের গায়ে একটা বিরাট রামধনু দেখা দেয়)

হেলেন। আশ্চর্য আইরিস! ঠিক তার স্কার্ফটা ফেলে গেছে।

হেক্টর। এইবার আসল টানা-পোড়েন, ইউলিসিস।

ইউলিসিস। হ্যাঁ। এর ফলাফলের ওপরই নির্ভর করবে, যুদ্ধ, না, শান্তি, কি আমরা পাবো।

হেক্টর। আমরা কি যুদ্ধই পাবো?

ইউলিসিস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তা আমরা জানতে পারবো।

হেক্টর। এ যদি কথার যুদ্ধ হয় তবে আমার আশা খুবই অল্প।

ইউলিসিস। আমার মনে হয় কথার চাইতে ওজনের যুদ্ধ হবার সম্ভাবনাই বেশী। মনে হচ্ছে যেন দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে তুমি আরেক দিকে আমি। কার কিরকম ওজন সেই বুঝেই শেষ নিস্পত্তি হবে।

হেক্টর। দাঁড়ি-পাল্লায় আমাদের ওজন বুঝে? আমার ওজন কি ইউলিসিস? আমার ওজন একটি যুবক, একটি যুবতী আর একটি অ-জাত শিশু। আমার ওজন প্রাণের

আনন্দ, জীবনের বিশ্বাস, যা কিছু স্বাভাবিক ও শুভ তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া।

ইউলিসিস। আর আমার ওজন হচ্ছে একটি অভিজ্ঞতাপুষ্ট পুরুষ যার স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, যার ছেলের উচ্চতার পরিমাণ আমি প্রতিমাসে প্রাসাদের দরজার গায়ে দাগ কেটে কেটে করি। আমার ওজন বেঁচে থাকার আনন্দ, জীবন সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস।

হেক্টর। শিকার, সাহস, বিশ্বস্ততা এবং প্রেম।

ইউলিসিস। দেবতা, মানুষ এবং সব কিছুরই সামনে চতুর বিচক্ষণতা।

হেক্টর। ফ্রিজিয়ান ওক-বৃক্ষ, পাতায় ভর্তি, মোটাগুড়ি ওক-বৃক্ষ, আমাদের রোমশ ষাঁড়ের সঙ্গে আমাদের পাহাড়ে পাহাড়ে যার অজস্র ফলন।

ইউলিসিস। জলপাইগাছের শক্তি, জলপাইগাছের প্রজ্ঞা।

হেক্টর। আমার ওজন বাজপাখীর। আমি সোজা সূর্যের পানে তাকাই।

ইউলিসিস। আমার ওজন পেঁচকের।

হেক্টর। আমার ওজন এই গোটা গরীব চাষী জাতটার, খেটে খাওয়া কারিগরের হাজার হাজার লাঙল আর তাঁতের, খন্তি আর কুড়ালের।…তবু কেন জানি না, তোমার সামনে এতসব জিনিস দাঁড়িপাল্লায় চাপালে, মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হয় এরা কী হাল্কা, কী হাল্কা!

ইউলিসিস। আমার ওজন এই তীরাঞ্চল সমূহের, এই দ্বীপপুঞ্জের অমলিন, সহানুভূতিহীন হাওয়া।

হেক্টর। আর কেন? পাল্লা তোমার দিকে ঝুঁকেছে।

ইউলিসিস। আমার দিকে? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

হেক্টর। তুমি যুদ্ধ চাও?

ইউলিসিস। আমি চাই না। কিন্তু যুদ্ধ যে আমাদের চায় না, সে সম্পর্কে আমি অতটা নিশ্চিন্ত নই।

হেক্টর। তাকে যেন আমরা রোধ করতে পারি সে উদ্দেশ্যেই আমাদের জনগণ আমাদেরকে একত্রিত করেছে। আমাদের এই সাক্ষাৎই, এখনো যে কিছু আশা আছে, তার প্রমাণ।

ইউলিসিস। তোমার এখনও বয়স কম, হেক্টর! সব যুদ্ধের পূর্বেই কোন নির্বিরোধ শান্ত পল্লীগ্রামে হ্রদের ধারে বাগানের চত্বরে, দুইপক্ষের জনগণের দুই নেতৃবৃন্দের এধরনের সাক্ষাৎ একটা অত্যন্ত সাধারণ প্রচলিত ব্যাপার। সেখানে উভয়ে হ্রদের বুকে ভাঙা ভাঙা প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'ন যে যুদ্ধ পৃথিবীর জঘন্যতম অভিশাপ। ম্যাগনোলিয়ার পাঁপড়ি তাদের কাঁধের ওপর ঝরে পড়ে। তাদের দুজনকেই দেখায় পরম শান্তিপ্রিয়, বিনম্র, হৃদ্যতায় পূর্ণ। তারা পরস্পরকে ভালো করে দেখে, উভয়ে উভয়ের চোখের ভেতর তাকায়। আর সূর্যের উত্তাপে প্রাণবন্ত, সুপেয় মদ্যপানে স্নিগ্ধঅন্তর তারা পরস্পরের মুখে ঘৃণার স্বপক্ষে কিছু দেখতে পায় না, বস্তুতঃ, এমন কিছুই দেখতে পায় না যা নাকি মানুষের মনের স্নেহ মমতাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাদের পরস্পরের ভাষার মধ্যে পর্যন্ত

আর কোন বিভেদ নেই। গরমিল নেই তাদের নাক চুলকাবার বিশেষ ভঙ্গিতে কিম্বা মদ্যপানের পদ্ধতিতে। তারা যেন শান্তি বিকীর্ণ করে, সারা পৃথিবীর শান্তির জন্য যে আকাঙ্খা তা যেন তাদের মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়। এবং সাক্ষাৎ শেষ হবার পর, গভীর আন্তরিকতা ও প্রীতির সাথে তারা পরস্পরের করমর্দন করে, ফিরে তাকিয়ে হাসে, হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের নিজের পথে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যায়। এবং পরদিন যুদ্ধ বাধে। এই মুহূর্তে আমাদের দুজনেরও সেই অবস্থা। আমাদের দুপক্ষের জনতা এই সম্মেলন চলাকালীন কথাটি না বলে সরে গিয়েছে। কিন্তু যা অবধারিত তার বিরুদ্ধে আমরা জয়ী হব সে প্রত্যাশা তাদের নেই। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের, তারা শুধু পূর্ব ক্ষমতা দিয়ে গেছে বিপর্যয়ের উর্ধ্বে দাঁড়াবার, শত্রুর মৌলিক ভ্রাতৃত্ববোধের রসাস্বাদন করবার। স্বাদ নাও এর, হেক্টর। এ অতি দুর্লভ বস্তু। আস্বাদ গ্রহণ কর। কিন্তু ওই পর্যন্তই। যারা বড় তাদের একটি সুবিধা হচ্ছে চত্বরে দাঁড়িয়ে বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা।

হেক্টর। তুমি কি মনে কর আমাদের এটা দুই শত্রুর আলাপ হচ্ছে ?

ইউলিসিস। আমি বলবো পূর্ণ ঐকতানের পূর্বের দ্বৈত-সঙ্গীত। যেহেতু আমরা বুদ্ধিমান এবং ভদ্র সেইহেতু যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঘণ্টাখানেক আগে দুই সুপ্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো আমরা এইভাবে কথা বলতে পারছি, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার অনেকদিন পরও ঠিক যে ভাবে আমরা কথা

বলবো। আমরা শুধু সংগ্রামের পরের মিলনচুক্তি যুদ্ধের আগেই সম্পন্ন করছি। হয়তো এটা অবিজ্ঞজনোচিত। যদি আমাদের একজনকে কাউকে অন্যজনকে হত্যাকরতে হয় তখন মৃতদেহের মাটিতে লুটিয়ে পড়বার মুহূর্তে তাকে বন্ধুর মুখ বলে না চিনতে পারলেই ভালো হ'ত। কিন্তু বিশ্বচরাচরও ভালো করেই জানেন আমাদের সংগ্রাম না করে গত্যন্তর নেই।

হেক্টর। কিন্তু বিশ্বচরাচরও ভুল করতে পারেন। ভুলকে চিনবার একটা পথ হচ্ছে এই যে ভুল সার্বজনীন।

ইউলিসিস। তা-ই আশা করা যাক। কিন্তু নিয়তি যখন কোন দুটি জাতিকে একই রকম আবিষ্কার ও ক্ষমতার ভবিষ্যত পথে চালিত করেন, যেমন বছরের পর বছর ধরে তিনি তোমার এবং আমার জাতিকে করেছেন. এবং তারপর দুজনকে মূল্যাবোধের দুটি ভিন্ন মানদণ্ড দেন (যা আমরা এইমাত্র আনন্দের বিরুদ্ধে আনন্দ, বিবেকের বিরুদ্ধে বিবেক, এমনকি প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রকৃতিকে দাঁড়ি-পাল্লায় চাপিয়ে ওজন করে দেখলাম), যখন স্থপতিবিদ, কবি এবং চিত্র শিল্পীরা ধ্বনি, রূপ এবং সূক্ষ্ম কারুকলার পরস্পরবিরোধী পৃথক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, যখন আমরা দেখতে পাই একটি ট্রোজান টালির ছাদ, থীবান অর্দ্ধবৃত্ত, ফ্রিজীয়ন লাল রঙ এবং গ্রীক নীল রঙ তখন বিশ্বচরাচর স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে নিয়তি এতকাল দুটি সভ্যতাকে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রস্ফুটিত করবার সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি চেষ্টা করছিলেন মৃত্যুযজ্ঞের, মানুষের পৈশাচিকতা এবং নির্বুদ্ধিতার দুয়ার উন্মুক্ত

করে দেবার, একমাত্র যা দেবতাদের সত্যিকার তৃপ্তি এবং সন্তোষ দান করে। আমি স্বীকার করি কোন কিছু অনুষ্ঠিত করবার এ অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা। কিন্তু আমরা, তুমি আর আমি, দুটি রাষ্ট্রের প্রধান। আমরা নিজেদের মধ্যে বলতে পারি, নিয়তির কোন কিছু অনুষ্ঠিত করবার পন্থা, অনিবার্যভাবেই এই।

হেক্টর। এবং এবারে নিয়তি গ্রীসকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন?

ইউলিসিস। আজ সকাল পর্যন্তও আমার মনে সন্দেহ ছিলো। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে তোমাদের অবতরণ-মঞ্চে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সব সন্দেহ কেটে যায়।

হেক্টর। অর্থাৎ তুমি মনের মধ্যে ঠিক বুঝলে যে এবার শত্রুভূমিতে পা দিলে?

ইউলিসিস। কেন তুমি বারবার শত্রু কথাটার ওপর জোর দিচ্ছো? জন্মশত্রুরা কখনো যুদ্ধ করে না। যে সব জাতিকে দেখে মনে হবে যে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যই তৈরী, যাদের গায়ের রঙ, ভাষা, গন্ধ সব পরস্পরবিরোধী, সারাক্ষণ যারা একে অন্যকে ঈর্ষা করছে, ঘৃণা করছে, দেখবে তাদের মধ্যে কখনো যুদ্ধ বাধে না। সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং বিরোধ তুমি দেখবে, সেইসব জাতির মধ্যে ভাগ্যদেবতা যাদেরকে একই যুদ্ধের জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছেন, প্রস্তুত করে তুলেছেন।

হেক্টর। আর, তুমি মনে কর, আমাদের এই গ্রীক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে?

ইউলিসিস। আশ্চর্যরকম ভাবে। ঠিক প্রকৃতি যেমন দু'ধরনের পতঙ্গকুলের মধ্যে আসন্ন সংঘাতের চিহ্ন দেখামাত্র তাদেরকে পরস্পরের মুখোমুখি পিঠাপিঠি একই রকম দুর্বলতা ও আক্রমণাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত করে তোলে তেমনি আমাদের উভয়কে, পরস্পর থেকে বহু দূরে বাস করা স্বত্বেও, আমাদের একান্ত অজান্তে, আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পর্যন্ত উদ্রেক না করে, এমন একটা স্তরে তুলে আনা হয়েছে যেখানে যুদ্ধ অনিবার্য। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, আমাদের আচার ব্যবহার সব একেবারে পিঠাপিঠি মিলে যায়, খাঁজে খাঁজে খাপ খেয়ে যায় ছাদের কড়ি বর্গার মতো। আমাদের মনে দুনিয়ার আর কোন মেয়ে, তোমাদের মেয়েদের মতো, তোমাদের স্ত্রী এবং কন্যাদের মতো, এত কম উন্মত্ততা বা বাসনা জাগ্রত করে না। তারা আমাদের হৃদয়ে এমন একটা তীব্র আনন্দ এবং বেদনা বোধ জাগিয়ে তোলে যা প্রত্যাসন্ন যুদ্ধের নির্ভুল সংকেত। ধ্বংস এখানকার সব কিছুর ওপর একটা ঝড়ের ছায়া বিস্তার করেছে। তোমাদের সুগম্ভীর হর্ম্যরাজি আলো আঁধারে কাঁপছে, অশ্বরাজি হ্রেষা ধ্বনি করছে, থামের অন্ধকার আড়ালে ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যত আর কখনো এই রকম বিস্ময়কর স্বচ্ছতার সঙ্গে আমার চোখে ধরা দেয় নি। আর আমাদের কিছুই করবার নেই হেক্টর। তোমরা ইতিমধ্যেই গ্রীক যুদ্ধের রক্তিমাভায় বাস করতে শুরু করেছো।

হেক্টর। অন্য সব গ্রীকরাও কি তাই মনে করে?

ইউলিসিস। তারা যা মনে করে সেখানে কোন আশ্বাস নেই। আর গ্রীকদের চোখে ট্রয় হচ্ছে প্রচুর ঐশ্বর্যশালিনী, তার মালগুদামগুলো দ্রব্য সম্ভারে স্ফীতোদর, তার ভূমি অতি উর্বরা। আর অন্যদিকে, তাদের ধারণায়, তারা পাহাড়ের গায়ে কোন রকমে ঠাসাঠাসি করে সঙ্কুচিত হয়ে বাস করছে। তোমাদের পর্বত চূড়া থেকে তোমাদের সোনালী মন্দির আর সোনালী গমের ক্ষেত আমাদের জাহাজের কাছে যে সঙ্কেত প্রেরণ করেছে তা তারা কোনদিন বিস্মৃত হবে না। ওরকম সোনালী দেবতা এবং সোনালী ফসল থাকাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

হেক্টর। অবশেষে এতক্ষণে খানিকটা সত্যি কথার মত শোনাচ্ছে। ট্রয়কে গ্রীক তার শিকার নির্বাচন করেছে। তা হ'লে আর যুদ্ধ ঘোষণার কি প্রয়োজন? আমি যখন সেনাবাহিনী নিয়ে দেশান্তরে ছিলাম তখন অকস্মাৎ আক্রমণ করে ট্রয় অধিকার করলেই তো কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেতো। একটি আঘাত না হেনেই তুমি ট্রয় পেয়ে যেতে।

ইউলিসিস। যুদ্ধের জন্য এক ধরনের অনুমতির প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর একটা বিশেষ পরিস্থিতি ও আবহাওয়া, তার নাড়ীর একটি বিশেষ অবস্থানই শুধু সেই অনুমতি দান করতে পারে। সেই অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বাতুলতা হত। সে অনুমতি তখনও আমরা পাই নি।

হেক্টর। কিন্তু এখন পেয়েছো।

ইউলিসিস। আমার মনে হয় সে অনুমতি এখন আমরা পেয়েছি।

হেক্টর। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কেন? ট্রয় তার শিল্পকলা, তার ন্যায়পরায়ণতা ও তার মানবতার জন্য বিখ্যাত।

ইউলিসিস। কোন জাতির তার নিয়তির সঙ্গে বিরোধ বাধে তার অপরাধের জন্য নয়, তার ত্রুটির জন্য! তার সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হতে পারে, তার রাজকোষ ধন ঐশ্বর্যে পূর্ণ থাকতে পারে, তার কবি সাহিত্যিকেরা অনুপ্ররণার চরম শিখরে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু কোন একদিন, কেউ জানে না কেন, একটা সামান্য কারণে, যেমন, তার নাগরিকদের নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলা অথবা তার কোন দুষ্ট যুবরাজের নারীহরণ কিম্বা সে দেশের ছেলে মেয়েদের অবাধ্য উচ্ছুঙ্খলতার জন্য গোটা দেশটাই হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। একটা মানুষের মত একটা জাতিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম গোলযোগের জন্য মরে যায়। ধ্বংসের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষকে আমরা তার হাঁচির ধরণ কিম্বা নখ কাটার ঢং দেখেই চিনতে পারি। তোমরা যে হেলেনকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ধরে নিয়ে এসেছো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেক্টর। একটি রমণীর শ্লীলতাহানি কিংবা যে কোন একটি জাতির, সে তোমার হোক অথবা আমার হোক, যুদ্ধে সম্ভাব্য বিনাশের মধ্যে তুমি সমানুপাতের কি যৌক্তিকতা দেখছো?

ইউলিসিস ঃ আমরা হেলেনের কথা বলছিলাম। তুমি এবং প্যারিস হেলেন সম্পর্কে একটা বিরাট ভুল করছো। আমি ওকে পনেরো বছর ধরে দেখছি। খুব ভালো করে আমি ওকে

লক্ষ্য করেছি। নিয়তি তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে যে সব প্রাণীদের এই পৃথিবীতে স্থান দেয়, হেলেন যে তাদেরই একজন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনিতে বাহ্যতঃ তারা নিতান্তই নগণ্য। তারা মানুষ নাও হতে পারে। হয়ত কোন ছোট্ট শহর কিম্বা গ্রাম। কোন ছোট্ট রাণী কিম্বা একটি শিশু, কিন্তু তাদের ওপর যদি তুমি হস্তক্ষেপ কর, তা হলে সাবধান। অন্যান্য এত সব মানুষ ও জায়গার মধ্যে ভাগ্যের প্রতিভূ এই বিশেষ প্রাণী বা বস্তুকে চেনা অবশ্যি খুব কঠিন। তোমরা চেনোনি। আমাদের কোন মস্ত নৌ-সেনাধ্যক্ষ কিংবা কোন রাজার ওপর তোমরা নির্বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে পারতে। প্যারিস অতি নিরাপদে কোন স্পার্টান কিম্বা থীবান শয্যায় আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হতে পারতো, তার ফলে হয়তো বিশগুণ উদার প্রতিদানও সে লাভ করতো। কিন্তু সে বেছে নিলো সমস্ত রমণীকুলের মধ্যে তরলতম মস্তিষ্ক, কঠিনতম হৃদয় এবং ক্ষীণতম বুদ্ধি। এবং তাই তোমাদের আর কোন আশা নেই।

হেক্টর। হেলেনকে আমরা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

ইউলিসিস। নিয়তির প্রতি অবমাননাকে প্রত্যাহার করা যায় না।

হেক্টর। তাহ'লে আমরা এতক্ষণ কি নিয়ে আলাপ করছি? তোমার কথার পেছনের সত্যিকার উদ্দেশ্য এবার আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি। স্বীকার কর যে তুমি আমাদের ধনরত্ন চাও। হেলেন হরণের ব্যবস্থা তোমরা করেছিলে

শুধু যুদ্ধের একটা সম্মানজনক ছুতো পাবার অছিলায়। ছি, ছি, গ্রীসের জন্য আমার লজ্জা হচ্ছে। চিরদিন সে এইজন্য দায়ী থাকবে, এইজন্য লজ্জা বোধ করবে।

ইউলিসিস। দায়ী থাকবে? লজ্জা বোধ করবে? তাই মনে হচ্ছে তোমার? কথা দুটি কিন্তু ঠিক মিলছে না। আর আমরা যদি নিজেদেরকে দায়ী বলে মনেও করি, তবু আমাদের ভবিষ্যত উত্তরপুরুষের বিবেককে শান্ত করবার জন্য আমাদের এই পুরুষের সবাইকে একথা অস্বীকার করলেই চলবে, এ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বললেই হবে, আর কিছুর দরকার হবে না এবং সে মিথ্যা কথা আমরা বলবো। ওই ত্যাগ আমরা স্বীকার করবো।

হেক্টর। তবে তাই হোক, ইউলিসিস। বেজে উঠুক রণদামামা। যতই একে আমি ঘৃণা করছি ততই আমি দেখছি হত্যা করবার একটা দুরন্ত তাগিদ আমার মনের মধ্যে প্রবল হয় উঠছে। যদি তুমি আমাকে না-ই সাহায্য করবে তবে তোমার এখান থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয়।

ইউলিসিস। আমাকে ভুল বুঝো না, হেক্টর। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কিন্তু নিয়তিকে তোমার কাছে আমায় ব্যাখ্যা করতো বলো না। আমি শুধু মরুভূমির কারাভাঁর বিস্তীর্ণ রেখায়, চলমান জাহাজের তরঙ্গ-দোলায়, যাযাবর পাখীর পথরেখায় ও ভ্রাম্যমান বেদের পদচিহ্নে এই পৃথিবীর হস্তরেখা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। আমাকে তোমার হাতটা দাও। এখানেও রেখা আছে। এরাও ও সেই একই কাহিনী বলে কিনা, সে খোঁজ আমরা করবো না। আমরা ধরে নেব যে হেক্টরের হাতের

নিম্নদেশে এই যে তিনটি ছোট ছোট রেখা দেখা যাচ্ছে তারা তরঙ্গ আর পাখীর ডানা আর মাটির রেখার প্রতিবাদ করছে। আমি স্বভাবতঃই কৌতুহলী। সহজে আমি ভয় পাই না। ভাগ্যের সঙ্গে এই ব্যাপারে বোঝাপড়া করতে আমি সানন্দে রাজী, হেক্টর। হেলেনকে ফিরিয়ে দেবার যে প্রস্তাব তোমরা করেছো আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি তাকে মিনেলসের কাছে নিয়ে যাবো। কোন স্বামীকে তার স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ করাবার মত যথেষ্ট বাকনৈপুণ্য আমার আছে। এমনকি আমি হেলেনকে পর্যন্ত ব্যাপারটা বিশ্বাস করিয়ে ফেলবো। আর কোন গোলমালের সম্ভাবনা যেন না থাকে সেজন্য আমি এখনই চলে যাচ্ছি। একবার আমার জাহাজে গিয়ে পৌঁছলে পর তখন আমরা যুদ্ধের আশঙ্কাকে একেবারে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে যেতে পারবো।

হেক্টর। এ কি ইউলিসিসের চাতুর্য, না তার মহত্ব ?

ইউলিসিস। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার চাতুর্য আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছি না, করছি নিয়তির বিরুদ্ধে। এ আমার প্রথম প্রয়াস। তার জন্য আমাকে খানিকটা কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। আমার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করো না, হেক্টর। যুদ্ধই যদি আমার কাম্য হত তবে হেলেনের চাইতে অনেক মূল্যবান কোন ক্ষতিপূরণ আমি তোমার কাছে দাবী করতাম। এখন আমি যাই। কিন্তু এখান থেকে আমার জাহাজ পর্যন্ত এই পথ যেন বহু, বহু দীর্ঘ।

মন থেকে কিছুতেই এই ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না আমি।

হেক্টর। আমার প্রহরী তোমাকে জাহাজ পর্যন্ত তুলে দিয়ে আসবে।

ইউলিসিস। মনে হচ্ছে প্রাণনাশের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত কোন পরিদর্শনরত সম্রাটের পথের মতোই দীর্ঘ এই পথ। কোথায় লুকিয়ে আছে গুপ্তঘাতকেরা? আকাশের বুকে লুকিয়ে না থাকলেই আমাদের সৌভাগ্য মনে করতে হবে। এবং এখান থেকে প্রাসাদের মোড় পর্যন্ত দূরত্বও অনেক, অনেকখানি। এই প্রথম পদক্ষেপ নেবার পরও বহু পথ পড়ে থাকবে। চারপাশের এই বিপদের মধ্য দিয়ে এ পথ আমায় কোথায় নিয়ে যাবে। আমার কি পা পিছলে যাবে? আমি কি মরবো? আমার মাথার ওপর কি কার্নিশ ভেঙে পড়বে? এখানটায় সব কাঁচা পাথরের কাজ, যে কোন মুহূর্তে স্থানচ্যুত হয়ে একটা পাথর গড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু সাহস হারানো চলবে না। আসি তাহ'লে, কেমন? (প্রথম পদক্ষেপ করে)

হেক্টর। ধন্যবাদ, ইউলিসিস।

ইউলিসিস। প্রথম পদক্ষেপ তো নির্বিঘ্নে হল। আর কটি বাকী?

হেক্টর। চারশো ষাট।

ইউলিসিস। এইবার দ্বিতীয়টি। হেক্টর, কেন আমি ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম জানো?

হেক্টর। হ্যাঁ, কারণ তুমি মহৎ।

ইউলিসিস। ঠিক সেজন্য নয়। আমার স্ত্রী পেনীলোপের চোখের পাতার মতো এণ্ড্রমাকীর চোখের পাতাও কাঁপে।

(এণ্ড্রমাকী এবং কাসাণ্ড্রার প্রবেশ)

হেক্টর। তুমি কি সারাক্ষণ ওখানেই ছিলে নাকি, এণ্ড্রমাকী!

এণ্ড্রমাকী। তোমার হাত ধরতে দাও। আমার গায়ে এক ফোঁটা জোর নেই।

হেক্টর। আমাদের কথা তুমি সব শুনেছো?

এণ্ড্রমাকী। হ্যাঁ। আমি ভেঙে পড়েছি, হেক্টর।

হেক্টর। আর আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই, এণ্ড্রমাকী।

এণ্ড্রমাকী। আমাদের নিজেদের জন্য হয়তো নেই কিন্তু পৃথিবীর জন্য ঠিকই আছে। ও লোক বড় সাংঘাতিক। পৃথিবীর সব দুঃখ আমার বুকে আজ বাসা বেঁধেছে।

হেক্টর। আর দু'এক মুহূর্ত, তারপরই ইউলিসিস তার জাহাজে পৌঁছে যাবে। ওই দেখো, কি তাড়াতাড়ি সে হাঁটছে। এখান থেকে তুমি দেখতে পারো সে কেমন এগিয়ে যাচ্ছে। ওই যে সে এখন ফোয়ারাগুলোর কাছে এসে পড়েছে। ও কি, কি করছো তুমি?

এণ্ড্রমাকী। আর কোন কথা শুনবার শক্তি আমার নেই। আমি আমার দু'কান বন্ধ করলাম। আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা জানবার আগে আমি কান থেকে আমার হাত সরাবো না।

হেক্টর। হেলেন কোথায় দেখো, কাসাণ্ড্রা।

(আজাক্সের প্রবেশ। আগের চাইতেও বেশী মাতাল। আজাক্স এণ্ড্রমাকীকে দেখে। এণ্ড্রমাকী ওর দিকে পেছন ফিরে আছে)

কাসাণ্ড্রা। আজাক্স, তোমার জন্য বন্দরের মুখে ইউলিসিস অপেক্ষা করছেন। হেলেনকে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

আজাক্স। হেলেন! চুলোয় যাক হেলেন। আমার ত্নবাহু তো এঁকে জড়াতে চায়।

কাসাণ্ড্রা। চলে যাও এখান থেকে, আজাক্স। ইনি হেক্টরের স্ত্রী।

আজাক্স। হেক্টরের স্ত্রী? চমৎকার! আমার বন্ধুপত্নীদের আমি চিরকাল ভালোবেসে এসেছি, সেরা বন্ধুর বউদের।

কাসাণ্ড্রা। ইউলিসিস অর্দ্ধেক রাস্তার বেশী পার হয়ে গেছেন। তুমি তাড়াতাড়ি কর, আজাক্স।

আজাক্স। ঘাবড়াও মাৎ। দু'হাত দিয়ে উনি কান বন্ধ করে রেখেছেন। আমি যা খুশী তাই বলতে পারি। তিনি আমার কথা শুনতে পাবেন না। অবশ্য যদি স্পর্শ করি, যদি চুমু খাই, এ্যাঁ? কিন্তু যে কথা উনি শুনতে পাচ্ছেন না, তাতে দোষ কি, কি বল?

কাসাণ্ড্রা। তাতে বহু দোষ। তুমি যাও, আজাক্স! (কাসাণ্ড্রা তাকে জোর করে এণ্ড্রমাকীর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। হেক্টর ধীরে ধীরে তার বর্শা উত্তোলন করে। এমন সময় আজাক্স)

আজাক্স। তাই নাকি? তাহ'লে স্পর্শ করাই ভালো। চুমু খাওয়াই ভালো আমার। অবশ্য পবিত্রভাবে, সেরা বন্ধুর বউদের সঙ্গে সব সময় খুব পবিত্রভাবে। হেক্টর, তোমার বউএর সব চাইতে পবিত্র অংশ কোনটা? তার

ঘাড়? তা হ'লে এই রইলো ঘাড়ের জন্য। আমার কাছে তো তার কানও ভারী পবিত্র পবিত্র মনে হচ্ছে! এই হ'ল কানের জন্য। মেয়েদের কোন জিনিসটি আমাদের কাছে সব চাইতে পবিত্র বলে মনে হয় বলছি। বলছি শোনো। ...আহ্, ছেড়ে দাও আমাকে! ছেড়ে দাও বলছি! চুমু খাবার সময়ও তিনি কিছু শুনতে পাবেন না। ...উঃ, কি জোর গায়ে! আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বললাম তো যে যাচ্ছি। বিদায়। (সে চলে যায়)

(হেক্টর ধীরে ধীরে তার বর্শা নামায়। এমন সময় ডেমোকস সেখানে ফেটে পড়ে।)

ডেমোকস। একী কাপুরুষতা! হেলেনকে তুমি নাকি ফিরিয়ে দিচ্ছো? ট্রোজানগণ, অস্ত্র হাতে নাও! ওরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সাজো, সাজো তোমরা। তোমাদের যুদ্ধ-সঙ্গীত তৈরী হয়ে গেছে। একবার কান পেতে শোনো তোমাদের যুদ্ধ-সঙ্গীত!

হেক্টর। (আঘাত করে তাকে) এই নাও তোমার যুদ্ধ-সঙ্গীত!

ডেমোকস। (ধরাশায়ী হতে হতে) আমাকেও মেরে ফেললো!

হেক্টর। যুদ্ধ হবে না, এণ্ড্রমাকী!

(হেক্টর এণ্ড্রমাকীর কানের ওপর থেকে তার হাত সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। এণ্ড্রমাকী নির্নিমেষ চোখে ডেমোকসের দিকে তাকিয়ে থাকে। যবনিকা পড়তে আরম্ভ করেছিল। আবার তা একটু একটু করে উঠতে থাকে)

আবেনস। ডেমোকসকে ওরা মেরে ফেলেছে! কে, কে মারলে ডেমোকসকে?

ডেমোকস। কে আমাকে মারলো? আজাক্স! আজাক্স! আজাক্সকে হত্যা কর।

আবেনস। মারো, আজাক্সকে মারো!

হেক্টর। ও মিথ্যা কথা বলছে। আমি ওকে মেরেছি।

ডেমোকস। না। আজাক্স আমাকে মেরেছে।

আবেনস। না। আজাক্স ডেমোকসকে হত্যা করেছে! ওকে ধরো! ওকে শাস্তি দাও!

হেক্টর। স্বীকার কর, ডেমোকস, যে আমি তোমায় আঘাত করেছি। স্বীকার কর, নয়তো আমি তোমায় একেবারে শেষ করে দেবো!

ডেমোকস। না, বন্ধু হেক্টর, না, আমার প্রিয় হেক্টর, তুমি নও। আজাক্স আমাকে মেরেছে! হত্যা কর, আজাক্সকে হত্যা কর।

কাসাণ্ড্রা। যেমনভাবে ও বেঁচেছিলো ঠিক তেমনিভাবেই মরছে। ব্যাংএর মতো ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে।

আবেনস। ওই, ওই ওরা আজাক্সকে ঘিরে ফেলেছে। ওই। ওই ওরা তাকে হত্যা করলো।

হেক্টর। (এণ্ড্রমাকীর কান থেকে তার দুহাত সরিয়ে দিয়ে) যুদ্ধ হবে এণ্ড্রমাকী।

(ধীরে ধীরে যুদ্ধতোরণ খুলে যায়, দেখা যায়, হেলেন ট্রয়লাসকে চুমু খাচ্ছে)

কাসাণ্ড্রা। ট্রোজান কবির মৃত্যু হল। এবার গ্রীক কবির পালা।

[সত্যি সত্যি এবার যবনিকা পড়ে]

BENGALI ACADEMY